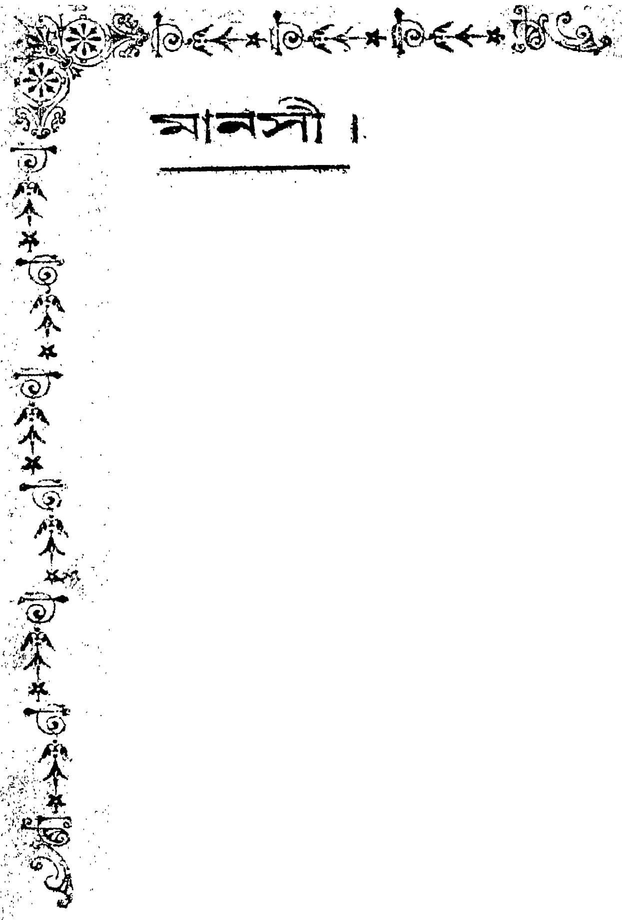


মানসী ।

কাব্যরঞ্জন ।

অশেষ-গুণ-সম্পন্ন বদান্য জমিদার

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী।

মহাশয়ের করকমলে।

ধীমান্,

আপনার নিকট আমি নানাপ্রকার ঋণে আবদ্ধ। সে ঋণের কণামাত্র পরিশোধের ক্ষমতাও আমার নাই; সে বিষয়ের আলোচনাও আজ করিব না।

আপনি একদিন এক খানি মাসিক পত্রের একটী গল্প শুনাইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—'এ গল্পটীর ছায়াবলম্বনে এক খানি নাটক লিখিলে বেশ হয়।' আপনার সে উক্তি স্মরণে রাখিয়া, 'মানসী' লিখিত হইয়াছিল। যদ্যপি আমি সে গল্পের অত্যধিক পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিয়াছি, তথাপি আপনি হস্তলিখিত-কাপি (manuscript) দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার নিজের ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ইহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সে দিন বুঝিয়াছিলাম, আপনি 'মানসী'কে উপেক্ষার চক্ষুতে দেখেন নাই। শুধু এইটুকু মাত্র ভরসায়, ইহা আপনার করে অর্পণ করিলাম। ইতি—

চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

গ্রন্থকার।

প্রকাশকের বক্তব্য।

বর্ত্তমানযুগে সুরম্যোপত্যকার কোনও লেখক নাটক রচনা করিয়াছেন,—আমি জানি না। আমার বিশ্বাস, গ্রন্থকার এ বিষয়ের প্রথম পথি-প্রদর্শক। গোপায়া ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যখন ইহার অভিনয় হয়, তখন অনেকেই—ইহার প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং উহা প্রকাশিত করিতে গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক অর্থ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে গ্রন্থখানি এতদিন মুদ্রিত হয় নাই।

এ নাটক খানি রাজভক্তি মূলক; রণজিতের চরিত্রে রাজ-ভক্তি সুস্পষ্ট পরিস্ফুট।—এই কারণে আমি নিজ ব্যয়ে উহার মুদ্রণ-বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, গ্রন্থকার মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে উহা মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, এক্ষণে সাধারণে ইহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

আর এককথা,—নাটক খানি প্রথম অভিনীত হইলে, যাত্রার দলের কোনও অধিকারী, ইহাকে গীতাভিনয়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে গ্রন্থকারকে অনুরোধ করেন। সেজন্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে কয়েকটী গান সংযোজিত হইল। যাত্রাধিকারিগণ, যথাস্থানে গান গুলি গীত হইবার ব্যবস্থা করিলে, সহজেই উহার "গীতাভিনয়" চলিবে। ইতি—

বিনীত—প্রকাশক।

মানসী।

শ্রীবিপিনচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

পাত্র-পাত্রী।

পুরুষ

শত্রুজিৎ ··· কাশ্মীরের সম্রাট্।

চন্দ্রচূড় ··· ঐ মন্ত্রী।

রণজিৎ ··· ঐ সেনাপতি।

রত্নেশ্বর ··· নির্ব্বাসিত প্রধান সভাসদ্।

পুরঞ্জন ··· রত্নেশ্বর-পুত্র।

বিজয় ··· পুরঞ্জন সখা।

রঘুবীর ··· পার্ব্বত্য-সর্দ্দার।

বাঞ্ছারাম ··· সংসারত্যাগী যুবক।

এতদ্ব্যতীত সার্ব্বভৌম, ছদ্মবেশী অধ্যাপক, শিষ্যদ্বয়, রাজবৈদ্য, জেলে, কাঠুরিয়া, ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী, ছদ্মবেশী ফুলওয়ালা, প্রহরী, দূত, সভাসদ্‌গণ, সৈন্তগণ, ব্যাধবালকগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

ক্ষণপ্রভা ··· দ্বিতীয়পক্ষের রাজ্ঞী।

পদ্মাবতী ··· সেনাপতি-পত্নী।

মানসী ··· সম্রাট্ কন্যা।

চামেলী ··· পরিচারিকা।

এতদ্ব্যতীত সখিগণ, দাসী, নাগরিকাগণ, ফুলওয়ালী, জেলেনী, কাঠুরিয়া-পত্নী, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।



প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—পর্ব্বত, দুর্গাভ্যন্তর।

(আহত রত্নেশ্বর শয্যায় শায়িত, তাঁহার এক পার্শ্বে বিষণ্ণ মনে বিজয় উপবিষ্ট।)

রত্নে। বিজয়, ক্রমেই আমার সময় সংকীর্ণ হয়ে আস্‌ছে। বড় খেদ রইলো,—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলোনা। অকারণ অবমানিত,—নিগৃহীত হয়ে যখন কাশ্মীর ত্যাগ করি, স্পর্দ্ধাভরে বলেছিলুম,—যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি পাপ-পুণ্যের বিচারকর্ত্তা কেউ থাকেন, একদিন আমার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ হবে। বলেছিলুম,—অনাদরে, উপেক্ষায় যে কাশ্মীর আমাকে ত্যাগ কর্‌লো, সে কাশ্মীর যাতে সাগ্রহে, সসম্মানে আমাকে পুনর্গ্রহণ করে, আমি তাই কর্‌বো। তা—ই করেছিলুম। সীমান্তে যে রণবহ্নি—প্রজ্জলিত হয়েছিল, আমার ব্রত-উদ্‌যাপনে সে বহ্নি নির্ব্বাপিত হবে, মনে বড় সাধ ছিল। কিন্তু হলো না, কঠোর নিয়তির নির্ম্মম বিধানে, আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হতেই, আমাকে ভবের হাট হতে চির-বিদায় গ্রহণ কত্তে হলো!—বড় কষ্ট, প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ রইলো!

বেগে পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুর। পিতঃ,—(হঠাৎ চমকিয়া) একি, পিতা আমার আহত?—শয্যাশায়ী? পিতার এ দশা কেন?

রত্নে। পুরঞ্জন, বিচলিত হ'য়োনা। গতকল্য নৈশ-সমরে আমি গুরুতর আহত হয়েছি। তার ফলে শীঘ্রই আমাকে রণক্ষেত্র, এমন কি ভবরঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগ কত্তে হবে। কিন্তু বৎস, পিত্রাদেশ,—যতদিন কাশ্মীর-রাজ স্বরাজ্যে তোমাকে সসম্মানে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন, ততদিন যেন সমরের বিরাম না হয়। শৈশবে তুমি মাতৃহীন হয়েছিলে, আজ পিতা ও ছেড়ে চল্‌লো; এ বিরাট সংসার ক্ষেত্রে তুমি আজ একা, নিরবলম্ব। কিন্তু তথাপি বৎস, পিতৃ-প্রতিজ্ঞা পূরণের ভার তোমার উপর রইলো,—বিস্মৃত হয়োনা।

পুর। বাবা, এ সময়ে এ সর্ব্বনাশ হ'লো? আমি যে বড় যত্নে সমস্ত সেনা সজ্জিত ক'রে, এখনই শত্রুপক্ষ আক্রমণের উদ্যোগ কচ্ছিলুম। গত নৈশ-সমরে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ছিল, আজ যে বড় আশা ক'রেছিলুম, বিপক্ষ-পক্ষ দলিত ক'রে তাদের সকল গর্ব্ব—খর্ব্ব কর্‌বো!

রত্নে। তা—ই কর। আমার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হ'য়োনা। এ আঘাত আমার মরণাঘাত। চিকিৎসা-শুশ্রূষার জন্য বৃথা বিব্রত হ'য়োনা। শোন বৎস, আমার অভাবে তিলমাত্র কাতর হ'য়ে, আমার দীর্ঘদিনের সাধনা নষ্ট ক'রোনা। আর বাছা, বীরের শোক অশ্রু ত নয়,—অসির ঝঙ্কার!

পুর। তবে পিতঃ, তাই মূলমন্ত্র হলো। আজ হতে অসিব্রতই পুরঞ্জনের সারব্রত হলো। পিতৃরক্তে যে সমরের আরম্ভ, শোকাশ্রুতে সে সমরের সমাপ্তি হবে না। যে দুরন্ত শত্রুর নির্ম্মম অসি পিতৃবক্ষ বিদীর্ণ করেছে, সে শত্রুর উত্তপ্ত শোণিতধারায় পুরঞ্জনের অসিব্রত উদ্‌যাপিত হবে। এর ব্যর্থতা—মানবের অসাধ্য।

রত্নে। প্রতিজ্ঞা কর,—যতদিন কাশ্মীররাজ সাগ্রহে তোমায় পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন, ততদিন তিনি তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। স-সম্মানে কাশ্মীর-বাস—তোমার একমাত্র সাধনা।

পুর। এই পিতৃচরণ স্পর্শে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি,—যতদিন দেহে কণামাত্র শোণিত বিদ্যমান থাকবে, যতদিন পুরঞ্জনের শেষ নিঃশ্বাস আকাশে বিলীন না হবে, ততদিন পিতৃপ্রতিজ্ঞা পূরণে শৈথিল্য প্রকাশ কর্‌বো না। প্রতিজ্ঞা কল্লুম,—পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা-বিঘ্নের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, জীবন-সঙ্কটের জন্য মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না ক'রে, অভীষ্ট পথে

দ্রুত অগ্রসর হব। প্রতিজ্ঞা কল্লুম,—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

রত্নে। আঃ,—সকল উদ্বেগের অবসান হলো। পুরঞ্জন, আশীর্ব্বাদ করি, মনোবাসনা অচিরে পূর্ণ হোক। বিজয়, আজ দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ ক'রে দশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করেছি। সে সমস্ত সৈন্য, আর আমার প্রাণাধিক পুত্র পুরঞ্জনকে এ মুহূর্ত্ত হতে তোমার হাতে অর্পণ কল্লুম। তাকে আমার উদ্দিষ্ট পথে চালিত ক'রো। বিপদে সম্পদে তার সঙ্গ ছাড়া হয়োনা। রত্নেশ্বরের — তোমার নিকট এই শেষ প্রার্থনা।

বিজ। পূজ্যবর, মাতাপিতৃহীন অসহায় বালক যখন অকূল সংসার-সাগরে ভেসে যাচ্ছিল, যখন আপনার স্নেহ, আপনার যত্ন, আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত তার একদিনও বাঁচ্‌বার সম্ভাবনা ছিলনা,—তখনকার সে চিত্র আজও তার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত আছে। যতদিন এ দেহ পঞ্চভূতে না মিশায় ততদিন ই থাক্‌বে। বিজয়ের এ দেহ এতদিন আপনার সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিল, আজ হতে আপনারই আদেশে সহোদর-প্রতিম পুরঞ্জনের সেবায় নিয়োজিত হলো। দেব, রণে-বনে সম্পদে-বিপদে আজ হতে বিজয় আজীবন পুরঞ্জনের চির-সহচর,— আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

রত্নে। আর এক কথা, শোন, তোমরা দুজনেই শোন—কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ কখনও আমার উদ্দেশ্য ছিল না। রাজার প্রতি আমার হিংসা নেই, দ্বেষ নেই,—শুধু বীরত্ব প্রদর্শনে তাঁর চিত্তাকর্ষণ আমার লক্ষ্য ছিল। এ শত্রুতা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য। আমার উদ্দেশ্য দুজনেই জেনে রাখ,—ভুল করোনা।

বিজ। রাজ্যলাভ আপনার উদ্দেশ্য নয়— শুধু তবে—

রত্নে। অনেক দিন অনেক বার বলেছি, তা আমার উদ্দেশ্য নয়। রাজা পরম ধার্ম্মিক, সরল, সত্যপরায়ণ। দশ বৎসর আগে মন্ত্রী চন্দ্রচূড়ের ষড়যন্ত্রে আমি নির্ব্বাসিত হই। নির্দ্দোষতা সপ্রমাণের জন্য, সকল চেষ্টা, সকল যত্ন যখন ব্যর্থ হয়, তখনই অভিমানে জাতক্রোধ হই। এটা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের দোষ কি গুণ, জানিনা। (ক্ষণপরে) আমার চিরদিন ইচ্ছা ছিল,— নিজের বাহুবলে, নিজের বীরত্বে রাজাকে মুগ্ধ ক'রে তাঁর

স্নেহ অর্জ্জন করি। — নির্দ্দয় কাল, তাতে বাদ সাধ্‌লো।

পুর। মন্ত্রী চন্দ্রচূড়— আর সেনাপতি রণজিৎ,— এই দুই শত্রুর শোণিতে পিতৃঋণ পরিশোধিত হবে।

ব্রজে। ভুল ক'রোনা বৎস। সেনাপতি রণজিৎ সুচরিত্র। আমারই বন্ধু-পুত্র। সে ধর্ম্মভীরু, তার প্রতি জাতক্রোধ হ'য়োনা।

পুর। পিতঃ, তারই তীক্ষ্ণ অসি পুরঞ্জনকে পিতৃহীন কর্‌লো,— এ কথা কিরূপে বিস্মৃত হব?

ব্রজে। কর্ত্তব্য-পালন বীরধর্ম্ম। রাজভক্ত রণজিৎ রাজাজ্ঞায় বিদ্রোহ-দমন ক'র্ত্তে এসেছে। সম্মুখ-যুদ্ধে আমি দৈবাৎ আহত হয়েছি, তার কোনই দোষ নেই। তার সঙ্গে শত্রুতা, কর্ত্তব্যের অনুরোধ পর্য্যন্ত,— আর বেশী নয়।

দ্রুত রঘুবীরের প্রবেশ।

রঘু। বিলম্বে সর্ব্বনাশ— শত্রুসৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। এতক্ষণে আমাদেরই আক্রমণ করা উচিৎ ছিল। — একি প্রভু শায়িত!

ব্রজে। রঘুবীর, ব্রজেশ্বর আজ অন্তিম-শয্যায় বিশ্রাম কচ্ছে। তার জীবনদীপ অচিরে চির-নির্ব্বাপিত হবে। ভাই, এসময় অধিক আর কি বল্‌বো? আজ হতে পুরঞ্জনকে তোমাদের হাতে সঁপে দিলুম, আমার শূন্য-স্থান তার দ্বারা পূর্ণ ক'রো।

রঘু। একি! হৃদ্‌পিণ্ড হতে রক্ত নির্গত হচ্ছে? হায় হায়, এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে? বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতুম আমরা, বড় শক্ত স্নেহডোরে বেঁধে ছিলে প্রভো। সে ডোরের আকর্ষণে সব ছেড়ে তোমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলুম, তোমার তৃপ্তির জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেছিলুম,— আর আজ এভাবে তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে? তা হবেনা, তা হ'তে দেবোনা। বল, বল প্রভো, কি কর্‌লে তোমার জীবন রক্ষা পায়—আমরা সবাই মিলে তাই করবো।

ব্রজে। কালে যাকে গ্রাস করে, তাকে কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পারেনা, রঘু। আমি জানি তোমরা আমার বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু এ যাত্রা আমার নিষ্কৃতি নেই। এক্ষণে সবাই মিলে আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা কর। আমার অভাবে হতাশ না হয়ে, আমার প্রতিজ্ঞারক্ষায় যত্ন-পর হও। সকলে তোমরা, আমার প্রতি অবিচারের প্রতিকার ব্যবস্থা কর। পরলোক হতে তা দেখেও আমি পরিতৃপ্ত হব।

দূরে তোপধ্বনি।

বিজ। ঐ শত্রুর তোপধ্বনি! বোধ হয় তারা অগ্রসর হচ্চে।

রঘো। তবে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব ক'রোনা। যুদ্ধে অগ্রসর হও। এ দুর্গ রক্ষা কত্তে হবে। যদি অগত্যা তা অসম্ভব হয়, তোমরা বনে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। শত্রুর সংখ্যা অত্যধিক হ'লে, কৌশল অবলম্বন ভিন্ন উপায় কি?

পুর। (ব্যস্তভাবে) দুর্গরক্ষার ভার আপাততঃ বিজয় দাদা গ্রহণ কর। আমি এ মুহুর্ত্তেই শত্রুর সম্মুখীন হচ্ছি। রঘু কাকা গুপ্ত-পথে ঘু'রে গি'য়ে তাদের পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করবে।—তবে পিতঃ, ক্ষণেকের জন্য বিদায়, অচিরে শত্রুসৈন্য বিতাড়িত ক'রে, আবার এসে চরণ সেবায় নিযুক্ত হব।

(বেগে প্রস্থান)

রঘো। তোমরাও অবিলম্বে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হও। আমার জন্য চিন্তা নিরর্থক।

রঘু। প্রভুর পরিচর্য্যায় বিজয়, রইলে। আমি পুরঞ্জনের আদেশ পালন করি।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—উপত্যকায় পথ।

(স-সৈন্য রণজিতের প্রবেশ।)

রণ। সৈন্যগণ, আজ বিষম পরীক্ষার দিন। কত দিন কত পরীক্ষায়, তোমরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ; কতদিন কত যুদ্ধে, শত-সহস্র অরাতির উষ্ণ শোণিতে তোমরা তোমাদের কীর্ত্তির পথ পরিস্কৃত করেছ, কতদিন কত আসন্ন-বিপদে, বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, প্রাণ তুচ্ছ ভেবে তোমরা ক্ষত্রিয় খ্যাতি রক্ষা করেছ, আজ কি তা বিস্মৃত হবে? তোমাদের চিরশুভ্র যশঃ প্রভায় সমগ্র কাশ্মীর-রাজ্য আজ সমুদ্ভাসিত,—কাশ্মীর সম্রাট্ গৌরবান্বিত! সে গৌরব-প্রভা কি এ পর্ব্বত গহ্বরে বিলুপ্ত হবে?

সৈন্যগণ। না, না, কথনই নয়, কথনই নয়।

রণ। হাঁ, সৈন্যগণ, প্রাণপণে আমরা আজ আমাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি, পূর্ব্বগৌরব, পূর্ণভাবে রক্ষা কর্‌বো। শত্রু যতই দুর্দ্ধর্ষ হোক, যুদ্ধক্ষেত্র যতই দুর্গম হোক্,—প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন যতই প্রতিকূলতাচরণ করুক,—সঙ্কল্প-সাধনে রণজিৎ বাহিনী কথনও পশ্চাৎপদ হবে না। দেশ-মাতৃকা আমাদের দস্যুহস্তে নিগৃহীতা,—রাজশক্তি অবজ্ঞাতা! প্রাণপণে আমরা আজ মায়ের সম্ভ্রম,—সম্রাটের গৌরব, অক্ষুন্ন রাখ্‌বো। বল সৈন্যগণ, সমগ্র বাহিনী মধ্যে কে এমন কাপুরুষ, কে এমন কুলাঙ্গার আছে, যে এ পুণ্য কাজে জীবন দানে সঙ্কুচিত?

সৈন্যগণ। কেউ নয়, কেউ নয়।

রণ। তবে সৈন্যগণ, অই দেখ, অদূরে পার্ব্বত্য দুর্গ! নৈশসমরে শত্রুবর্গ পরিশ্রান্ত—ক্লান্ত। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। এস, এ সময় আমরা ভীম-বিক্রমে অরাতিদুর্গ আক্রমণ করি। আবার বলি, সৈন্যগণ, মাতৃভূমির,—কাশ্মীর সম্রাটের—মান-সম্ভ্রম তোমাদের হাতে। আজ যদি এ আক্রমণ ব্যর্থ হয়, সকলের মুখে চির-কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হবে।

সৈন্যগণ। কথনও নয়,—প্রাণপণ, কথনও নয়।

রণ। হাঁ, প্রাণ অতি তুচ্ছ,—সম্ভ্রম রক্ষা কত্তে হবে। ক্ষত্রিয়বীর প্রাণের মমতা করেনা। একলক্ষ্য হও, সম্মুখে কালান্তক কামান গর্জ্জন করুক,—ভ্রূক্ষেপও করোনা। আমাদের লক্ষ্য অই সম্মুখস্থ দুর্গ,—শত্রুবর্গকে কিছুতেই আজ দুর্গ রক্ষা কত্তে দেবোনা।

সৈন্যগণ। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়।

রণ। তা—ই চাই। এ দুর্গ হস্তগত হ'লে, শত্রুবর্গ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়্বে। আর অর্দ্ধক্রোশ মাত্র ব্যবধান, খুব সাবধান। প্রথমেই শত্রু-কামান হস্তগত কর। অগ্রসর হও—বল, জয় কাশ্মীর রাজের জয়।

সৈন্যগণ। জয় কাশ্মীর রাজের জয়।

(প্রস্থান)

রণ। সহকারী সেনাপতি কীর্ত্তিধ্বজ দুর্গের পশ্চাদ্দিক আক্রমণ কর্বেন, স্থির আছে। এ-ই তার উত্তম অবসর। এইবার সংকেতাদেশ প্রদান করি।

(সংকেতধ্বনি)

বেগে পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুর। এই যে রণজিৎ! আমি অনেকক্ষণ তোমার অনুসন্ধান কচ্ছি। এক্ষণে তূরীধ্বনি লক্ষ্য করে, এখানে এসে সাক্ষাৎ পেলুম। এস সেনাপতি, উভয়ের ব্যক্তিগত শক্তি পরীক্ষিত হোক্।

রণ। শক্তির পরীক্ষা? বালক, তুমি কতদিন এব্রতে ব্রতী হয়েছ, তাই রণজিতের শক্তি পরীক্ষায় সাহসী হ'লে?

পুর। সেনাপতি, অসি ধারণ কর। রণক্ষেত্রে পুরঞ্জন দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেনা। শীঘ্রই তার পরিচয় পাবে। শুনেছিলুম, তুমি অভিজ্ঞ, কিন্তু এ দুর্গম পথে দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ,—তোমার অনভিজ্ঞতাই সপ্রমাণ কচ্ছে।

রণ। বালক, দস্যু-দমন যখন সংকল্প, তখন যে কোনও উপায়ে আমাকে তা কত্তে হবে। দুর্গমতা সুগমতার চিন্তা রণজিৎ কখনও করেনা। দস্যুদমন কত্তে এসেছি, দস্যুদমন কর্বোই।

পুর। রণজিৎ, তুমি বয়স্ক সুতরাং বিজ্ঞ, এ ধারণাই—আমার প্রথমে ছিল, কিন্তু ক্রমে তা দূর হচ্ছে। তুমি আমাকে বারবার দস্যু ব'লে অবমানিত কত্তে উৎকণ্ঠ, কিন্তু রণজিৎ, ভারতের বিরাট ইতিহাসের আলোচনা কর, দেখ্‌তে পাবে, একটী নয়, দুটী নয়, ভারতীয় প্রত্যেক রাজ-বংশেরই আদি পুরুষ, প্রথমে দস্যু বলে আখ্যাত ছিলেন। আরও শোন, উত্তরাধিকার-সূত্রে গৌরবের পদ অধিকার করা অপেক্ষা, তুমি কি মনে কর, আত্ম-ক্ষমতায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কম শ্লাঘার কথা?

রণ। পুরঞ্জন, বৃথা আস্ফালনে রণজিৎ তত অভ্যস্ত নয়, যত অভ্যস্ত অসি-সঞ্চালনে। রণাঙ্গণে আমার সেনা অবতীর্ণ, আত্মরক্ষায় যত্নপর হও।

(তূরীধ্বনি)

পুর। পুনঃ পুনঃ সংকেত ধ্বনির অবশ্যই গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু এ সুবিধা অধিকক্ষণ দেবোনা, রণজিৎ। এস, তোমাকে আমি দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান কচ্ছি।

রণ। বারবার তোমার আহ্বান প্রত্যাখান করা সঙ্গত নয়। এস তবে বিলম্বে প্রয়োজন নেই।

(উভয়ের যুদ্ধ, সহসা কতিপয় পার্ব্বত্য সৈন্যের প্রবেশ)

পুর। সৈন্যগণ, যে যেখানে আছ, দাঁড়াও। পদমাত্র অগ্রসর হ'য়োনা। রণজিৎ একক,—পুরঞ্জন অসম-যুদ্ধে খ্যাতি লাভের প্রত্যাশী নয়।

(উভয়ের পুনঃ যুদ্ধ ও প্রস্থান)

১ম সৈ। এক্ষণে আর 'হা' ক'রে দাঁড়িয়ে লাভ কি ?

২য় সৈ। অই যেরে চেয়ে দ্যাখ—দুর্গের প্রাচীরে পিপড়ে সারি বেঁধেছে—

১ম সৈ। বোধ হয় বিপক্ষ সৈন্যদল—সর্ব্বনাশ।

(বেগে রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। সৈন্যগণ, সর্ব্বনাশ হয়েছে। পুরঞ্জন কোথায় ? বিপক্ষের চতুরতায় আমরা বিষম প্রতারিত হয়েছি। তারা অল্পমাত্র সৈন্য সম্মুখ ভাগে রে'খে, সমস্ত সৈন্য নিয়ে দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করেছে। আমাদের কামান শত্রু হস্তগত। ঘোর বিপদ উপস্থিত—পুরঞ্জন কোথায় ?

১ম সৈ। তিনি কাশ্মীর সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছেন।

রঘু। তাকে পাওয়া চাই। বিষম চতুরতা, ভীষণ প্রতারণা! সর্ব্বনাশ হলো! সৈন্যগণ মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হও। বড় সঙ্কটের দিন আজ,—আমাদের প্রভু রত্নেশ্বর আজ আহত অবস্থায় দুর্গে শায়িত। যদি তাঁর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মমতা থাকে, বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে, দুর্গরক্ষায় তৎপর হও। প্রাণের মমতা করো'না—অগোণে আমার পশ্চাদ্ধাবন কর। (সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—দুর্গাভ্যন্তর।

(রত্নেশ্বর শায়িত) (ঘন ঘন তোপধ্বনি)

(বিজয়ের দ্রুত প্রবেশ)

বিজ। সহসা শত্রুদল দুর্গের পশ্চাত্তা। আক্রমণ করেছে। দুর্গ প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন হয়েছে—দুর্গ রক্ষা করা অসাধ্য।

(রঘুবীরের দ্রুত প্রবেশ)

রঘু। অসাধ্যে সাধন কত্তে হবে, প্রাণ দিয়েও দুর্গ রক্ষা করা চাই। মুমূর্ষু দুর্গাধিপতি—শত্রু হস্তে বন্দী,—এ কল্পনা ও ভয়াবহ।

রত্নে। রঘু দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন হয়ে থাক্‌লে, অধিকক্ষণ—দুর্গরক্ষা—কত্তে পার্ব্বেনা। শত্রু সংখ্যা অত্যধিক—বিশেষতঃ তারা সুসজ্জিত—সুশিক্ষিত, পুরঞ্জন কোথায়?

পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুর। দূর হতে দুর্গ আক্রান্ত দেখে, ছুটে এলুম—শত্রু অতীব চতুর—একি, রঘুকাকা, তুমি এখানে? দুর্গরক্ষার যা একটু ক্ষীণ আশা ছিল, তা ও গেল!

রঘু। দুর্গ আক্রান্ত লক্ষ্য ক'রে আমি ও ফিরে এসেছি। এখন উপায়?

পুর। ভুল, প্রথমেই ভুল করেছিলুম। শত্রুর কৌশল বুঝতে পারিনি। তথাপি তুমি যদি পশ্চাৎ হতে রণজিতের বাহিনী আক্রমণ কত্তে, তারা একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তো। এক্ষণে সে আশাও নেই। একটা ভুলে এ সর্ব্বনাশ হলো।

রঘু। ভুল?—আমাদের সৈন্য সংখ্যা দশ সহস্র। এই দশ সহস্রের প্রাণের বিনিময়ে ও যদি এ ভুলের সংশোধন হয়, বল। দুর্গাধিপতির জন্য প্রাণ দিতে কেউ পরাঙ্মুখ হবে না।

রত্নে। সর্দ্দার, অকারণ প্রাণিহত্যা—আমার অভিপ্রেত নয়। বিশেষতঃ—আমি মরতে বসেছি। এ অবস্থায়—এ দুঃসাহস—রণনীতি-বিরুদ্ধ।

রঘু। শুধু আপনার জন্য ও নয়। দুর্গ শত্রু হস্তে ডালি দিয়ে, কলঙ্কের চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত কত্তে কার সাধ যায়, প্রভো?

মন্ত্রে। ভাই, স্থির হও—শোন। একটা দুর্গের—জয়ে, বা একটা—দুর্গের ক্ষয়ে,—বড় বেশী লাভ ক্ষতি—হয় না। যে অবস্থা,—তাতে এ দুর্গের আশা,—ত্যাগ করাই সঙ্গত। আজ তোমরা—এ দুর্গ ছেড়ে গেলে,—বিপক্ষ দল—এ দুর্গ রক্ষার জন্য—অহর্নিশ—দশ সহস্র সৈন্য —এখানে রাখতে—যাবে না। শত্রুর সংখ্যা—হ্রাস পাওয়া মাত্র— তোমরা, যে কোন ও মুহূর্ত্তে—এ দুর্গ একদিন—হস্তগত কত্তে—পারবে। আমার কথা শোন—জল—(জল দান) অগৌণে আমাদের সমস্ত সৈন্য— গভীর বনে লুক্কায়িত—হোক্। যতক্ষণ সকলে—নিরাপদ—না হয়,— যতক্ষণ এ দুর্গস্থ রসদ—গোলা বারুদ—অস্ত্রশস্ত্র—গুপ্তভাবে—স্থানান্তরিত না হয়—ততক্ষণ অবশ্য—শত্রুর গতি রোধ—কত্তে হবে।

(তোপধ্বনি)

পুর। সে ভার আমার উপর রইলো। বিজয়, পিতৃদেবকে সত্বর স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা কর। যুদ্ধোপকরণ সরাবার ভার সর্দ্দারের উপর। তোমাদের যতক্ষণ প্রয়োজন, আমি ততক্ষণ শত্রুর গতি, যে কোনও উপায়ে প্রতিরোধ করবো।

মন্ত্রে। তাই হোক। দুর্গে যে গুপ্তপথ—আছে—স পথে রঘু—সাতটীয় দ্রব্য সম্ভার—সত্বর—স্থানান্তরিত কর। আর আমাকে—অন্যত্র সরাতে —হবে না। শত্রুর সাধ্য নেই,—মানুষের সাধ্য—নেই,—আমায় বন্দী —করে। শীঘ্রই—আমার প্রাণ পাখী—দেহ পিঞ্জর হতে—মুক্ত হয়ে —চিরতরে—চিরমুক্তাকাশে—উড্ডীন হবে—শোন,—উঃ জল—(জল দান)

বিজ। শত্রু দুর্গ প্রবেশের চেষ্টা কচ্ছে।

পুর। পিতাকে দেখ,—আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

রঘু। দেখি, আমি কি কত্তে পারি। বিজয়, অন্ততঃ কিছুক্ষণ এ কক্ষ রক্ষা কর। (বংশীধ্বনি ও দুইজন সৈন্যের প্রবেশ) দেখ, দুর্গেশ্বর এ কক্ষে আছেন। যতক্ষণ আমি এখানে ফিরে না আসি, ততক্ষণ প্রাণ দিয়ে ও কক্ষ দ্বার রক্ষা করবে। (প্রস্থান)

(অদূরে কোলাহল)

যশো। কোলাহল—ক্রমেই—বর্দ্ধিত—হচ্ছে। দণ্ডার্দ্ধ ও—তা হলে—প্রতিরোধ —চলবে না?

বিজ। (বাতায়ন দিয়া দেখিয়া) বিপক্ষ সৈন্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হচ্ছে। এক্ষণে অসি বর্ষায় যুদ্ধ। শত্রুর গতিরোধ মানুষের অসাধ্য।

যশো। যাক্—নিয়তির—গতিরোধ—অসম্ভব। আর—সময়—নেই, বিজয়, —মনে রেখো—প্রতিজ্ঞা—মনে রেখো। শৌর্য্যে—বীর্য্যে প্রতিজ্ঞা —রাখবে। তোষামোদ—নয়। তোষামোদে— কিংবা—ক্ষমাভিক্ষায় —সে পথ—পরিষ্কার—করা—আমার—পক্ষেও—সুকঠিন—ছিল না। কিন্তু—রত্নেশ্বর—বংশ—কখনও—আত্মাভিমান—ক্ষুণ্ণ—করেনি।— তোমরাও— করোনা।—জল— (জলদান)

(কতিপয় কাশ্মীর সৈন্যের প্রবেশ)

পার্ব্বত্য-সৈন্য। সাবধান—আর অগ্রসর হলি—আর মরলি।

কাশ্মীর সৈন্য। ওহো, কি বীরের ব্যাটা বীর! ও দিককার খবর রাখ?— বাঁধ্ শালাদের।

(রণজিতের প্রবেশ)

রণ। সাবধান সৈন্যগণ,—বিশেষ সাবধান। কারও প্রতি—অন্যায় পীড়ন, কিংবা বৃথা রক্তপাত করোনা। বিজিত সৈন্যগণ, আত্ম-সমর্পণ কর, কোনও ভয় নেই।

বিজ। (অগ্রসর হইয়া) আমাদের অভিধানে আত্ম-সমর্পণ শব্দ লেখা নেই রণজিৎ।

রণ। দুর্গ অধিকৃত, আর যুদ্ধ নিরর্থক।

বিজ। দুর্গের প্রাচীরটা—খান কতক পুরাতন ইট—জয় করেছ সত্য, কিন্তু দুর্গবাসী অজেয়, রণজিৎ। যতক্ষণ এ দুর্গের একটী প্রাণীও জীবিত থাকবে, ততক্ষণ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

রণ। প্রায় সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আর প্রাণিক্ষয়ে প্রয়োজন?

বিজ। যে কয়জন দুর্গে আছে, তারা বীরের মরণ মরবে—দেখে নাও।

রণ। এ মরণের নাম আত্মহত্যা—আত্মহত্যা মহাপাপ।

বিজ। এত ধর্ম্মজ্ঞান যদি তোমার সেনাপতি, তা হ'লে এ মুমূর্ষুর কক্ষ আক্রমণে লজ্জা হলো না? দুর্গাধিপতি এ কক্ষে মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

রণ। মৃত্যু শয্যায়?—

রক্ষে। মৃত্যু—শয্যায়—সেনাপতি—। নৈলে,—লাভ হয়—এত—সহজে—দুর্গ জয়—হতো—না।

রণ। দুর্গাধিপতি কি যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন?

বিজ। কাল নৈশসমরে তিনি গুরুতর আহত হন।

রণ। উত্তম। দুর্গাধিপতি তবে স্বাধীন, কিন্তু তুমি?

বিজ। আমি?—আমার স্বাধীনতা আমি স্বয়ং ক্রয় করবো।

রণ। ক্রয়?—অসম্ভব। ভাল, কি মূল্যে রণজিতের নিকট তুমি স্বাধীনতা ক্রয় কত্তে অভিলাষী, যুবক?

বিজ। এ মুমূর্ষু মহাবীরের অন্তিম পরিচর্য্যায় আমি নিযুক্ত। এ কার্য্য সমাপ্তির পর, কাশ্মীর সেনাপতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ফলে।

রণ। যুবক, তোমার সাহস প্রশংসনীয়। ভাল তা—ই—হবে। সৈন্যগণ, এ কক্ষ আক্রমণে নিরস্ত হও। আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত তবে তুমি এখানেই আছ, যুবক?

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। পুনরাগমন কত্তে হবে না, রণজিৎ। গমনের অবকাশ নেই। দুর্গ আক্রান্ত দেখে আমি সহসা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিলুম। সৈন্য সংখ্যা-বাহুল্যে পুরঞ্জন এ যুদ্ধে পরাজিত সত্য, কিন্তু দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ফল এখনও নির্ণীত হয়নি। ভরসা আছে, কাশ্মীর সেনাপতি পার্ব্বত্য দস্যুকে এ সুযোগ দানে কাতর হবেন না।

রণ। পুরঞ্জন, তুমি বয়সে নবীন হ'লেও, সমরে প্রবীণ, এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে তোমাদের জয়ের কোনই আশা নেই—এটা নিশ্চিত। তর্কের অনুরোধে ক্ষণেকের জন্য, নয় স্বীকার কল্লুম, তুমি দ্বৈত যুদ্ধে জয়ী হবে। কিন্তু ভেবে দেখ,—কাশ্মীর রাজ্যের কখনও সেনাপতির অভাব হবে না। এক রণজিতের স্থান শত রণজিৎ পূর্ণ করবে, সুতরাং এ অসম যুদ্ধে তোমাদের কি লাভ হবে

পারে? তোমার পিতা অন্তিম শয্যায় শায়িত, এ অবস্থায় বরং তোমরা সন্ধি প্রার্থী হলে, আমি বিবেচনা কত্তে পারি।

পুর। সন্ধি?— সন্ধি কথাটা পুরঞ্জনের কেষ্ঠীতে লেখে না, রণজিৎ।

রঞ্জে। রণজিৎ—সন্ধি—তে—আমি—সম্ম—ত। প্রার্থ—না—কচ্ছি—ব—ল।

রণ। সন্ধি প্রার্থনা?—— (ক্ষণ চিন্তার পর) ক্ষতি নেই——কিন্তু— তোমরাই কাশ্মীর সীমান্তে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছ,—উদ্দেশ্য কি, জানিনা।

রঞ্জে। রণ—জিৎ, তুমি—আমা—র—পর—নও। আমি—ও—কাশ্মী—র বাসী। জল—(জলদান) আমি—যা—ই,—সন্ধির—সর্ত্ত

রণ। কি সর্ত্ত বলুন।

রঞ্জে। সকলের—স্বাধীনতা—দুর্গ—তো—মা—র।

রণ। আপনি সীমান্তের যে কয় খানি গ্রাম হস্তগত করেছেন, তা ত্যাগ কর্ত্তে সম্মত আছেন?

রঞ্জে। কর্‌লুম্—জল—(জলদান)

রণ। (স্বগতঃ) সন্ধি না কর্‌লে, এরা সহজে বন্দীত্ব স্বীকার কর্‌বে, এরূপ মনে হয় না। অকারণ প্রাণিহত্যা মহাপাপ। দুর্গ গ্রহণে সন্ধি স্থাপন নিতান্ত মন্দ বলে মনে হয় না।

রঞ্জে। সম্ম—ত?

রণ। যাতে সম্রাটের অবমাননা হয়, তেমন সন্ধি আমি কত্তে পারিনা। আপনার প্রস্তাবে উপস্থিত সকলকেই স্বাধীনতা দিতে হবে?

রঞ্জে। হা—তাতে—সম্রা—টের—অমর্য্যা—দা—হবে—না। দুর্গে—প্রবেশ করেছ—। আমরা—বিনা যুদ্ধে—দুর্গ—ত্যাগ কচ্ছি—। যুদ্ধে— পরাজয়—স্বীকা—র। সন্ধি—প্রার্থনা—

রণ। (স্বগতঃ) এ অবস্থায় পীড়াপীড়ির নাম নৃশংসতা।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। পুরঞ্জন এখানে?—নিশ্চিন্ত হলুম।

রঞ্জে। আ—দে—শ?

রঘু। পালিত হ'য়েছে।

রঞ্জে। নিশ্চি—ন্ত। রণ—জিৎ—স্বী—কৃ—ত?

রণ। একটা কথা—

রঘু। বিপক্ষ সেনাপত্তি এ কাজ?

ম্লে। চু—প্। —কি—কথা?

রণ। দুর্গের দ্রব্য সম্ভার কাশ্মীর রাজের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

ম্লে। যা—আছে—সব। হ—লো?

রণ। সন্ধি হলো। আর তবে শোণিত পাতে প্রয়োজন নেই।

(তুরীধ্বনি ও পটক্ষেপণ)



৪র্থ দৃশ্য--প্রাঙ্গন সম্মুখস্থ পথ।

(পদচারণা করিতে করিতে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ)

চন্দ্র। গন্ধমূষিকের বিষ্ঠাকে পদ্মে পরিণত করা যাদের স্বভাব, তাদের সঙ্গে পে'রে উঠা দায়। কি ই বা যুদ্ধ,—তার জয়ের জন্য, আজ ব্রাহ্মণ বিদেয়, কাল প্রকাশ্য দরবারে সাদর অভ্যর্থনা! এতে রণজিতের খ্যাতি গৌরব রাজ্যময়, শতগুণে বেড়ে উঠবে। রাজা এ কয় বৎসর রণজিতের গুণ-মুগ্ধ! আমার আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হতে বসেছে। এক কণ্টক উদ্ধার কত্তে না কত্তে আর এক কণ্টকের আবির্ভাব! অদৃষ্ট কি এতই অপ্রসন্ন? রাজা অপুত্রক, এ অবস্থায় চন্দ্রচূড় বংশেরই সিংহাসন লাভটা সঙ্গত নয় কি? রাজ্যটা পাছে রত্নেশ্বর-বংশগত হয়, সে আশঙ্কায় দশ বছর পূর্ব্বে সাবধান হয়ে কৌশলে তাকে নির্ব্বাসিত করি। তখন যদি জানতুম, রণজিৎ টার উপর রাজার নজর পড়বে, তাহলে একসঙ্গে দুই কণ্টকই উদ্ধারের পথ ধরতুম। কিন্তু তখন তা টের পাবার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন? এখনই কি চন্দ্রচূড় সহজে নিরস্ত হবে? কখনই নয়। রণজিৎ, তুমি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছ, সাবধান! সর্ব্বস্ব—চন্দ্রচূড়ের সর্ব্বস্ব পণ, যে কোনও উপায়ে তোমার অধঃপতন সাধন করবো। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেও রাজার যখন সন্তান সম্ভাবনা নেই, তখন বিধাতা আমার প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন, এরূপ মনে কত্তে পারি না। তবে কণ্টক দূর কত্তে হবে। অই যে রণজিতের সে পাগলটা এদিকে আসছে। দেখি কোনও ছিদ্রের সন্ধান কত্তে পারি কিনা! বাঞ্ছারাম,—হন্ হন্ করে কোথা যাচ্ছ হে?

(বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। কে মন্ত্রী মশায়? -- প্রণাম গো। আমার যাওয়া কিসের খুঁজে বুঝতেই পাচ্ছেন। পুঁজিটা একটু হালকা হয়ে পড়েছে।

চন্দ্র। কেন বাঞ্ছা? পুঁজি হালকা হল কিসে? শুনলুম, তুমি ও যুদ্ধে গিয়েছিলে। যুদ্ধ জয় হলো,—কত ধন রত্নে পুঁজি বেড়ে উঠবে, তা না হয়ে উল্টো হলো যে? ব্যাপার খানা কি বল তো, বাঞ্ছা।

বাঞ্ছা। ওগো, ধন-রত্নের ধার, বাঞ্ছা বড় একটা ধারেনা। যুদ্ধে গিয়েছিলুম, পাহাড়ে,—ভেবেছিলুম, গাঁজা আন্‌বো ভারে ভারে। কিন্তু গাঁজার বদলে আচ্ছা সাজাই পেয়ে এসেছি, বাবা। শীতে তাজা হাড় জমাট বাঁধবার যোগাড় হয়ে পড়েছিল।

চন্দ্র। শীতে হাড় জমাট? তবে যুদ্ধ তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলনা, যুদ্ধটা তেমন জাঁকালো রকম হয় নি বল। ব'সে ব'সে সময় কেটেছিল?

বাঞ্ছা। জাঁকাল নয়?— বাবা, একদম নাকাল হবার পথে পড়েছিলুম আর কি? উঃ কি মারামারি কাটাকাটি—কি গড়াগড়ি লুটোপুটি! তারপর —পাখীর ঝাড় উড়লো!

চন্দ্র। তারা পলায়ন করে?

বাঞ্ছা। এ—ই, চড়ুই, বাবুই, টুনটুনি, বুলবুল—সব উধাও হলো। তা বলে কি, চিল স্যেন পালায়?

চন্দ্র। বুঝলুম্ না, এ কি রকম যুদ্ধ!

বাঞ্ছা। বৃহৎ যুদ্ধ গো, বৃহৎ যুদ্ধ। ব্যাটারা বেহদ্দ বেহায়া—! আমি ত শীতের দাপটেই দাঁত কপাটী খেলুম। শেষ, অগত্যা গাঁজার ঝাল খালি করে, প্রাণে বাঁচলুম্। তারপর, কষ্টে-সৃষ্টে যদি বা দুর্গে প্রবেশ করা গেলো,—মশায় গো, তাদের আর আঁচড় কামড়ের বিরাম নেই। তারপর—সন্ধি—।

চন্দ্র। দুর্গ হস্তগত করার পর— সন্ধি হলো?

বাঞ্ছা। হাঁ, দুর্গে ঢুকেও দুপক্ষে খুব এক চাপট হয়ে গেল,—তারপর সন্ধি।

চন্দ্র। দুর্গ অধিকারের পর আবার সন্ধি হলো কেন?—শত্রুদের বন্দী করা হলো না?

বাঞ্ছা। আজ্ঞে, তারা তেমন পাত্রই বটে। কায়ার মায়ার ছায়া ও স্পর্শেনা তারা। খাঁড়ার তলে বেমালুম বরং মাথাটা পেতে দিতে রাজি। সন্ধি না ক'রে তাদের বন্দী কর্ত্তে গেলে, আরও দু'দশ শতের গরম রক্ত না কোন্ শত্রু বরফ হয়ে যেত্তো!

চন্দ্র। (স্বগত) লোকটা বোকা, কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না। ও যা বল্লে, তা যদি সত্যি হয়,—যাক্। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাঞ্ছারাম, তুমি ঠিক জান,

দুর্গের ভিতর সন্ধি হলো? সন্ধির সময় কি তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে?

বাঞ্ছা। কলমা পড়তে হবে? আমার হাতে বেজায় কাজ মন্ত্রীমশায়,—

(গমনোদ্যত)

চন্দ্র। দাঁড়াও বাঞ্ছারাম, শোন শোন, আমাদের সব সঠিক খবর জান্‌তে হয় কিনা, তাই একটা কথা দুবার ক'রে জিজ্ঞেস করি। বিরক্ত হয়োনা।

বাঞ্ছা। তা বড় বড় রুই কাতলের কাছ ঘেঁসনা কেন বাবা? এ চুনোপুটী নিয়ে ঘাঁটাঘাটি কেন?

চন্দ্র। আর মাত্র একটা কথা বাঞ্ছারাম,—শোন্ বাবা, তোকে ছটাক খানেক গাঁজা দেবো এখন, সত্যি ক'রে বল্‌তো, তুই যা বল্লি তা নিজ চোখে দেখে এসেছিস্ তো? বল, সত্যি তোকে গাঁজা দেবো এখন—

বাঞ্ছা। ও, এ যে গরজ বেশী—তবে আসি মন্ত্রীমশায়, প্রণাম—আমি কিছুই জানিনে।

(প্রস্থান)

চন্দ্র। ব্যাটা আস্ত পাগল ... যা বলে তা বড় মিথ্যা হয় না। তা, ও যা বল্লে, তার উপর ... ফলাতে পারে, বিষয়টা কাজে লাগ্‌তে পারে! দস্যুদের হাতে পেয়ে, ছেড়ে আসার মূলে গূঢ় একটা রহস্য আছে,—রাজার মনে এটুকু ... যদি কৌশলে জন্মানো যায়, তবে কাজ হাঁসিলের পথটা খুবই সরল হয়ে যায়। আর ব্যাপারটাকে কোনও প্রকারে যদি রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যে টেনে আন্‌তে পারি,—তা হলেত "কেল্লাই ফতে" হয়। না—না,—কথাটা হেসে উড়াবার নয় তো! যোগাড় যন্ত্র কত্তে হবে। সভাসদ্‌দের দুচার জনকে হস্তগত করা আবশ্যক। পুরোহিত সার্ব্বভৌমকে মুঠোর ভিতর পূর্‌তে হবে। কিন্তু ব্যাটা ভারি অর্থপিশাচ—রক্তশোষা! হোক্, রণজিতের সর্ব্বনাশে আমার সর্ব্বস্ব পণ! একটা কৃপণকে হাত করা কঠিন হতে পারে, অসম্ভব হবে না। কাল প্রকাণ্ড দরবার—সময় নেই, আজই সব যোগাড় কত্তে হবে। আবার একটা ব্রাহ্মণ বিদায়ের বঞ্ঝাট আছে! কি মুস্কিল—

(প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—রাজপথ।

অধ্যাপকের প্রবেশ।

অধ্যা। বাগিা বাল, পঞ্চ বৎসর সিদ্ধান্ত বাগীশের তল্পি তল্পা বওন কর‍্যা সংস্কৃতের গুটা পাচ ছয় শ্লোক আবৃত্তি কর‍্যা লইছি। গলায় ব্রহ্ম দিয়া ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হয়্যা দুইটা শিষ্য অবদি জুটাইয়া ফেলছি। চেহারাখানা মন্দ কি? শূদ্র বল্যা চিনবো কোন্ হালা? এহন মানে মানে ফিরতে পাল্লে, এক দাও মার‍্যা নিমু। আরে, রামকান্ত, পদ্ম-লোচন,—হালারা গেল কেম্বায়— (প্রস্থান)

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শি। (কণ্ঠস্থের চেষ্টা) পুণ্য—পুণ্য—পুণ্য—পর—পর—উপ—কারে—কারে, দানে—দানে—দানে বাড়ে—বাড়ে খ্যাতি। ঘোড়া শালে—শালে —শালে বাড়ে—বাড়ে ঘোড়া,—ঘোড়া—ঘোড়া—ড়া—ড়া—হাতী —হাতী শা—শা—শালে হাতী—হাতী।

২য় শি। ইহ লোকে—লোকে, লোকে করে—রে—রে—রে দান, করে দান, পর—পর—র লোকে পায়—পায়। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ হইলে—লে তু—তু—তুষ্ট—হেঁটে—হেঁটে—স্ব—স্ব—স্বর্গে—যায়—যায়। পারলিনে? আমি কণ্ঠস্থং কৃতং।

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

অধ্যা। ছাড়ান দে—সংস্কৃত ছাড়ান্ দে ব্যাটা। অর্দ্ধ গণ্ডা চরণের শ্লোক গোটা দুই দিবস মধ্যি গলাধঃ করণ কত্তি পাল্লা না,—হেইজন্য বঙ্গীয় ভাষায় পাঠের ব্যবস্থা দিছি বেলা পঞ্চম দণ্ড উত্তীর্ণ হইবার চললো,—দ্বাদশ দণ্ড মধ্যি রাজ সভায় উপস্থিত হইবার চাই। নইলে অপক্ক রম্ভা। একই নিশ্বাসে শ্লোক বলবার চাই কিন্তু—আগে অইতে বল্যা রাহছি।

১ম শি। তা পারবো। এই দেখুন না,—পুণ্য—পুণ্য—পর—পর—যা,—মনে —নেই, ধমকের চোটে সব ঘুলিয়ে দিলেন, পণ্ডিত জি!

অধ্যা। গণ্ডমূর্খ,—এই অশ্বত্থ মূলে বইসা একদণ্ডে শ্লোক মুখস্থ করবার চাই।

নইলে এই বেত্রগুণ্ড খাগে স বুক অইবা। পদ্মলোচন, তোমার চরণ
দ্বয় আবৃত্তি কর দেহি।

২য় শি। (স্বগতঃ) সেরেছেরে। (প্রকাশ্য) ইহ—ইহ—ইহলোকে পায় তুই—

অধ্যা। কুষ্মাণ্ড, অপগোণ্ড ষণ্ডভণ্ড, সকলই পণ্ড কর্‌বা দেহ্‌ছি। এই তোমার
কণ্ঠস্থং কৃত্বং? দুই চুই দিবসে অষ্টগণ্ডা তাম্রমুদ্রা স্যলিলে নাস্ত ইলাম।
বইস, বইস অর্ব্বাচীন যুগল, শীঘ্র কর‍্যা শ্লোক আবৃত্তি কর‍্যা লও।
রামকান্ত শিখ্‌বা,—

পুণ্য পর উপকারে দানে বাড়ে খ্যাতি,
ঘোড়াশালে ঘোড়া বাড়ে, হাতীশালে হাতী।

পদ্মলোচন কইবা,—

ইহলোকে করে দান, পরলোকে পায়,
ব্রাহ্মণ অইলে তুষ্ট, হেটে স্বর্গে যায়।

হুনছ? কও দেহি রামকান্ত।

১ম শি। পুণ্য—পুণ্য—পর—র—র—উপ—প কারে, কারে, দানে—
দানে—দানে বাড়ে, দানে বাড়ে, বাড়ে খ্যাতি। ঘোড়া শালে—
শালে হাতী—হাতী বাড়ে—ঘোড়া শালে—ঘোড়া—শাল হাতী
ঘোড়া— (জিহ্বাদ্বারা দন্ত কর্ত্তন)

অধ্যা। জ্বালাইয়া খাইলা —
ঘোড়া শালে ঘোড়া বাড়ে, হাতী শালে হাতী।—কও।

১ম শি। ঘোড়া শালে ঘোড়া—ঘোড়া—ড়া—বাড়ে বাড়ে, হাতী শালে—
লে—লে হাতী। হয়েছে। কেমন হয়নি পণ্ডিত জি?

অধ্যা। অইছে, অতি কষ্টে, অর্থ ব্যতীপাতে অইছে। আবৃত্তি কর, আবৃত্তি
কর, বাল কর‍্যা কইবার চাই কিন্তু। তুমি এহন কও দেহি
পদ্মলোচন,—

২য় শি। ইহলোকে—লোকে করে দান—দান—দান, পর—পর লোকে খায়—

অধ্যা। অতিমূর্খ, কেবল খাইবার চিন। পায়, পায়, পায়।

২য় শি। পায়—পায়—পায়।

১ম শি। শালী হাতে, হাতী শালে; হাতি শালে, শালী হাতে।

অধ্যা। আরে রও, রামকান্ত, তারে কইবার দেও।

২য় শি। ইংলেকে কে করে এত দান, পরলোকে—লোকে লোকে থার—

অধ্যা। হালার পো, মস্তকের মধ্যি খালি পুরীষ ঢুকাইছ, বেত্রখণ্ড যোগে সাসিত না হলে—

(বেত্রাঘাত ও অঙ্গভঙ্গী)

—সইবার নয়।

(অঙ্গভঙ্গীতে উপবীত ছিন্ন হওন)

এ হা—হা—বর্লি কি পাজি ছুঁচো, কুষ্মাণ্ড, ভূমিগণ্ড, যজ্ঞোপবীত গাছ পর্যন্ত ছিন্ন করছো।—নিপাত দিছ?

২য় শি। (ক্রোধে) আমি পরলোকে খাবনা পণ্ডিত জি, রাজসভায় ও যাচ্ছিনে। দেখুন তা, পিঠ দিয়ে আমার দর দর রক্ত ছুটছে!

অধ্যা। না যাইবার কর্ম্ম কি? আমার দুই অষ্ট গণ্ডা তাম্রমুদ্রা উদরে ঢুকইছ—সাহেবের মুদ্রা, খোওয়াইছ. এমন ষোল গণ্ডা রজত মুদ্রা। আমায় ছাড়ি দিবা?—তোমার পিঠের চাড গোড়া করায় ছাড়ুম।

১ম শি। অধ্যাপক জি, কাল গেলে হয় না? শুনছি কাল ভরপুর আমোদ—নাচ গান টান হবে।

অধ্যা। তোমার সাত গোষ্ঠির মুণ্ড অইব। পেল্লিক. আজ অইছে ব্রাহ্মণ বিদায়, কাল যাইয়া অইব কি? এতিবেলা চল. বল্‌ছ।

২য় শি। আমি বামুই নই, আমি আজ যাব না। আমার পৈতেও ছিঁড়ে গেছে।

অধ্যা। (স্বগতঃ) হালার পোরা'ত নাকাল করা ছাড়লো দেখছি। (প্রকাশ্য) আখ্ পথিমধ্যি যদি শিষ্য করবার পারি, তেইজন্য অর্দ্ধগণ্ডা তাম্রমুদ্রার ঘুন্সী ক্রয় করা আনছি। নে কুষ্মাণ্ড, হেই দিয়া পৈতা বানাইয়া ল।

২য় শি। ঘুন্সী দিয়ে পৈতো?

অধ্যা। বেল্লিকের জালা ত সইবার নয়। আগের পৈতা কি যজ্ঞসূত্র ছিলরে ব্যাটা? নাপ্তের পো'রে গাইত্রী জপা পৈতা কেডা দেয়রে মণ্ড?

১ম শি। পণ্ডিত জি, ওকি নাপ্তের ছেলে? গলায় ওর পৈতে নয়? ঘুন্সী ছিল?

অধ্যা। (স্বগতঃ) হালার পো, আমার পৈতা কি যজ্ঞসূত্র? যাউক, তা তুমি জান্‌বার কেম্বায়? কিন্তু রাগের মুহে বড় ঠেক্‌লাম দেহি? (প্রকাশ্যে) নাপিত ওরে কয় কেডা?—নাপ্তের বামুণ।

১ম শি। নাপ্তের আবার কি পৃথক বামুন হয়? ওযে নিজে যদ্রে ও বামুন নয়! আচ্ছা বল দেখি, পদ্মলোচন, তোরা কোন্ গোত্রায়?

২য় শি। কেন? কচ্ছপ গোত্র।

১ম শি। ও বাবা,—কচ্ছপ গোত্র কিরে?

২য় শি। এই যে অধ্যাপক মশায় সেদিন বলে দিলেন।

অধ্যা। (স্বগতঃ) হালার পো, তোমার গুষ্টির মুণ্ড কইছিলাম। (প্রকাশ্যে) আরে কাশ্যপ গোত্র। রামকান্ত, তুমিত বড় অশান্ত, ব্যাকুব দেখ্‌ছি। পরছিদ্র অন্বেষণে পঞ্চমুখ!— আপন পাঠে মন দেহ বল ছি। নইলে এই বেত্রাঘাতে তুমি ও জর্জ্জরিত অইবা। কও দেহি নিজের পাঠ,—

১ম শি। নাপ্তের ছেলের সঙ্গে পাঠ দিবো আমি? কখনই না।

অধ্যা। নাপ্তের ছেইলা, নাপ্তের ছেইলা বল্যা যাজ পৃথিমধি চেচান ছাড়্বা ত, পিঠের মাধ্য তোমার রক্ত গঙ্গা সৃজন অইব কিন্তু। সাবধান।

১ম শি। অধ্যাপক মশায়, আমায় রাগাবেন না,—বল্‌ছি। শেষটা রাজ-সভায় গিয়ে সব বলে দেবো তখন।

অধ্যা। (স্বগতঃ) জল জীয়ন্ত বানর দেহি। ছামড়া গুলি লক্কার চেই পিঠের। যাউক এহন ত শান্তনা দিতে অইব। (প্রকাশ্যে) বাবা রামকান্ত, রাগ করোনা, বাবা। ক্রোধের তুল্য শত্রু নাস্তি। রাগের নাম চণ্ডাল। বাবা, শান্ত হয়্যা চল। লুচি, পুরি, মোহনভোগ সীতাভোগ, খাজা, গজা, পান্তা, জিলিপি, রসগোল্লা, লালমোহন, মন্তি-চোরালাড়ু, কত কইমু, কত কাইবা? বৃহৎ ব্যাপার অজগর আয়ো-জন—

১ম শি। ক্ষীর দেবেনা?

অধ্যা। ক্ষীর, সর, দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাখন, ঘৃত, ময়দা, বাতেসা, চিনি—কত আন্‌বা? সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডা গণ্ডা রজত মুদ্রা! রাজভাণ্ডার—উন্মুক্ত অইছে। একেবারে লঙ্কা কাণ্ড! বাবা শ্লোকটা আবৃত্তি কর্য্যা লও তো।

১ম শি। দেখুন পণ্ডিত জি, আমি ওসব শিখ্‌তে পারবো না, মনেই থাকে না, ছাই।

অধ্যা। (স্বগতঃ) মাটী কাইছি। অষ্টগণ্ডা তাম্র মুদ্রা সলিলে দিছি।

সঙ্গে ত নিবারই অইব। মূলধন তুল্‌তে অইব ত।

২য় শি। (স্বগতঃ) রামা ব্যাটা ধমকে কাজ সারলে নাকি? আমিও চেষ্টা করে দেখি। (প্রকাশ্যে) গুরুজি, আমায় আর ঘাটাবেন না, বল্‌ছি। আজ আমি যাচ্ছিনে কো। —কাল নাচ গান-তামাসা, আমি কাল যাব।

অধ্যা। কাল যাইবা? কাল তোমার সাত গুষ্টীর শ্রাদ্ধ অইব? নাচ গানে মুদ্রা মিলেরে ব্যাটা? শ্লোক না শিহ. বেশী কথা কইবা না। কোনও মতে আমার মূলধন তুল্‌তে অইব ত? অপক কথা কইবা না, সাবধান কিন্তু।

১ম শি। অপক কথা কিরূপ পণ্ডিত জি?

অধ্যা। আরে যেমন, দুধ, কলা, চাউল,—এসকল অপক কথা ছাড়ান দিবা।

১ম শি। তবে কি বল্‌তে হবে?

অধ্যা। কুষ্মাণ্ড, অপগণ্ড, বেল্লিক, অষ্টকলম ভোতা করছ? এই দুধ অইছে দুগ্ধ, কলা অইছে রম্ভা, চাউল কইবা না, তণ্ডুল কইও। বুঝ্‌ছ? সত্বর চল, বিলম্ব কর্য্যা আমার মুণ্ডটা চাবাইয়া কাইও না।

(সকলের প্রস্থান।)



ষষ্ঠ দৃশ্য—উদ্যান।

পদ্মাবতীর গীত।

(ফুলের কলি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে)

বিষাদ-ব্যথিত কেন আজি চিত, বুঝিতে নারি।
কি জানি কেনরে, মরম মাঝারে, কি যেন যাতনা ভারি।
আকুল হতাশ গ্রাসিবার আশে,
ক্ষণে আঁখি মুদি, ক্ষণে তরাসে,
কাঁপিয়ে মরি—
কি জানি কি ছিল,——কোথা লুকালো—
সকলই আঁধার হেরি।

হঠাৎ মনটা আজ এমন হলো কেন? কি জানি একটা অজানিত অমঙ্গল, কি জানি একটা বিষাদ-বেদনা আমায় আকুল ক'রে তুল্‌ছে! হঠাৎ বুকের মাঝখানটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাইনে। নাথের যুদ্ধ গমন সময়েতো মন এত উতলা হয়নি। তাঁর অদর্শন যাতনাতো গোপনে নীরবে সহ্য করেছি। তবে আজ এমন হলো কেন? নাথ রাজসভায় গে'ছেন, শয্যায় পড়ে একটু তন্দ্রা হলো, তাতেই যেন কি একটা স্বপ্ন দেখ্‌লুম, ঠিক সবটা মনেও আস্‌ছে না, ছাই,——কিন্তু সে হতেই যেন চিত্তের এ বিকার——

(রণজিতের প্রবেশ)

রণ। বিকারটা কিসের প্রাণেশ্বরি? বিকারের বাড়াবাড়ি হলে, এ গরীব বেচারীর তখন উপায়? শেষটা কি হাতিয়ার ছেড়ে নেড়ানেড়ীর দলে মিশ্‌বো?

পদ্মা। মন্দই বা কি? তুমি তরবালের বদলে করতাল, আর আমি হীরের চুড়ির বদলে রসমঞ্জরী হাতে নেবো।' দুজনেই গেয়ে গেয়ে দিনরাত ভিক্ষা করে বেড়াব, গাছতলায় শোব,— একদণ্ড ও ছাড়ি ছাড়ি নেই।

রণ। ও,—ছাড়া ছাড়ির বিকার? তারই জন্ম তুমি বৈষ্ণবী সাজ্‌বে? কেন আমি তোমা ছাড়া কতক্ষণ থাকি প্রিয়ে?

পদ্মা। দণ্ডেই যে যুগ বয়, নাথ। যতক্ষণ তুমি কাছে থাক, অশন-শয়ন মনে থাকেনা। নিমেষে দিন কেটে যায়। কিন্তু ক্ষণকাল তুমি কাছ ছাড়া হ'লে সে সময়টা যেন যেতেই চায় না। একদণ্ড যেন কত যুগ! তুমি যে পথে চলে যাও, এক দৃষ্টিতে আমি সে পথ-পানে চেয়ে থাকি, কবে আস্‌বে! আজ তুমি রাজসভায় গেলে, আমিও একটু ঘুমিয়ে কি একটা স্বপ্ন দেখ্‌লুম। সে হতেই প্রাণটা আই ঢাই কচ্ছে!

রণ। স্বপ্ন?— এখনও স্বপ্নে ভয় পাও? স্বপ্ন কি কখনো সত্য হয় প্রিয়ে?

পদ্মা। স্বপ্ন সব সময়ে সত্য না হোক,—কখনও কখনও স্বপ্নে ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের ছায়াপাত হয়, একথা তোমারই মুখে শুনেছি। প্রিয়তম, বড় ভয় হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে, স্বপ্নে যেন দেখেছি, এক গুপ্ত শত্রু তোমায় আমায় বিপজ্জালে জড়িত কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছে!

রণ। অকারণ ভীতা হচ্ছ। গুপ্ত শত্রুর ভয় তোমার? প্রিয়তমে, তুমি রণজিতের প্রাণেশ্বরী। তোমার কেশাগ্র কম্পিত হবার পূর্ব্বে, এই বিস্তীর্ণ কাশ্মীর ভূখণ্ড, একটা বিরাট, বীভৎস, মহাশ্মশানে পরিণত হবে। সাধে সাধে রণজিতের তীক্ষ্ণ অসির বিদ্যুদ্ধার পরীক্ষা কত্তে কাশ্মীর-বাসী কেউ সহজে প্রয়াসী হবে, এটী আমি বিশ্বাস করি না। পদ্মাবতি, যতক্ষণ রণজিতের হস্ত অসি ধারণে সমর্থ থাকে, ততক্ষণ পার্থিব বিপদের তিলমাত্র চিন্তা, তুমি মনেও স্থান দিও না। তবে দৈব দুর্ব্বিপাকের ভয়। সত্য সত্যই যদি তেমন হয়, সত্য সত্যই হৃদয়েশ্বরি, বিধি বিড়ম্বনা ফলে যদি আকস্মিক বিপদের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, এ দম্পতি যুগলের মস্তকোপরি প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান হয়, তবে, তবে পদ্মা,—তবে এই ভাবে তখন তোমায় বুকের মাঝখানে লুকিয়ে রেখে, আপন উন্নত ললাটে, সে ঝঞ্ঝাবাতের সমস্ত বেগ,—সে যতই প্রচণ্ড হোক,—অকাতরে সহ্য কর্‌বো। চিন্তা কি?

পদ্মা। নাথ, আমার গত জন্মের কত পুণ্যফলে তোমা হেন স্বামীদেবের চরণ সেবার অধিকারিণী হয়েছি। আমি সহায় সম্পদ, ধন, রত্ন, জন,

ঐশ্বর্য্য, আদর যত্ন,—কিছুই চাইনে। জন্মে জন্মে যেন তোমার অই— চরণ-যুগল হৃদয়ে ধারণ কত্তে পাই, এই মাত্র কামনা।

রণ। প্রিয়তমে, তুমি রমণী রত্ন, দেবী প্রতিমা। তোমার বিনিময়ে, আজ যদি কেউ এই বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বৈভব-সম্পদ, সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য পুঞ্জীভূত ক'রে আমায় বিলিয়ে দিতে উদ্যত হয়,—সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্র সম্রাটের অপরিমেয় মান সম্ভ্রম, অতুলনীয় খ্যাতি গৌরবের কীর্ত্তি-কিরীট কেউ যদি আজ আমার মাথায়,—তোমার বিনিময়ে,—স্বেচ্ছায় পরিয়ে দিতে অগ্রসর হয়, আমি হেলায় শতবার তা প্রত্যাখ্যান করি! তুমি আমার সমগ্র হৃদয় রাজ্যের একমাত্র অধিশ্বরী! কিসের চিন্তা? এই বিরাট বিশ্ব-সংসারে এমন কেউ নেই, তোমার আমার পবিত্র বন্ধন ছেদন করে। আর পদ্মাবতি, যদিই অসম্ভব সম্ভবপর হয়, যদিই—অজানিত কোনও দৈব বিড়ম্বন শতরাহু-বিস্তারে সত্য সত্যই আমাদের গ্রাস কত্তে আসে, তাতেই বা ভয় কি? মর্‌বো,—দুজনেই মর্‌বো। দুজনেই বুকোবুকি হয়ে, একসঙ্গে ভবের হাট হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ কর্‌বো।

পদ্মা। হৃদয়সর্ব্বস্ব, ও কথা মুখে এনোনা। তবে বিপদে সম্পদে, বণে, বনে অট্টালিকা শ্মশানে,—দাসীকে চরণ ছাড়া করোনা, এই বিনতি।

(গাইতে গাইতে বালিকাদলের প্রবেশ)

যতন করিয়ে কত, গেঁথেছি মনের মত
কুসুমের হার, ধর উপহার।
ধর উপহার, ধর উপহার, কুসুমের হার গলে ধর উপহার।
অবলা বালিকা দল, কি আছে সম্বল বল?
আনিয়াছি বন ফুল, পুজিবারে উপচার,—
ধর লহ উপহার,—কুসুমের হার, ধর উপহার।
ভকতি-চন্দনে মাখা, হৃদয়ের ভাষা লেখা।
দেখ ফুলহারে সখা, কি আছে কি দেবো আর?
ধর লহ উপহার,—কুসুমের হার, ধর উপহার।

(নৃত্যগীত সহকারে মালা দান ও প্রস্থান)

রণ। কারা এ বালিকাদল, আমাকে এমন সম্মানে সম্মানিত করলে?

পদ্মা। এ আমাদের মানসী দিদির কাণ্ড! এ কয়দিন এ অভ্যর্থনারই মহলা চলছে। বলতে গেলে, মানসী দিদির এ ছোট ছেলে খেলাকেই আদর্শ ধ'রে, মহারাজ তোমার বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন। ক্ষুদ্র হতেই সে মহত্তের সূচনা।

(মানসীর প্রবেশ)

মান। পদ্মা দিদি, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি,—মিছা মিছি তুমি আমার নামে যা তা লাগিয়োনা।

রণ। সে কি দিদি, তুমি আমার অভ্যর্থনার পক্ষপাতিনী নও?

মান। 'না'।

রণ। ছোট্ট একটা 'না' তে আমার সকল উৎসাহ,—সকল আনন্দ যে অনেক খানি খাট করে দিলে, দিদি।

মান। তুমি যে আমার একটা কথাও রাখ না। তুমি আর আমায় তেমন ভালবাস না, যেমন টুকু বিয়ের আগে বাসতে।

রণ। (স্বগতঃ) সরলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! সংসারের কুটিলতা—আবিলতার ছায়াও একে স্পর্শ করেনি।

মান। ঠিক কথা বলেছি। বউদিদি, রাগ করলে?

পদ্মা। ঈস্—ভারি মানুষটা কি না!

রণ। মানসি, বোন, আমি তোমার কোন্ কথাটা রাখিনি, স্মরণ হয় না যে।

মান। কেন? আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলুম, তুমি বললে বাবাও অসম্মত হতেন না। তুমি ই যে তখন বারণ করলে!

রণ। এই কথা?—অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধ, হয়ত আমাদের পর্ব্বত কন্দরে ঘুরে বেড়াতে হবে,—এই ভেবেই তোমায় সীমান্ত যুদ্ধে সঙ্গে নিয়ে যাই নি, দিদি।

মান। বড় সাধ ছিল, একটা বড় যুদ্ধে গিয়ে সৈন্য-চালন নৈপুণ্যটা 'হাতে কলমে শিখেনি। তুমি ই সে সাধে বাদ সাধলে।

রণ। যেরূপ প্রতিভা, যেরূপ একাগ্রতা তোমার, তাতে এ শেখা আর বেশী সময়-সাপেক্ষ হবে না, দিদি।

মান। তবে, বল এর পর সুযোগ ঘটলেই, আমায় সঙ্গে নে'যাবে?

পদ্মা। ও গো, একটা কথা। তুমি কি চিরদিনই এম্নি অসিধারিণী, রণ-রঙ্গিণী সেজে ঘুরে বেড়াবে?

মান। উহুঁ, তা কেন? তোমার মত পরের মন যোগাবার মালা জপের ব্রত নেবো।

পদ্মা। ভারি দেমাক্—দেখা যাবে লা, তখন দেখা যাবে।

রণ। হাঁ পদ্মা, একটা কথা তোমায় বলি নি, মানসীর যোগ্যবর—

মান। তোমরা আমায় না তাড়িয়ে ছাড়্‌চো না? (প্রস্থান)

পদ্মা। ভাল, মহারাজ মানসীর বিয়ের পক্ষে এত উদাসীন কেন? ষষ্ঠীর কৃপায়, মানসী দিদি যে পনেরতে পা দিয়েছে।

রণ। মানসীর যোগ্যবর যে মেলানো ভার পদ্মা। হাঁ বল্‌তেছিলুম, মানসীর যোগ্যবর এতদিনের পর, একটী মাত্র আমার চোখে পড়েছিল।

পদ্মা। কে সে ভাগ্যবান পুরুষ? তবে বিয়ের প্রস্তাব হোক না কেন?

রণ। এ ক্ষেত্রে বিয়ের প্রস্তাব চলেনা। তবে এটী সত্য, যেমন পাত্রী মানসী —তেমন পাত্র পুরঞ্জন।

পদ্মা। পুরঞ্জন লোকটা কে গো?—কেন, বিয়ের প্রস্তাব চলেনা কেন?

রণ। সে রাজার শত্রু মধ্যে পরিগণিত। গত সীমান্ত যুদ্ধে সেই প্রধান সেনাপতি ছিল।

পদ্মা। তবে—?

রণ। হাঁ, এ প্রসঙ্গের আলোচনায় লাভ নেই। চল, এক্ষণে ঘরে যাই। সন্ধ্যার পর আবার রাজবাড়ী যেতে হবে। রাণীর নিমন্ত্রণ।

(প্রস্থান)



৭ম দৃশ্য—কক্ষ।

(রাজ্ঞী ও পরিচারিকার প্রবেশ)

রাণী। আমি এ কক্ষে রইলুম, আমার আজ মন ভাল নেই। একটুখানি নিরিবিলি থাক্‌বো,—দেখিস্, কেউ যেন এখানে এসে আমায় বিরক্ত না করে। তুই যা। হাঁ, শোন্, সেনাপতি রণজিৎসিংহের আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আছে,—বিশেষ জরুরী কাজ,—কত কাজ যুটে ছাই, একটু সোয়াস্তি পাবার যো নেই,—তা সে আস্‌লে, এখানেই নিয়ে আসিস্। যা—

(পরিচারিকার প্রস্থান)

আর সইতে পারি না। দিন রাত তিলে তিলে জলে মর্‌ছি, আর সইতে পারি না। প্রাণের জ্বালা কাউকে মুখ ফুটে বল্‌তে পারি না,—লুক্কায়িত রুদ্ধ বেগ হৃদয়ে চেপে রাখ্‌তে, হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। আজ সরম ছেড়ে মরম-ব্যথা মুখে ব্যক্ত কর্‌বো। নইলে উপায় নেই। ইঙ্গিতে সংকেতে কত দিন বুঝ্‌তে দিয়েছি, মনঃপ্রাণ আমার তারই চরণে অর্পিত,, কিন্তু এমনই সরল,—এমনই অনভিজ্ঞ সে আমার, সে ভাবের সন্দেহটী পর্য্যন্ত তার মনে জাগে নি। আজ এ নির্জ্জন-কক্ষে, মুখ ফুটে তাকে আপন প্রাণ বিলিয়ে দেবো। কিন্তু—কিন্তু যদি—, তা অসম্ভব, পুরুষ কি এত নির্দ্দয়, এত পাষাণ হতে পারে? সাধ করে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে গেলে, কেউ কি তা' পায় ঠেলে? তবে শুনেছি, শুনেছি কেন, জানি, পদ্মাবতীকে সে ভাল-বাসে,—তাতে ক্ষতি কি? ভ্রমর কি একটী কুসুমে পরিতৃপ্ত থাকে?—অসম্ভব। দূর ছাই, অনেকক্ষণ বয়ে যাচ্ছে, কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না,—

গীত।

দাও গো বলে, কোথা গেলে, পাব তারে ভাবি যারে?
হৃদয় জুড়িয়ে সে যে, তবু খুঁজে পাইনে তারে।
পাখীর মধুর তানে,

তারই স্বর বাজে কাণে,
তারই গন্ধ ভেসে আসে, মৃদু মলয় সমীরে।
ফুটিলে কুসুম রাশি,
হেরি তারই প্রীতি-হাসি,
আকাশে ভাতিলে শশী, সে মুখ শুধু মনে পড়ে।

না, আর গান ভাল লাগ্‌ছে না ছাই। কি করি?—ওই পদশব্দ হচ্ছে না?

(রণজিৎ ও পরিচারিকার প্রবেশ)

রণ। এ যে অতীব নির্জ্জন কক্ষ? মহারাণী এখানে কেন?

পরি। তাঁর আজ মন ভাল নেই।

রণ। তাহ'লে আজ না হয়, দেখা না-ই হলো

রাণী। কথা আছে, আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। অই খানে বসুন। (দাসীর প্রতি) তুই যা, দেখিস্ কেউ যেন এ কক্ষের নির্জ্জনতা ভঙ্গ না করে।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

রণ। এরূপ নির্জ্জন স্থানে, আমার একাকী অবস্থান কি সঙ্গত?

রাণী। সেনাপতি, উদ্বিগ্ন হয়োনা। আমার সব কথা আজ স্থির হয়ে তোমাকে শুন্‌তে হবে। কক্ষটী অতি নির্জ্জন, আমার আদেশ ভিন্ন কারও এখানে প্রবেশাধিকার নেই, তুমি নিশ্চিন্ত হও। (ক্ষণপরে) সেনাপতি, —রণজিৎ, শত দাস দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে, অমূল্য বসন-ভূষণে দেহ ভূষিত করে,—সুরসাল আহার্য্যে রসনা পরিতৃপ্ত করেও, এ অভাগিনী বড় অশান্তিতে কাল কাটাচ্ছে। লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে, তাই তোমার নিকট খুলে বল্‌তে, আজ তোমাকে এখানে ডেকেছি।

রণ। রাজ্ঞি, শুনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হলুম,—প্রকৃতির রম্য-নিকেতন এই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের যিনি সর্ব্বময়ী অধিশ্বরী,—যাঁর অঙ্গুলী সংকেতে সুবিশাল কাশ্মীর রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ নিমেষে লক্ষ্য-ক্ষেত্রে ধাবিত

হতে তিলমাত্র কাতরতা প্রদর্শন করে না, যাঁর ইঙ্গিতাভিলাষ পরিপূরণের জন্য, অসীম ক্ষমতাশালী, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী শত্রুজিৎ স্বয়ং সমুৎসুক,—তাঁর এমন কি অভাব থাক্‌তে পারে, যার জন্য মনের শান্তি নষ্ট হয়েছে? দেবি, দাসের নিকট অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করুন, আপনার সদিচ্ছা পূর্ণ কত্তে এ অধম বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না।

রাণী। রণজিৎ, আমার ইচ্ছা পূর্ণ কত্তে একমাত্র সমর্থ তুমি!

রণ। অনুমতি করুন, আমি দাস মাত্র।

রাণী। রণজিৎ, তুমিই আমার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর,—আমি তোমার দাসী।

রণ। রাজ্ঞি, আপ্‌নি কাকে কি বল্‌ছেন? আমি যে আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য রণজিৎ সিংহ।

রাণী। তোমায় চিনিনা, রণজিৎ, বুক চিরে দেখাবার হলে দেখাতুম্, তোমার অই অনিন্দ্য সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি, আমার অন্তরের ও অন্তস্তলে উজ্জ্বল রূপে অঙ্কিত আছে।

রণ। রাণি, আজ কি আপনার মনের স্থিরতা নেই? জ্ঞান-বৈকল্য উপস্থিত?

রাণী। জ্ঞান ধ্যান আমার সকলই যে তুমি রণজিৎ! দয়া কর রণজিৎ, আজ নয়, কাল নয়, প্রথম দর্শন হতে এই পাঁচ বছর, আমি তিলে তিলে পুড়ে মরছি।

রণ। রাণি, একি শুন্‌ছি? অগণিত শত্রুর শতশত কামান গর্জ্জনে যে রণজিতের কেশাগ্র ও কম্পিত হয়নি, সে রণজিৎ যে আজ তোমার কথা শুনে ভীত, সন্ত্রস্ত, রোমাঞ্চিত! এসব সত্য, না স্বপ্ন?

রাণী। স্বপ্ন নয় রণজিৎ, ধ্রুব সত্য। সত্যই ক্ষণপ্রভা এ জীবন যৌবন তোমার চরণে অর্পণ কত্তে উদ্যতা। চাইনে রাজ্য, চাইনে ঐশ্বর্য্য, রণজিৎ, হেলায় সকলই ত্যাগ কর্‌বো। তুমি আমার—

রণ। ছি—ছি—ছি—ছি—রাণি, রসনা সংযত কর। সীতা-সাবিত্রী, দময়ন্তী-বেহুলার দেশে জন্ম তোমার, তোমার হৃদয়ে এ পৈশাচিক লালসার স্থান কেন? প্রবৃত্তি দমন কর, কুলধর্ম্ম রক্ষা কর।

রাণী। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছর সে চেষ্টা করেছি। প্রাণ পণে করেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নি। রণজিৎ, সত্য বল্‌ছি, পথের ভিকারিণী ও বুঝি এ অভাগিনী হতে সহস্রগুণে সুখী। আর পারিনা, দয়াকর প্রাণেশ্বর,—

রণ। কি ঘৃণা, কি ঘৃণা,—শ্রবণে ও দেহ কলুষিত হয়। তোমার ছায়া স্পর্শেও অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত হয়। আমি যাই,— (প্রস্থানোদ্যত)

রাণী। শোন, শোন নির্দ্দয়,—

রণ। (যাইতে যাইতে) রণজিৎ পিশাচ নয়। (প্রস্থান)

রাণী। এ সত্য, না স্বপ্ন? আমি জাগ্রৎ, না নিদ্রিত? এ অভিনয়, কাল্পনিক না বাস্তব? সমগ্র কাশ্মীরের একমাত্র অধীশ্বরী আমি,—সামান্য একটা সৈনিকের নিকট উপেক্ষিতা হলুম্? এখানেই কি এ নাটকের যবনিকা-পাত হবে? না, না, কখনই নয়, কখনই নয়। বিমর্দ্দিত-পুচ্ছা ভুজঙ্গিনীর তীব্র-দংশন কত জ্বালা ময়, মূর্খ রণজিৎ, শীঘ্রই তা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব কর্‌বে। তোমার মত তুচ্ছ একটা কীটানুকীটকে পদতলে বিমর্দ্দিত—মথিত কর্ত্তে ক্ষণপ্রভার কতক্ষণ? কিন্তু কর্‌বোনা, তা কর্‌বোনা,—রাবণের চির-জ্বলন্ত-চিতা তোমার বুকের ভিতর অহরহঃ জ্বল্‌বে! অনন্ত তোষানলের ব্যবস্থা কর্‌বো, এই প্রতিজ্ঞা! এত অবজ্ঞা? এত অহঙ্কার? পদ্মাবতীর প্রেমের এত মাদকতা? উত্তম, তবে পদ্মাবতী, আগে তুমিই প্রস্তুত হও। (বেগে প্রস্থান)



৮ম দৃশ্য—রাজসভা।

(সভাসদ্‌গণ ও নর্ত্তকীবৃন্দ)

১ম স। ওগো, আমরা তীর্থ-কাকের মত হা ক'রে ব'সে আছি, একটুকু কৃপাদৃষ্টি পাত কর না গা ?

২য় স। হাঁ গা,— ভায়া আমার তৃষ্ণায় ছটফটাচ্ছেন, একটু রসবারি সেচন কর। একটা আধ্‌টা প্রেমের গান গাও—বুঝ্‌লে ?

গীত।

নর্ত্তকীবৃন্দ।—

প্রেম করা নয় মুখের কথা,—
বিলিয়ে দিতে হয় পরাণ।
প্রেমে শুধু দেওয়া চলে,
চে'তে হয় না প্রতিদান।
তুমি ভালবাস যারে, সে যদি না চায় গো ফিরে,
সাধ্‌তে হবে চরণ ধরে,—
ভু'লে গে' মান-অপমান।
সে যদি গো পায়ে ঠেলে, লুটতে হবে চরণ তলে,
প্রেমের পূজা, নয়ন-জলে,
সুখের তাতে নেই বিধান।

১ম স। বাহবা—বাহবা, খাঁটি কথা,—'প্রেমের পূজা নয়ন জলে'—কিন্তু আল্‌তা না ধুয়ে যায় !

(মন্ত্রী ও সার্ব্বভৌমের প্রবেশ)

চন্দ্র। (জনান্তিকে) সভাসদ্‌দের মুখ আমি বন্ধ করেছি। আর একটা বড় শুভ লক্ষণ ! মহারাজ কি জানি পাছে স্নেহ-বশে কথাটা উড়িয়ে দেন, সেজন্য রাণী মাকে আগে হ'তে যাতে বুঝিয়ে রাখা যায়, তার চেষ্টা কত্তে গিয়েছিলুম। যতটুকু বুঝ্‌লুম, রাণীমা তার প্রতি ততটা প্রসন্ন নন। এটা কম সুবিধার কথা নয় !

সর্ব্ব। (জনান্তিকে) তবে তোমার একাদশ বৃহস্পতি! (প্রকাশ্যে) হরি, হরি, কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। (জনান্তিকে) আমার কথা ভু'লে যেয়োনা। কপর্দ্দকেনাল্পম্—এক কড়া কমেও হবেনা। (প্রকাশ্যে) হরি, হরি, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

২য় স। ও গো, থাম্‌লে কেন? অমৃতে অরুচি কেন? কি বলেন সার্ব্বভৌম মশায়?

সার্ব্ব। হাঁ, রাজসিক ব্যাপারে এগুলো অঙ্গভূষণ বটেই তো। হরি, হরি,—(জনান্তিকে) বুঝ্‌লে,—এক কড়া কমেও আমি ওতে নেই।

চন্দ্র। (জনান্তিকে) চিন্তা নেই,—ও আপনার সিন্ধুক-জাত ধরে নিন্।

১ম স। ওগো, আর খালি খালি দাঁড়িয়ে কেন? চলুক্।—'মন গেছে যে, অই রাঙ্গা পায়'।

গীত।

নর্ত্তকীবৃন্দ।—

দেবে বলে দিয়েছিনু মন। (বঁধু)।
মজিয়ে অবলায়, কেন অযতন?
কত দিন কত নিশি, কুড়ায়ে কুসুম রাশি
পরায়েছ হাসি হাসি ফুল আভরণ,
যদি নিমেষের তরে, গিয়েছি কখনও দূরে,
অভিমান ভরে কত করেছ রোদন,—
যে'চে কাছে গেলে আজি ফিরাও বদন।
নীরব নিশীথে শশী, ঢালিত সুধার রাশি,
বকুল-তলায় বসি সে সুখ স্বপন,—
বুকে জড়াইয়ে বুক আদরে চুমিতে মুখ,
ভুলেছ সকলি সখা নাহি কি স্মরণ?
পুরুষ কঠিন এত?—পাষাণ এমন?

(রাজা, রাণী ও মানসীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রিবর, কল্যকার ব্রাহ্মণ-ভোজন-ব্যাপার যথা-নির্দ্দেশ সম্পন্ন হয়েছে শু'নে, বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। আজ সেনাপতির অভিনন্দন উৎসব যাতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, তাতে বোধ হয় চেষ্টার ত্রুটী হয়নি?

চন্দ্র। রাজাদেশ পালন-পক্ষে ভৃত্যের সাগ্রহ দৃষ্টি আছে। তবে কাল্‌কের ব্যাপারে সম্ভাবনার অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য ঘটেছে।

রাজা। তা ঘটুক্। আমার প্রিয়তম সুহৃদ্ রণজিৎসিংহের প্রীতিকামনায়, তাঁর অভিনন্দন ব্যাপারে,—কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য আমি অকাতরে অনুমোদন কর্ব্বো। সেনাপতি বোধ হয় শীঘ্রই সভায় উপস্থিত হবেন, তোমরা সকলে তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন কর, এই আমার অনুরোধ।

চন্দ্র। রাজাদেশ যথাযথ পালিত হবে।

রণজিতের প্রবেশ।

রাজা। এস, স্নেহ-ভাজন রণজিৎ, ঐ নির্দ্দিষ্টাসনে উপবেশন কর। সভাসদ্‌গণ, গত যুদ্ধে সেনাপতি যেরূপ অসীম বীরত্ব, অসামান্য রণনৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন, তজ্জন্য কাশ্মীরবাসী, তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। অন্তরনিহিত সে অপরিমেয় কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য নিদর্শন—এই অভ্যর্থনায়োজন। তাঁর প্রথম নিয়োগ হতে, এই পাঁচ বছর আমি তাঁর বীরত্বে একান্ত মুগ্ধ! তবে এই যুদ্ধজয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ আজ স্বহস্তে আমি তাঁকে এই রত্নখচিত অসি উপঢৌকন প্রদান কচ্ছি। সেনাপতি, এ সামান্য উপহার গ্রহণ ক'রে, আমাকে সুখী ও বাধিত কর। (অসিপ্রদান)

রণ। ভক্তিভাজন কাশ্মীরাধিপতি, প্রজাসাধারণের প্রতি আপনার স্নেহ-বাৎসল্য, আপনার আদর-যত্ন, আপনার নিরপেক্ষতা, কাশ্মীর-বাসী কাউকে ব'লে জানাতে হয় না। আপনার অনুগ্রহে এ দাস লালিত, পালিত, কাশ্মীরে সম্মানিত। আজ এরূপ অভ্যর্থনায় সে সম্মান শতগুণে বর্দ্ধিত হলো। এ অভিনন্দনের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করি, তেমন ক্ষমতা আমার নেই। তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি, যতদিন হস্ত

অসিধারণে সমর্থ থাকে, যতদিন ধমনীতে একবিন্দু রক্ত প্রবাহিত হয়, ততদিন এ প্রিয়তম অসি, এ অমূল্য উপহার, আমার চির সহচর হবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা,—আমা হতে যেন রাজদত্ত এ অসির অবমাননা না হয়।

চন্দ্র। সেনাপতি, আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বয়ং রাজমুখে ব্যক্ত হয়েছে। আপনার কীর্ত্তিগানে আজ কাশ্মীর গগনমণ্ডল মুখরিত। আপনার প্রীতি কামনায়, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ বহিরঙ্গনে সমাগত। চলুন, আপনি তাদিগে দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। (ক্ষণপরে) কিন্তু একটা কথা,—গত যুদ্ধে যে সমুদয় দস্যু ধৃত বা বন্দীকৃত হয়েছে, যে দ্রব্যসম্ভার হস্তগত হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আজ প্রকাশিত করাআপনার অভিপ্রেত নয় কি ? আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

রণ। এ যুদ্ধ ফলে কোনও দস্যু ধৃত বা বন্দীকৃত হয়নি,—উল্লেখ যোগ্য কোনও দ্রব্য-সম্ভার ও হস্তগত হয়নি,—একথা আমি পূর্ব্বেই রাজ-সকাশে নিবেদন করেছি।

রাজা। হাঁ, একথা রণজিৎ পূর্ব্বেই বলেছেন। যাক্—দস্যু বা দ্রব্য-সম্ভারের জন্য আমি লালায়িত নই, মন্ত্রি।

চন্দ্র। কিন্তু কথাটা এই,—যুদ্ধে জয়-লাভ হলো, অথচ একটী দস্যুও ধৃত হলোনা। শত্রুদুর্গ করায়ত্ত হলো,—অথচ কোনও দ্রব্যই রাজভাণ্ডার -জাত হলোনা, এটা নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয়!

রণ। যুদ্ধ-ফলে যে সন্ধি হয়, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল,—আর, বিশেষ কোনও দ্রব্য দুর্গে আদৌ ছিল না।

চন্দ্র। যুদ্ধ-ফলে সন্ধি! — ভাল, সন্ধির ক্ষমতা কি সেনাপতি মশায়ের ছিল ?

রণ। সেনাপতির সে ক্ষমতা ছিল কিনা, মন্ত্রী মহাশয় কি তার বিচার কর্ত্তা ?

চন্দ্র। বিচারের অধিকার আমার থাক্ বা না—ই থাক্, উপস্থিত রাজসভা-সমক্ষে আপনি সে কৈফিয়ৎ প্রদানে অবশ্যই বাধ্য।

রণ। সন্ধির ক্ষমতা আমার ছিল কিনা, জানিনা। তবে সরল বিশ্বাসে সন্ধি আমি করেছি। আর সে সন্ধিতে মহারাজের সম্মান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

চন্দ্র। সে বিচারের প্রয়োজন? মাথাই নেই, মাথাব্যথা? সন্ধির ক্ষমতাই যদি না থাক্‌লো, তবে তার ফল কিরূপ হয়েছে, বা হবে, সে বিচারে প্রয়োজন?

রাজা। তর্কের সীমাটা ক্রমে প্রীতির গণ্ডী অতিক্রম কচ্ছে, নয়, মন্ত্রি?

চন্দ্র। মহারাজ, বিষয়টা একটু গুরুতর বলেই মনে হয়। যুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করলুম, এ অবস্থায় জয়-লব্ধ দ্রব্য সম্ভারের কিংবা বিজিত শত্রু দলের বিশেষ বিবরণ জান্‌তে সাধারণের মনে একটা আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনা যেরূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে প্রজা-সাধারণের নিকট কতটুকু বিবরণ প্রকাশ করা সঙ্গত, তা অবশ্যই চিন্তনীয়।

রণ। সকলের নিকট অসংকোচে সত্য বিবরণ প্রকাশ, সর্ব্বাবস্থায়ই সঙ্গত।

চন্দ্র। সেনাপতি মহাশয় যা সত্য ব'লে ঘোষণা কচ্ছেন, সাধারণে তা বেদ-বাক্য বলে গ্রহণ না ও কত্তে পারে।

রণ। রণজিৎসিংহ মিথ্যাবাদী—কাশ্মীর বাসী কেউ এ কথা বল্‌তে সাহসী হবে, আমার এ বিশ্বাস ছিল না।

চন্দ্র। দুর্গে গ্রহণ-যোগ্য দ্রব্য-মাত্র ছিল না,—একথা বিশ্বাস কর্‌বে, সকলেই এরূপ সরল, সেনাপতি মশায় কি তাই বল্‌তে চান? আর, কোনও গুপ্ত কারণ ব্যতীত, পরাজিত শত্রুর মুক্তি বিধানেরই বা কি প্রয়োজন ছিল?

রণ। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আমাকে শুধু মিথ্যাবাদী বলেই নিরস্ত নন? রণজিৎ অর্থগৃধ্নু, নর-পিশাচ, এমন কি বিশ্বাসঘাতক, ইঙ্গিতে তাও ঘোষণা কত্তে সঙ্কুচিত নন্?—মহারাজ,—

মান। বাবা, এ সব কি? সেনাপতি দাদার ধৈর্য্যের কি একটা সীমা নেই? তুমি এখানে আছ বলে, কত কষ্টে তিনি ক্রোধ সংবরণ কচ্ছেন, দেখ দেখি।

রাণী। মানসী, তুই ছেলে মানুষ, ওসব কথায় তোর কাজ কি? প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য গুণনিধি রামচন্দ্র, পতি-গত-প্রাণা প্রিয়তমা সীতাদেবীকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন কর্ত্তে বাধ্য হন, একথা বিস্মৃতা হয়েছিস্?—বিষয় যে গুরুতর তাতে সন্দেহ কি?

সর্ব্বে। (স্বগতঃ) সত্যি রাণীমাকে অবধি চন্দ্রচূড় হাত করেছে! বাক্ আমার পথ সহজ হয়ে পড়েছে—মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ—রাণীমার পেছনেপেছনে চল্‌বো। ফল হয়, পোহাবার, না হয়, শুধ্‌রে যাব। (প্রকাশ্যে) পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—শাস্ত্রে আছে, পর্ব্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান সুসঙ্গত। হরি, হরি,—তা কার্য্য দে'খে কারণ অনেকটা অনুমান করা যায় বই কি?--কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। হরি—হরি—।

চন্দ্র। সেনাপতি, আপনার পদের গুরুত্ব অত্যধিক,--শুভ বস্ত্রে মসীবিন্দুপাত সহজেই দৃষ্ট হয়, সুতরাং আপনারই সুবিধার জন্য, এক্ষেত্রে বিচারের সম্পূর্ণ প্রয়োজন।

রণ। কিসের বিচার?

চন্দ্র। সন্দেহ-সাপেক্ষ বিষয়ের বিচারে আপাততঃ প্রয়োজন নেই। আপনি স্বয়ং যতটুকু স্বীকার কচ্ছেন, তাই এক্ষেত্রে আলোচ্য হোক্। আপনি এক প্রকার স্বীকৃত, দস্যুদের আপনি স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছেন।

রণ। মিথ্যা কথা।—কেউ বন্দীই হয়নি। কাজেই, মুক্তির কথাই উঠেনা।

চন্দ্র। ভাল, দুর্গ তো হস্তগত হয়েছিল? ইচ্ছা মাত্রই শত্রুদল বন্দী হতো,—এটা কি আপ্‌নি অস্বীকার কর্‌বেন?

রণ। দু একজনকে হয়ত বন্দী করা যেতে পার্‌তো।—

চন্দ্র। বস্—তাহলেই হলো। রাজনীতির হিসাবে তাতে আপনার অপরাধ হয়েছে কিনা, তারই বিচার হোক্।

রণ। আপত্তি নেই। সম্পূর্ণ সরলতাবশে যা আমি করেছি, তাতে যদি কোনও রাজনীতিক অপরাধ হ'য়ে থাকে, মহারাজ তার বিচার করুন।

মান। বাবা, এ সকল বিচার-বিতর্ক এর পর হলে ভাল হয় না। এ আনন্দের দিনে, এসব উৎপাত?

রাণী। মানসি, তুই চুপ কর্। যোগ্য ব্যক্তির সম্মান-দান রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সেনাপতি যথার্থই যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন, তারই বিচার আগে হওয়া সঙ্গত নয় কি?

সর্ব্বে। হরি হরি--রাণী মা সাক্ষাৎ সরস্বতী!—কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। তা না হলে, এতবড় রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হবেন কেন?

চন্দ্র। (স্বগতঃ) রাণীমার এতটা সহানুভূতি স্বপ্নেরও অগোচর। যদিও এটুকু বুঝেছিলুম, কোনও কারণে রণজিতের প্রতি তিনি অপ্রসন্ন, কিন্তু ব্যাপার এতটা গড়াবে, ভাব্‌তে পারিনি। দেখা যাক্, কত দূর কি হয়। (প্রকাশ্যে) রাণীমার কথা সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত। এক্ষণে মহারাজের আদেশে কাজ হবে।

রাজা। মন্ত্রি, এক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করবো, এই স্থির করেছি। রণজিৎ আমার পরম স্নেহের পাত্র, সে জন্যই আমি তোমাদের বাগ্‌বিতণ্ডায় যোগদান করিনি। পাছে কেউ মনে কর, আমি স্নেহবশে পক্ষপাত প্রদর্শন কচ্ছি। রাজার জীবন বিড়ম্বনা-ময়, সময়-বিশেষে পুত্র-স্নেহ, পত্নী-প্রেমে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে হয়। আজ আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাক্‌বো। তোমরা সকলে মিলে, যা ভাল বিবেচিত হয়,—তাই কর।

চন্দ্র। তাহলে, রাজ-পুরোহিত সার্ব্বভৌম মহাশয়, কিংবা স্বয়ং রাণী মা আপনার প্রতিনিধি রূপে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করুন। আশাকরি, সেনাপতি মশায়ের তাতে আপত্তি হবে না।

রণ। ধর্ম্ম-সঙ্গত ন্যায়-বিচারে কারই আপত্তি হতে পারে না।

মান। বিচারটা এদণ্ডেই না হলে, নয়? (ক্ষণ পরে) কে অভিযোগ কচ্ছে?

চন্দ্র। কর্ত্তব্যের অনুরোধে, দশের প্রতিনিধিরূপে, অগত্যা আমিই এ অপ্রীতিকর অভিযোগ উপস্থিত কচ্ছি।

মান। অভিযোগটা কি?

চন্দ্র। অবৈধভাবে শত্রুর স্বাধীনতা-বিধান।

মান। প্রমাণ?

রাণী। তোর এ সবে কাজ কি মানসী? এক্ষণে এ সম্পর্কে সেনাপতির কি বক্তব্য আছে, তাই শোনা উচিৎ।

রণ। আমার বক্তব্য আমি পূর্ব্বেই প্রকাশ করেছি। পুনরুক্তি বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

রাণী। তবে শোন রণজিৎ, ইচ্ছা করে দেশের শত্রুর স্বাধীনতা-প্রদান অপরাধে তুমি অপরাধী, ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুরোধে এ কথা বল্‌তে আমি বাধ্য।—অবশ্য বাধ্য।

মান। মা,—

রাণী। চুপ্।—এখন দণ্ডের ব্যবস্থা।

সার্ব্ব। শাস্ত্রে আছে, কণ্টকেনৈব কণ্টকং—কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার—হরি হরি—

রাণী। আমার বিবেচনায়,—স্বাধীনতার মূল্য স্বাধীনতা। সেনাপতি, তুমি অন্যায়রূপে শত্রুকে স্বাধীনতা দান করেছ, সে জন্য তোমার স্বাধীনতা আজ হতে বিলুপ্ত হ'লো।—তোমার দণ্ড নির্জ্জন-কারাবাস।

রাজা। রাণি,—

রাণী। প্রাণেশ্বর, সেনাপতি রণজিৎ সিংহ আপনার-আমার পরম স্নেহ-পাত্র হতে পারে, তার অবমাননা, তার নিগ্রহ, অশেষ যন্ত্রণাকর হতে পারে,—কিন্তু তাও বরং সহ্য কত্তে পারি, অকাতরে সহ্য কত্তে পারি,—তথাপি আপনার চিরশুভ্র যশশ্চন্দ্রমায় রেখামাত্র কলঙ্ক-কালিমা পাত হতে দিতে পারিনা। কাশ্মীররাজ স্নেহবশে কর্ত্তব্য-চ্যুত হয়েছেন, বিচারে শিথিলতা দেখিয়েছেন, একথা কিছুতেই কেউ যাতে বল্‌তে না পারে, তারই জন্য আমি আজ এ ব্যাপারে স্বয়ং এতটা জড়িত হয়েছি। আমার কথা কিছুতেই ব্যর্থ হবেনা। রাজসভা তবে ভঙ্গ হলো। চলুন নাথ, চল্ মানসী। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) আমার অভিনব নাটকের এই মাত্র প্রথম-অঙ্ক।

(প্রস্থান)

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীরবে মানসী ও রাজার প্রস্থান)

চন্দ্র। দণ্ডাজ্ঞা শুন্‌লে, সেনাপতি?

রণ। শুন্‌লুম। এই রাজাদেশ?

চন্দ্র। সন্দেহ কি? রাজার প্রতিনিধি স্বয়ং রাণীমার আদেশ—সুতরাং রাজাদেশ!

রণ। রাজাদেশ অবশ্য-পালনীয়। যে রণজিৎ আজ পঞ্চাধিক বর্ষ হতে রাজার তুষ্টি সম্পাদনকেই জীবনের সারব্রত বলে সঙ্কল্প করেছিল, যে রণজিৎ রাজার অঙ্গুলী-মাত্র হেলনে, অম্লান বদনে, এতদিন, অনল মুখে অগ্রসর হতেও তিলমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেনি, সেই রণজিৎ

আজ রাজাদেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, কারাদণ্ড গ্রহণে পরাঙ্মুখ হবে না। রণজিৎ সম্পদে বিপদে, শয়নে স্বপনে, সম্রাটের গৌরবাকাঙ্ক্ষা, —দেশের হিতকামনা, নিশিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে, হৃদয়ের পরতে পরতে সযত্নে পরিপোষণ ক'রে থাকে। দেশের মঙ্গলের তুলনায়, রণজিৎ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্মান-প্রতিষ্ঠা, চিরদিনই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান ক'রে আসছে। সুতরাং আজ সে, এ বিচারের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন ক'রে দেশের মধ্যে একটা অশান্তির কালানল সৃষ্টি কত্তে অভিলাষী নয়। এই আমি রাজদত্ত অসি, রাজকীয় পরিচ্ছদ,—রাজাজ্ঞায়—এ মুহূর্ত্তে সর্ব্ব-সমক্ষে পরিত্যাগ কচ্ছি,—পরাও, আমাকে শৃঙ্খল পরাও, বন্দীকর,—কারাগারে নিয়ে চল।—

(পটক্ষেপণ)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—সীমান্ত পাহাড়।

(ঝরণার পার্শ্বে মুরলা)

গীত।

মুরলা।—

ভুলিব বাসনা অন্তরে, ভুলিতে কই পারি?
নিরাশা সাগরে ভাসি, তবু, আশা, কই ছাড়ি?
কেনগো হায়, দেখা হলো?
—না দেখা যে ছিল ভালো,—
করেছি পান হলাহল,—বল, কেমনে উগারি?

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। (জনান্তিকে) সরলা বালিকে, সত্যই তুমি হলাহল পান করেছ। এ অসম্ভব প্রণয়াকাঙ্ক্ষা তোমার মনে কিসে উদিত হলো, ভগবান্ জানেন। বিজয় দাদা কি এত মূর্খ, তোমার আশা-লতায় জল সেচন কর্‌বে? তবে এ ভাবের ক্রমোন্নতি কিসে হচ্ছে? যাক্, অঙ্কুরেই একে নষ্ট না কর্‌লে, পরিণামে তোমাকে বিষম কষ্ট পেতে হবে। এ দুরাকাঙ্ক্ষা দূর করা আমারই কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) মুরলে, নিরিবিলি ব'সে, কি গান গাইছ?

মুর। তুমি শুনেছ গানটা? সেদিন এটা একটা বৈষ্ণবী গেয়েছিল। শুনেছিলুম্, তাই গাইলুম, দোষ আছে?

পুর। দোষ নেই তত! তবে এটী কোনও নিরাশ প্রেমিকার খেদ-গান! তোমার মুখে শোভা পায় কি?

মুর। গান গাইতে অত বিচার কত্তে হবে?

পুর। যার যেমন-মন, তার কাছে তেমন গানের আদর হয়। তুমি কি নিরাশ-প্রেমিকা, মুরলে?

মুর। নিরাশ-প্রেমিকা কাকে বলে, তাত আমি জানিনা।

পুর। (স্বগতঃ) স্ফুটনোন্মুখ কুসুম-কলিকা মাত্র! তথাপি অজ্ঞাতে প্রকৃতির অত্যাচার আরব্ধ হয়েছে।

মুর। তুমি ভাব্‌ছ কি?

পুর। ভাব্‌ছি তোমারই কথা। আচ্ছা, তুমি কাউকে ভালবাস?

মুর। বাবাকে ভালবাসি,—মা নেই, তাঁকে ভালবাস্‌তুম, তোমাকে ভালবাসি, বিজয় দাদাকে ভালবাসি।

পুর। তোমার বাবাকেই এখন শুধু ভালবাসা উচিৎ।

মুর। আর কাকেও ভালবাসায় দোষ আছে?

পুর। দোষ নেই, তবে বিজয়কে বা আমাকে ভালবাস্‌লে, শেষে হয়ত কষ্ট পাবে।

মুর। কেন? কষ্ট পাব কেন? ভালবাসায় কি কষ্ট পেতে হয়? (ক্ষণপরে) হাঁ, তা হয় বটে। মা যখন মরে যায়, তখন মনটা বড় কাঁদছিল, বড় কষ্ট হয়েছিল।

পুর। তবেই দেখ, আমি বা বিজয়, কবে কোথায় চলে যাব, তখন তোমায় কাঁদ্‌তে হতে পারে।

মুর। তোমরা আমায় ছেড়ে চলে যাবে? আমি যে তোমাদের অনেক খানি ভালবাসি। তোমার বা বিজয় দাদার সঙ্গে বেড়াতে, খেলাতে, কথা কইতে, আমার বেশ লাগে। তোমাদের লাগে না?

পুর। মুরলে, তুমি সরলা বালিকা। বল্‌তে গেলে সব হয়ত বুঝ্‌তে পার্‌বেনা। তোমার এখন যার-তার সঙ্গে মেশামেশি ভাল দেখায় না। যার সঙ্গে তোমার বে' হবে, তাকেই তোমার ভালবাস্‌তে হবে।

মুর। বে' কি? বর-কনে হওয়া? বেশ্‌তো, যার সঙ্গে আমার বে' হবে, তাকেও ভালবাস্‌বো,—তোমাদের ও ভালবাস্‌বো। বিজয় দাদার সঙ্গে আমার বে' হয় না?

পুর। বিজয় দাদা তোমায় কিছু বলেছে?

মুর। কই ? কিছুই না। তবে তোমার মত সে তো আমায় ভালবাস্‌তে বারণ করেনি!

পুর। (স্বগতঃ) বিজয় দাদা কি তবে এ পার্ব্বত্য বালিকাকে যথার্থই ভালবাসে ?

মুর। আবার কি ভাব্‌ছো ?

পুর। বিজয়ের সঙ্গে যদি তোমার বে' না হয় ?

মুর। বেশ্‌তো, না হয়, বে' না—ই হলো। কিন্তু তা ব'লে তোমরা চলে যাবে কেন ? তোমরা চলে গেলে আমি কার সঙ্গে অমন করে হাস্‌বো, —গাইব, অই ঝরণার জলে ফুল ছুড়ে খেলা কর্‌বো ?

পুর। মুরলে. চিরদিন এ ভাবে কাট্‌বেনা ত! বড়টী হ'লে তোমায় ঘর-সংসার নূতন করে পাত্‌তে হবে তো ? বরের সঙ্গে হয়ত বা কোনও নূতন দেশে চলে যেতে হবে।

মুর। আমি আমার বাবাকে ছেড়ে চলে যাব ? তুমি বল কি পুরঞ্জন দাদা ? এই ক'দিন বাবাকে না দেখ্‌তে পেয়ে মনটা কেমন হয়ে গেছে। তবু তোমরা আছ, তাই তত উতলা হইনি। অই—অই যে বিজয় দাদা আস্‌ছেন!

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজ। পুরঞ্জন এখানে ? তোমাকে যে খুঁজে মর্‌ছি।

পুর। পুরঞ্জন এখানে তোমার গুপ্ত-রহস্য ভেদ কচ্ছেন।

বিজ। আমার গুপ্ত রহস্য ?

পুর। হাঁ, এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমের মহলা দেওয়া হচ্ছে।— আমায় তা জানিয়েছ কখন ?

বিজ। মহলায় এখন ও জমাট বাঁধেনি। নইলে কি তুমি ফাঁকে পড়্‌তে ?

পুর। অনেক টা তবু নিশ্চিন্ত হলুম। মুরলে, শুন্‌লে—

বিজ। বাজে কথার এ সময় নয়, পুরঞ্জন। সর্দ্দার ফিরে এসেছেন।

মুর। বাবা ঘরে ফিরে এসেছেন ? আমি দেখি গে তবে—

(প্রস্থান)

পুর। সর্দ্দার ফিরে এসেছেন ? কাশ্মীরের সংবাদ কি ?

বিজ। সংবাদ আমাদের খুবই অনুকূল। প্রধান সেনাপতি রণজিৎ সিংহ কারারুদ্ধ। রাজ্যময় একটা অসন্তোষের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। বোধ হয়, কাশ্মীর-রাজ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র-জালে জড়িত হচ্ছেন। সর্দ্দারের মুখে সব শুন্‌তে পাবে এখন, ঘরে চল।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—কাশ্মীর রাজ প্রাসাদের কক্ষ।

(রাণী ও চামেলীর প্রবেশ)

রাণী। এটা খুব নিরিবিলি জায়গা। সব বল্ শুনি।

চামে। বড় ভয় হয়।

রাণী। তোর কিছুমাত্র সাহস নেই, কাজেও ততটা মনোযোগ নেই। পূরো-পূর পনেরটা দিনের ভিতর, তুই কিছুই কত্তে পাল্লিনে।

চামে। দিন রাত ত আমি সুযোগ খুঁজ্‌ছি, কিন্তু বাঙ্গা পাগ্‌লেটা যে ভারি সেয়ানা। এক মুহূর্ত্ত কাছ ছাড়া হতে চায় না। যেন যখের ধন,— আগ্‌লে ব'সে থাকে। তারপর ওদিকে ওষুদে মাগীর ঘোর বিতৃষ্ণা! মুখেই তুল্‌তে চায় না। পনের দিন আমি সেখানে আছি, তার ভিতর কুল্লে দুদিন গুঁড়াটা মিশা'তে পেরেছিলুম।

রাণী। তোর দ্বারা কাজ হবে না। পনের দিনের ভিতর, অন্ততঃ পাঁচটা দিন তোর কাজ করা উচিৎ ছিল।

চামে। ওমা, কি ক'রে করি গো? প্রথম সপ্তা খানেক তো পাগ্‌লেটা মাগীর কাছেই ঘেঁস্‌তে দেয়নি। এখন অনেকটা আস্থা জন্মিয়েছি বটে, তবু তার কেমন সন্দেহ-সন্দেহ-ভাব। আর মা, আমার ও ভয় আছে তো, তাড়াতাড়ি কত্তে যেয়ে, শেষটা লোক জানাজানি হয়ে যায় যদি, তবে বাছা তোমারও ঘোর অপযশঃ, আর আমার ত খাড়ার তলে মাথা।

রাণী। হাঁ, খুব সাবধানে কাজ কত্তে হবে বটে, কিন্তু অত 'ঢিমে তেতালা' রকমে চল্‌বে কেন? খুব হাত চালাকির সঙ্গে কাজ কল্লে, কারও সন্দেহের কোনই কারণ থাক্‌বে না। ওষুদে জিনিষটা মিশা'লে স্বাদের তারতম্য হয় না। আচ্ছা, এ দুদিনের ফলে কোনও কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিস্?

চামে। রাণিমা, এ সব ফন্দি-ফিকির না করলেও এ যাত্রা মাগীর রক্ষে নেই। মিশ্রের কারাবাসের দিন হ'তে মাগী নাকি জল ভিন্ন কিছুই মুখে তুলে নি। তবে ঐ পাগ্‌লেটা জোর করে যা কিছু খাইয়েছে। এখন ত দিন রাত মাগীর ছটফট্ মাত্র সার।

রাণী। তবে ওষুদে কিছুটা কাজ হয়েছে। খুব সাবধান—কিন্তু মাত্রাটা একটু বাড়া'তে হচ্ছে। একটু দাঁড়া তুই—

(প্রস্থান)

চামে। বোন্‌পোর সঙ্গে দেখা কর্‌বো,—এই বাহানা ধ'রে বেরিয়ে এসেছি। সন্ধ্যায় বাড়ী ফির্‌তে হবে। নৈলে সন্দেহ কত্তে পারে, বাঙ্গাটা যেন সত্যি চার্‌চোখে পঞ্চানন—

(রাণীর পুনঃপ্রবেশ)

রাণী। এই নে' দেখি। এ গুড়ো-টুকু সমান ভাগে পাঁচ দিন ওষুদে মিশিয়ে দিবি। একদিন অন্তর হলেই বেশ হবে। খুব সাবধানে কাজ কর্‌বি। আর দ্যাখ্‌, তুই এখানে এসেছিলি, এটা যেন কেউ না জান্‌তে পায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে তোকে পুরী হতে বে'র করে দেবার ব্যবস্থা কচ্ছি। চামেলী, শোন্‌,—কাজটাতে হাত-সাফাই দেখাতে পারিস্‌ যদি,— এই গলার মুক্তাহার তোর পুরস্কার!

চামে। ঐ হার ছড়া আমায় দেবে?

রাণী। হাঁ হার ছড়া—এখন আয়, সঙ্গে আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)



৩য় দৃশ্য—পার্ব্বত্য দুর্গ।

পুরঞ্জন, বিজয় ও রঘুবীর।

পুর। এই একমাত্র কারণে রণজিৎসিংহ কারারুদ্ধ?

রঘু। সে জন্যই মনে হয়, ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে।

পুর। তুমি এ সংবাদ নিশ্চিত জান, সর্দ্দার?

রঘু। ছদ্মবেশে আমি স্বয়ং দরবারে উপস্থিত ছিলুম। যে দিন উৎসব, সে দিনই আমি প্রাতে কাশ্মীরে উপস্থিত হই। কয়দিন সেখানে থেকে কাশ্মীরের পথ ঘাট, দুর্গ, সৈন্য-সংখ্যা প্রভৃতির সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করেছি।

পুর। ভাল করনি সর্দ্দার, দেরী করে ভাল করনি। রণজিৎ সিংহের কারাবাস সংবাদ আরও পূর্ব্বেই আমাদের জানানো উচিৎ ছিল।

রঘু। এটা আমি তত প্রয়োজনীয় মনে করিনি।

পুর। প্রয়োজনীয় নয়? আশ্চর্য্য! যে মহাত্মা আমাদের প্রতি উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন শত্রু হয়েও যিনি, আমাদের প্রতি অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি, শত্রুতা ভুলে গিয়ে যিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অযাচিত ভাবে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন,—এক কথায় আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে যিনি আপন স্বাধীনতা হারা হয়েছেন, কারাকষ্ট ভোগ কচ্ছেন,—তাঁর বিপদে, তার লাঞ্ছনা-পীড়নে, এ দীর্ঘ দিন উপেক্ষা প্রদর্শন অপেক্ষা নীচতা, হীনতা ও কাপুরুষতা আর কি হতে পারে? যতই দুঃসাহসিকতা সপ্রমাণ হোক, যতই বিপদ্ পাতের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকুক, ইচ্ছা হয় বিজয় দাদা,—এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তে, সেনাপতির দুর্গতি মোচনে তৎপর হই। কাশ্মীর সেনাপতি রণজিৎ সিংহের নিকট, বর্ত্তমানে পুরঞ্জন অপরি-শোধ্য ঋণে আবদ্ধ। এ ঋণের শোধ চেষ্টা অবশ্যই কর্‌বো॥

বিজ। বর্ত্তমানে কিসে তা সম্ভব বল? শত্রুভাবে, বল-প্রকাশে কাশ্মীরে প্রবেশ করি, তেমন সেনাবল আপাততঃ আমাদের নেই। একাকী তোমার কাশ্মীর গমনে কি লাভ হতে পারে? একটা নিবিড় ষড়যন্ত্র

মেঘ নিশ্চিতই কাশ্মীরাকাশে পুঞ্জীভূত হচ্ছে, নতুবা এই সামান্য কারণে সেনাপতির এত নিগ্রহ সম্ভবপর হতো না। সকল দিক দেখে মনে হয়, বিধি আমাদের প্রতি অনুকূল। এ অবস্থায় তোমার একাকী কাশ্মীর-প্রবেশে অঙ্কুরেই সব বিনষ্ট হ'তে পারে। তুমি বিপন্ন হতেই বা কতক্ষণ?

পুর। এ সময়ে বিপদ-ভয়ে কাতর হব? আমিই যাঁর সর্ব্বনাশের একমাত্র হেতু, তাঁকে অকূল পাথারে ফেলে রেখে, নিজে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো,—এত নীচাশয় পুরঞ্জন নয়।

বিজ। এতটুকু আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান, এতটুকু মহত্ব তোমার আছে, তা সকলেই জানি। কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি বিপজ্জালে জড়িত হলেই যে রণজিৎ সিংহ নিরাপৎ হবেন, তার নিশ্চয়তা আছে কি? মধ্য হতে, এ চেষ্টায় তোমার পিতৃ-প্রতিজ্ঞা-পূরণের পথ চিররুদ্ধ হতে পারে।

পুর। তবে উপায় বিজয় দাদা?-এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট বসে থাকা যে, পুরঞ্জনের প্রকৃত বিরুদ্ধ!

বিজ। নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে কে বল্‌ছে?

পুর। ভাল, আমাদের সৈন্য সংখ্যা ঠিক কত?

বিজ। এই কিয়দিন মধ্যে পঞ্চ-সহস্র সৈন্য আমাদের বলবৃদ্ধি করেছে।

পুর। তবে আমাদের সৈন্য সংখ্যা সর্ব্ব সমেত পনের হাজার?

বিজ। কিছু কম। গত যুদ্ধে কিছু সৈন্য নষ্ট হয়েছিল।

পুর। সর্দ্দার, কাশ্মীর-রাজ কত সেনা পোষণ করেন?

রঘু। ষাট হাজারের কম নয়।

বিজ। আমাদের চতুর্গুণ হ'তে ও বেশী।

পুর। হোক্ চতুর্গুণ,—শোন সর্দ্দার, বর্ত্তমান সৈন্য-বল নিয়েই কাশ্মীর-রাজের বিরুদ্ধে অচিরে যুদ্ধ ঘোষিত হবে। রাজধানী আক্রান্ত না হোক, সীমান্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে অগোণে আমি এমন রণবহ্নি প্রজ্জ্বলিত কর্‌বো, যাতে সমগ্র কাশ্মীর-রাজ্য ভীত, সন্ত্রস্ত, স্তম্ভিত হয়ে যাবে। আমাদের ইচ্ছানুরূপ সন্ধি ব্যতীত এ কাল-সমরের নিবৃত্তি হবে না। এ সমরে হয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, নয় ধরা পুরঞ্জন শূন্য হবে।

বিজ। সর্দ্দার, দেশের অবস্থা দেখে এসেছ, কোন্ দিক্ আক্রান্ত হলে সহজেই স্থানীয় অধিবাসী ভীত হয়ে পড়্‌বে, মনে কর ?

রঘু। এ হিসাবে পশ্চিম দিক্ আক্রমণই সঙ্গত।

পুর। তবে তাই হোক্। বিজয় দাদা, আজ হতে একপক্ষ মধ্যে কাশ্মীরাক্রমণ আমার সংকল্প। অচিরাৎ তুমি সেনামণ্ডলী মধ্যে এ আদেশ ঘোষণা কর। ইতোমধ্যে আমি স্বয়ং ছদ্মবেশে একবার কাশ্মীর ভ্রমণ করে আস্‌বো।

বিজ। তোমার গমনে প্রয়োজন ? বরং এ অবসরে আরও কিঞ্চিৎ নূতন সৈন্য সংগ্রহ কল্লে কাজ হবে। উপস্থিত সৈন্যদের শিক্ষার বিধান ও সঙ্গত নয় কি ? তুমি গেলে আমাকে ও কাজেই যেতে হবে।

পুর। তুমি এখানকার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার স্বয়ং গ্রহণ কর। আমার জন্য চিন্তিত হ'য়োনা। ছদ্মবেশ-ধারণে পুরঞ্জনের নৈপুন্য তোমার অজ্ঞাত নয়। আমি একাই কাশ্মীরে যাচ্ছি।

(মুরলার প্রবেশ)

মুর। তোমাদের পরামর্শ সব শুনেছি, আমি। বাবা, এবার কিন্তু আমায় ফেলে যেতে পার্‌বেনা—সঙ্গে নিতে হবে।

রঘু। আমরা যাব, যুদ্ধ কত্তে, তুই গিয়ে কি কর্‌বি মা ?

মুর। কেন, যুদ্ধ কর্‌বো।

রঘু। পাগল মেয়ে। মেয়েতে যুদ্ধ করে কখনও ?

মুর। শিখে নিলে পার্‌বোনা ? বিজয় দাদা এই যে নূতন করে রান্না শিখিয়েছেন, তা কত্তে পারিনা, বাবা ?

রঘু। রান্না আর যুদ্ধ সমান ? ক্ষেপা মেয়ে !

মুর। তা হবেনা বাবা, সেটী হবেনা। আমি যাব। বিজয় দাদা এ কয় দিন আমায় শিখিয়ে নিন্, দেখ্‌বে তখন, আমি তীর ছোড়া, বর্শামারা, ঘোড়ায়চড়া, অসিধরা,—সব শিখে নেবো।

পুর। আজ হতেই তবে মহলা আরম্ভ হোক্; না মুরলে ?

মুর। তাই বেশ।

(সকলের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য—কক্ষ-বারান্দা।

রাজা। (পাদ চারণা করিতে করিতে) কে বলে রাজা স্বাধীন? কে বলে রাজা রাজ্যের সর্ব্বময়-কর্ত্তা? প্রভু-ভৃত্য, স্বাধীনতা-অধীনতা,—এর কোনই অর্থ নেই। আমি দেশের প্রভু, আমার ইচ্ছায় দেশ পরিচালিত,—এ ভ্রম ঘুচেছে আমার। লোকমতের দাস আমি,—সে দাসত্বের ভীষণ-খড়্গে বন্ধুত্ব; এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত ছেদন কত্তে বাধ্য হয়েছি, আমি! যে রণজিৎকে আমি আমার চির-হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলে মনে মনে সহস্রবার স্বীকার করি, অন্ধ-বিচারে সে রণজিৎ আমার, কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ! প্রতীকারের কোন্ উপায় অবলম্বন করেছি? মনের কথা মুখ ফুটে বল্‌তে পারি না আমি,—আপন বিবেক-সম্মত কার্য্য কত্তে ক্ষমতা নেই আমার, আমি আবার প্রভু,—আমি একচ্ছত্র সম্রাট! আমি স্বাধীনতার সর্ব্বোচ্চ-শিখরে সমাসীন! ধিক্! ইচ্ছা হয় এ দণ্ডে এ পুতুল-খেলা পরিত্যাগ করি। (পরে) পারি, সব পারি, কিন্তু হয়ত শান্তি ভঙ্গ হবে,—দেশের মধ্যে একটা ঘোর অশান্তির অনল জ্বলে উঠ্‌বে।— (চিন্তা)

মানসীর প্রবেশ।

মানসী। (স্বগতঃ) আহা, সেনাপতি দাদার কারাবাসের দিন হতে, বাবার মুখে একটী দিন হাসি দেখ্‌তে পাইনি। বাবা যেন কি ভেবে ভেবে আকুল! দাদার নিগ্রহে বাবার বুকে শেল বিদ্ধ হয়েছে। ভাল, তিনি কেন প্রতীকার চেষ্টা করেন না? আর তিনি না করেন, আমিই কেন সে চেষ্টা দেখি না? এতে বাবা ত রুষ্ট হবেন না। আশ্চর্য্য, এতদিন এ সহজ কথাটা মনে আসেনি! দেখ্‌বো,—আমিই সে চেষ্টা দেখ্‌বো। কিন্তু তা ও তো সহজ নয়। দাদার যে নির্জ্জন কারাবাস! মা আমায় অবধি তাঁর কাছে যেতে বারণ করেছেন! যাক্, এ চিন্তা পরে হবে, এখন বাবার সঙ্গে খানিকটা আলাপ ক'রে তাকে অন্য-মনস্ক কত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) বাবা, বাবা, তুমি এখানে? আমি যে তোমায় খুঁজ্‌ছি বাবা,—

রাজা। কে? মানসী? মা, এখানটা বেশ নির্জ্জন, তাই একটু পায়চারি কচ্ছি। হট্টগোল যেন ভাল লাগে না, মা।

মান। কই বাবা, আগেত তুমি একলাটী অমনতর বেড়িয়ে বেড়াতে না। আমি, না হয়, সেনাপতি দাদা—তোমার সঙ্গে থাকতুম। (স্বগতঃ) ঈস্,—বাবার মুখখানি কাল হয়ে গেল,—হঠাৎ দাদার প্রসঙ্গ তুলে ভুল করেছি। (প্রকাশ্যে) বাবা, এ কয় দিন একটীবারও তুমি ত আমার অস্ত্রখেলা দেখনি। আজ দেখ্‌বে বাবা?

রাজা। মা, এ কয়দিন তোর অস্ত্রখেলাও দেখিনি,—গানও শুন্‌তে পাইনি। একটী গান গাইবি, মা?

মান। গাইব, কিন্তু কোন্ গানটী গাই, বাবা?

রাজা। কোথা আছ দীন বন্ধো,—এইটী গা, না, মা।

মান। এটী পূরবী। ভাল, এটীই গাইব।

(পূরবীর সুর-সাধন)

রাজা। (স্বগতঃ) এই সংসার-মরুভূমে মানসী মাত্র আমার ক্ষুদ্র ছায়াতরু! আকস্মিক বজ্রতাপে এ তরুটীও আমার ম্লান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তথাপি স্বভাব-বশে—আমায় স্নেহছায়া দানে কাতর নয়।

গীত।

মান।—

কোথা আছ দীন বন্ধো, দীনজনে কর দয়া।
কিসে তরি ভবসিন্ধু, ভেবে ভয়ে কাঁপে কায়া।
পড়েছি হে ঘুর্ণীপাকে,
বিড়ম্বনা দেখে বা কে?
কাতরে ডাকি তোমাকে, আর যাতনা যায়না সওয়া।
জন্ম জন্ম কর্ম্ম-ফেরে,
ঘুরি ফিরি বারে বারে,—
এবার হরি দয়া করে, ঘুচাও ভবে আসা যাওয়া।

রাণী। (অন্তরাল হইতে) মানসী, দুপুর নেই, সন্ধ্যা নেই, রাগিণী নিয়েই আছিস্! (প্রবেশ) তুই না পদ্মাবতীকে দেখ্‌তে যেতেছিলি?—গিয়েছিলি?

রাজা। অকারণ মানসীকে তিরস্কার কচ্ছ কেন, রাণি? সে ভগবান্‌কে ডাক্‌ছে, কাজটা কি মন্দ?

রাণী। তুমি এখানে আছ, আমি তা জান্‌তুম না।

রাজা। আমি এখানে আছি—এটুকু জান্‌লে না হয়, মনের ভাবটা মুখে প্রকাশ পেতো না, এই মাত্র। রাণি, এ কয়দিন তোমার স্বভাবের গুরুতর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কচ্ছি। (ক্ষণপরে) আয় মা, উদ্যানে একটু বেড়িয়ে আসি। (রাজা ও মানসীর প্রস্থান)

রাণী। ঈস্, আদর কত? ছুড়ীটা ভারি আব্দা'রে হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা আমার দুচক্ষুর শূল! দুর ছাই,—পোড়ার মুখী পদ্মাবতীর খবর নিতে এসে, মিছামিছি রাজার দুটো কথা শুন্‌লুম! রাজার ভাব যেন এ কয়দিন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে! ফলে—সেদিন, হঠাৎ এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে বোধ হয় ভাল করিনি। কিন্তু প্রতিহিংসার এমন সুন্দর সুযোগ, কেইবা পরিত্যাগ কত্তে পারে? (চিন্তার পর) এক পক্ষে কিন্তু কাজটা খুবই ভাল হয়েছে। আর কেহ না বুঝুক, রণজিৎ তার কারাবাসের প্রকৃত কারণ অবশ্য বুঝ্‌তে পেরেছে। আবার যদি চেষ্টা করি, তবে অতটা 'ফোঁস ফোঁস' কত্তে সাহস পাবে না, এবার বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে। উঃ, কত অবমাননা,—(ক্ষণ পরে) তবু মন যে বুঝে না! যাক্,—আগে হাতের কাজ নিকেশ করি, তারপর আবার চেষ্টা কর্‌বো—। ক্ষণপ্রভার ইচ্ছার গতিরোধ করা কারও সাধ্য নয়।

(প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—সরোবর-তীর।

জেলে ও জেলেনীর প্রবেশ।

জেলেনী। দ্যাখ্ মিন্সে জালে মাছ পড়েছে,—

গীত।

জেলেনী। ডুবদে' মাছ্‌টা ধর। (মিন্সে)।
জালের ফাঁকে পলিয়ে গেলো,
—মাছের চড়া দর।

জেলে। উহুঁ, উহুঁ, উহুঁ, উহুঁ, না,—
রেতে ধরে সন্নিবাতিক, শিউরে উঠে গা,—

জেলেনী। যা, যা, যা,—ন্যাকামী ছাড়্
জল্‌দি জলে পড়্,
নইলে, কিলের চোটে হাড় গুড়িয়ে
ছাড়াবো তোর জ্বর।

জেলে। আমায় এত বড় কথা, মনে নেই তোর ডর?

জেলেনী। কারে দেখাস্ চোখ-রাঙ্গানি,—
মার্‌বো এক ঠোকর।
চলে যাব যেথা সেথা কর্‌বোনা তোর ঘর,—

জেলে। ঐ কথাটী বলিস্‌নেকো, দোহাই ছুড়ী তোর,—
নিচ্ছি মাছের তোর খপর।

(জলে ঝাঁপ ও জেলেনীর জালের দড়ি টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

(কলসী কক্ষে-নাগরিকাদ্বয়ের প্রবেশ।)

১মা। সন্ন্যেসী ঠাকুরকে দেখেছিস্, শ্যামা?

২য়া। ওমা, দেখিনি? রাজ্যির যত লোক যে সেখানে ভেঙ্গে পড়েছে। এমন সোণার-কার্ত্তিক চেহারা, যে না দেখ্‌লে, তার চোখের পাপ-পুণ্যি রয়ে গেল গো,—চোখের পাপ-পুণ্যি রয়ে গেল।

১মা। সত্যি ভাই, কি তার মুখের গঠন, কি তার গায়ের বরণ। চোখ দুটোত নয়, যেন চন্দ্র-স্থর্য্যি! জ্যান্ত আগুন বেরোয়।

২য়া। এ বয়সে অনেক সন্নোসী দেখেছি লা, কিন্তু এমনটী আর হয়নি। শুনেছি, ঠাকুর নাকি, দিনরাত নির্জ্জলা উপোস করেন,—কিছুই মুখে তোল্লেন না।

(৩য়া নাগরিকার প্রবেশ)

৩য়া। কার কথা হচ্ছে লা? কিসের কথা?

২য়া। সন্নোসী ঠাকুরের লা, সন্নোসী ঠাকুরের। সন্নোসী ত নয়, যেন ঠিক রাজ-পুত্তুর।

৩য়া। কি জানি বোন্. শুনেছি, কত চোর-জালিয়াত, কত জেলভাঙ্গা-কয়েদী ভরং ধরে এ দিনে সন্নোসী সাজে! তাই ওসবে তেমন পেত্যয় নেই।

১মা। ওকথা মুখে আনিস্‌নে লা, মুখে আনিস্‌নে। জিভ্ শুদ্ধ প’চে ধ’সে খ’সে পড়্‌বে। শুনেছি, এ সন্নোসীর পায়ের ধুলা মাথায় ক’রে, কত মরা মানুষ বেঁচে গে’ছে। এ সহজ সন্নোসী নয়!

(৪র্থা নাগরিকার প্রবেশ)

৪র্থা। অই যে কথায় বলে,—
‘কেবা রাং কেবা সোণা,
বাহির দেখে যায় না জানা,’—এ ও হয়েছে তাই।

৩য়া। কথাটা কিলা বিধু?

৪র্থা। আমি কিন্তু আগ হতেই বলে আস্‌ছি,—যে, যা—ই বলুক, লোকটা এ, মন্দ নয়। তা আমার কথা কেই বা শোনে, কেই বা দেখে?

৩য়া। কি বল্‌ছিস্, বুঝিয়ে বল্‌না ভাই। কার কথা কি শুনে এসেছিস্?

৪র্থা। ওলো, শোনা কথা দিয়ে ‘ঢাকে কাঠি পেটা’—আমার অভ্যেস নয়, ওসব তোদের কাজ। চিলে কাণ নিয়েছে শুনে, ঘরে ঘরে পরের কিচ্ছে রটান,—তোরাই ভাল জানিস্।

৩য়া। মর্ কুন্দলে মাগী,—খালি খালি গালি দিচ্ছিস্ যে? আমরা পরের ‘কিচ্ছে’ ঘরে ঘরে রটিয়ে বেড়াই,—আর উনি হচ্ছেন সতীর মা পার্ব্বতী,—কি ঘেন্না, কি ঘেন্না,—

৪র্থা। হাঁ লা চোখ-খাগী, পোড়ার-মুখী, তুই আমাকে কুন্দলে ব’লে গালি দেবার কেলা? ডাইনি, রাক্ষুসী, আমি তোর খাই, না, তোর পরি লা? মর্ মর্ বল্‌বার তুই কে?

৩য়া। ওলো নাকি-সু'রে-পেত্নী, অপ্লেয়ে, হতচ্ছাড়ী,—

৪র্থী। তুই খাঁদা-ন্যাকী,—হ্যাদা-পেটী,—ভাতার খাগী,—ধেড়ে বুড়ী,—

৩য়া। তুই কুল নাশী,—

৪র্থী। তুই মাদী খাঁসি,—

৩য়া। দূর্ বির্দ্ খুঁটে—কুলোমুখী,—আমি ধেড়েবুড়ী, আর উনি কচি ছুড়ী!—আনাড়ী, লক্ষ্মীছাড়ী,—

৪র্থী। মার্বো মুখে নুড়োর বাড়ি! নচ্ছারি,—এই—মুখে লাথি মারি, মর্, মর্, মর্.— (অঙ্গভঙ্গী)

১মা। থাম্‌লো থাম্ তোরা,—অবাক্ কল্লি যে!

৪র্থী। দ্যাখ তো গা,—গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাতে এলে? মর্ পোড়াকপালী, কথা বল্‌লুম আমি বুঝ্‌লিনে তুই, গালি দিবি কেন লা?—

৩য়া। দু—দুবার সইলুম, শ্যামা, আবার ভূতঝাড়া আরম্ভ কর্‌বো, বল্‌ছি—

১মা। চুপ্ চুপ্ বোন্—হাঁ, বিধু, তুই কেবলই একমনে বলে যাচ্ছিলি কিনা, আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। ঝগড়ায় কাজ নেই, বল দেখি,—কি বল্‌ছিলি—কাকে তুই ভাল বল্‌তিস্?

৪র্থী। হাঁ,—কি কথা হচ্ছিল? দ্যাখ্ দেখি বোন্, মাগী মাথাটা বিগ্‌ড়িয়ে দিলে,—

৩য়া। আবার?—

২য়া। তুই থাম্ বোন্।

১মা। বল্‌ছিলি, মানুষের বাহির ভেতর চেনা দায়।

৪র্থী। হাঁ গা, হাঁ। এই দ্যাখনা, সন্ন্যেসী ঠাকুর কারুর সঙ্গে কথা কন্ না, কিন্তু বাঞ্ছারাম, যাকে সবাই পাগল বলে,—তার সঙ্গে ঠাকুরের কত অন্তরঙ্গ!

২য়া। সে কিলা? বাঞ্ছা কি করেছে?

৪র্থী। সব কি জানা যায়? তবে এই দুপুর বেলায় ঠাকুর গোপনে বাঞ্ছার সঙ্গে কত নাকি আলাপ কল্লেন। হয়ত পদ্মাদিদির জন্য কোনও ওষুদ-পত্তর ই বা দিয়ে থাক্‌বেন।

১মা। তা, দিন্ না দিন্। পদ্মাদিদি সতী-লক্ষ্মী। পতির দুঃখে প্রাণ দিতে বসেছে।

৩য়া। হাঁ গা, পদ্মাদিদির ব্যামো নাকি, দিন দিন বেড়ে চল্‌ছে?

২য়া। আজ তাঁকে দেখ্‌তে যেতে পারিনি লা, কাজের ঝঞ্চটে ছিলুম। কাল যাব ভাব্‌ছি।

১মা। ওলো, অই সূর্য্যি-ঠাকুর ডুবুডুবু, এই বেলা চল্ জল নিয়ে বাড়ী যাই। (পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—কক্ষ।

(পদ্মাবতী শায়িতা, বাঞ্ছারাম নিকটে উপবিষ্ট,
ঔষধ হস্তে চামেলী)

চামে। এখনই এ ওষুদ-টুকু খাওয়াতে হবে গো।

বাছা। সময় হয়েছে? দাও দেখি। (গ্রহণ) মা, এ ওষুদ-টুকু খাও দেখি, এখন।

চামে। (স্বগতঃ) এ টুকু গিলে ফেল্লেই আমার কাজ শেষ হয়।

বাঞ্ছা। মা, ঘুমুচ্ছ? ওষুদ-টুকু খেতে হবে, মা।

পদ্মা। অঁ্যা—ওষুদ? আর কেন? আর ওষুদ কেন,—বাঞ্ছারাম? আমার গণার দিন যে,—ফুরিয়ে এসেছে। ওষুদে আর—কি ফল হবে? যাই বাঞ্ছারাম,—বড় দুঃখ রইলো,—যাবার সময়—তাঁর দেখা—পেলুম না।

বাঞ্ছা। ও কথা, বলিস্ নে মা, বুক যে ফেটে যেতে চায়। বাপ্ মা, ভাই-বোন্,—ছার সংসারের কোনও ধার ধার্তো না, বাঞ্ছা। তাকে তুই শক্ত মায়া-ডোরে বেঁধেছিস্। সে ডোর কি করে ছিঁড়ে যাবি মা? তা হবে না। এখন ওষুদ-টুকু মুখে নাও, চিন্তা নেঁই, রোগ সেরে যাবে।

পদ্মা। বাঞ্ছা, একি আমার—সার্বার রোগ? ওষুদে এ রোগের—উপশম হবে কেন? তাতে বরং—যাতনা বাড়ে। বাবা, তুই আমাকে,—যে যত্ন—যে শুশ্রূষা—কল্লি,—ছেলে মায়ের জন্য,—বাপ মেয়ের জন্য,—বুঝি তেমন—করে না। তোর ঋণ—এ জন্মে—শোধ—হলোনা। যদি তোর—সব কথা,—তাঁকে বলে যেতেও—পার্তুম! বাঞ্ছা, একটীবার—জন্মের শোধ,—একটীবার,—শুধু চোখের দেখা,—তিলেকের তরে,—চোখের দেখা,—হয় না? এসময়ে,—তাঁকে দেখ্তে গেলে,—হেসে হেসে,—মত্তে পাত্তুম। কোনও দুঃখ থাক্তো না। তাঁর পায়ে—মাথা রেখে মরা—সে তো—সুখের মরা। কিন্তু—আমি অভাগিনী,—সে সৌভাগ্য—হবে কেন?—

বাঞ্ছা। এত নিরাশ হচ্ছিস্ কেন মা? এখন ওষুদ-টুকু খা। দেখ্‌বি অনেকটা সোয়াস্তি পাবি।

পদ্মা। তোর এত ইচ্ছা—যদি,—মুখে ঢেলে দে,—কিন্তু, দেখ্‌বি,—ওষুদ পেটে গেলেই,—জ্বালা বেড়ে উঠ্‌বে। পিপাসা বাড়্‌বে।

বাঞ্ছা। ও তোর মনের ভুল। খা, মা,—(ওষুদ প্রদান) মা, শ্মশানে এক সন্ন্যেসী এসেছেন, তাঁকে পায়ে ধরে স্বীকার করিয়েছি, আজ এখানে পদধূলি দেবেন। তিনি দেখে গেলে, আপ্‌নি তখন রোগ সেরে যাবে।

পদ্মা। বাপ্‌, সন্ন্যেসীর ধুলো,—তার সঙ্গে,—আমার প্রাণের দেবতার—পায়ের ধুলোর— যোগাড় কর্। সে পা যে,—আমার গয়া-গঙ্গা বারাণসী। আর যেরে—সে পায়ের ধুলো,—এ জন্মে—মাথায় কত্তে—পাবোনা। উঃ বড় জ্বালা—পিপাসা—বাড়্‌লো। প্রাণ যেন বেরিয়ে—যেতে—চাচ্ছে। (ছটফট্ করা)

চামে। (স্বগতঃ) কাজ নিকেশের দেরী নেই। এই বেলা সরে পড়ি। সবটুকু শেষ করেছি। পাগলটা এ দুদিন, দুপুরে বাড়ী থাক্‌তো না, তাতেই অনেকটা সুবিধে হয়েছিল। যাক্, এই বেলা হার-ছড়া বু'কে নি'গে। আর পরের মজুরি কত্তে হবে না। (প্রস্থান)

বাঞ্ছা। সত্যি যে মার অস্থিরতা বাড়্‌লো! হায় সাধ্বী-সতি, তোমার এ বিড়ম্বনা কেন?—যে অবস্থা, তাতে ক'দিন এ ভাবে কাটবে?—একি, মা যে এলিয়ে পড়্‌ছেন!

(মানসীর প্রবেশ)

মান। দিদির অবস্থা আজ কেমন, বাঞ্ছারাম? দিদি, দিদি—

পদ্মা। অ্যাঁ—কে?—কে—মানসী?— আয় বোন্, কাছে আয়। আর যে—সইতে—পারিনা। বড়—জ্বালা—। বোন্, শেষ দেখা—আর—হলোনা। মানসী, চল্লুম,—তুই দেখিস্, আমার—অভাবে, যেন, তাঁর কষ্ট—না হয়। আর যখন—এসে, অভাগিনীর—কথা, জিজ্ঞেস্—করেন, বলিস্—তাঁর চরণ-দাসী,—তাঁরই চরণ—ভাব্‌তে ভাব্‌তে,—কোন্ অজানা দেশে—রওনা হলো। বড় কষ্ট—শেষ দেখা—হলোনা। উঃ, তৃষ্ণা—জল— (বাঞ্ছারামের জল দান)

মান। দিদি অমন করো'না। আমি যে কোনও উপায়ে, শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। তাঁকে সব বল্‌বো। ত্বরায় একটা সুব্যবস্থা হবে।

পদ্মা। ত্বরায়? —বোন্‌,—আমার নৌকা—যে, ঘাটে বাঁধা,—দেরী সয়না। উঃ, পিপাসা,—জল—(জল-দান) মানসী,—বড় সাধে, বড় আশায় বুক বেঁধে আমি—পূজার নৈবেদ্য সাজাতেছিলুম—আশা না পূরতে—চলে যেতে—হলো।

(যন্ত্রণা-প্রকাশ)

মান। বাঞ্ছারাম, দিদির অবস্থা আজ একটু খারাপ, সাবধানে থেকো। আমি রেতে না আস্‌তে পারি, কাল প্রাতে আবার আস্‌বো। (স্বগতঃ) যে কোনও উপায়ে দাদাকে এনে দেখাতে-হবে, অবস্থা সঙ্কটজনক। হা বিধাতঃ, সতীর অদৃষ্টে এতকষ্ট! (প্রস্থান)

(পদ্মাবতীর অস্থিরতার অত্যন্ত বৃদ্ধি)

বাঞ্ছা। মা, একি কচ্ছিস্‌ মা, একটু ঘুমুতে পার্‌লে বেশ হতো! তুই ঘুমো, আমি বাতাস করি।

পদ্মা। বাপ্‌, এই—ঘুমুচ্ছি—এ ঘুমই—আমার—বুঝি—কাল-ঘুম। স্বামিন্‌—হৃদয়—দে—ব—তা— (মূর্চ্ছা)

বাঞ্ছা। হা ভগবন্‌, পাগলের শেষ-বন্ধন সত্যি কি হে ছিন্ন কর্‌বে? হায় হায়—ঘন ঘন শ্বাস বইছে! ওগো,—কি হবে, মুখ দিয়ে যে ফেন উঠ্‌ছে! উপায়?—এখানে কে আছে?—

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যা। হর হর বম্‌—হর হর বম্‌।

বাঞ্ছা। বাবা, এসেছেন? আসুন, আসুন,—দেখুন স্বর্ণলতা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। বাঞ্ছারামের সকল আশার শেষ—হতে চল্লো। ঠাকুর, যদি দয়া ক'রে এসেছেন,—নিকটে আসুন। দেখুন, মা আমার বুঝি সকল মায়া কাটাতে বসেছে।

(সন্ন্যাসীর দেহ পর্য্যবেক্ষণ)

সন্ন্যা। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য! সম্পূর্ণ বিষ-লক্ষণ! সেঁকো বিষের ধীর-ক্রিয়া! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! (নাড়ীধারণ)

।। বাবা, কি দেখ্‌ছেন ? এ অসময়ে আপনার আগমন,—বিধাতার অপার করুণার নিদর্শন। ঠাকুর পায়ে পড়ি, মাকে আমার রক্ষা করুন। (পদধারণ)

সন্ন্যা। (বাঞ্ছাকে উঠাইয়া) বাঞ্ছারাম, শুনেছি, তুমি মায়াবন্ধন ছেদন ক'রে সংসার ত্যাগ করেছিলে,—তবু তোমার এত অধীরতা ?

বাঞ্ছা। ঠাকুর, মায়ামমতার ধার বাঞ্ছা একবার কাটিয়ে ফেলেছিল। যেখানে সেখানে দু'মুষ্টি ভোজন,—গাছ তলায় শয়ন, বাঞ্ছা পাগল অনেক দিন অভ্যেস করেছিল ? কিন্তু এখানে এসে পাগল বাঁধা পড়েছিল। কি যে আকর্ষণ, বুঝে উঠ্‌তে পারে নি। ঠাকুর, এ স্বর্গীয়-স্নেহ হ'তে বাঞ্ছা কি চির বঞ্চিত হবে ?

সন্ন্যা। অদৃষ্ট ! ভাল, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করবো, তার সরল উত্তর দেবে কি ? কোনও কথা গোপনে না রেখে, সব বল্‌তে সম্মত আছ ?

বাঞ্ছা। জিজ্ঞেস্ করুন, যা জানি, সব অপকটে বল্‌বো।

সন্ন্যা। উত্তম। তুমি পূর্ব্বে বলেছিলে, রণজিতের কারাবাসের পর হতে এঁর ব্যারামের উৎপত্তি। কি রোগ হয়েছিল, বল্‌তে পার ?

বাঞ্ছা। রোগ প্রথমে তেমন বিশেষ একটা ছিল না। দুর্ব্বলতা ছিল,—অনাহার-হেতু দুর্ব্বলতা।

সন্ন্যা। ঔষধ ব্যবস্থা কে করে ?

বাঞ্ছা। পারিবারিক বিশ্বস্ত-বৈদ্য মুরারী গুপ্ত।

সন্ন্যা। ঔষধ সেবন কর'াত কে ? তুমি স্বয়ং ?

বাঞ্ছা। আমি—কোনও সময়ে বা চামেলী।

সন্ন্যা। চামেলী কে ? এ পরিবারের পুরাতন পরিচারিকা ?

বাঞ্ছা। পুরাতন নয়,—নূতন। পুরাতন পরিচারিকা স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হয়, তারই বদলে চামেলী আসে।

সন্ন্যা। চামেলীকে দেখ্‌তে পাই ?—সে এখানে কতদিন কাজ কচ্ছে ?

বাঞ্ছা। প্রায় এক মাস।

সন্ন্যা। রোগের বৃদ্ধি, কতদিন লক্ষ্য কচ্ছ ?

বাঞ্ছা। এই,—সপ্তাহ দুই হতেই বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়েছে। আপ্‌নি চামেলীকে

দেখ্‌তে চান্‌? সে যে এখানেই ছিল,-- একটু খানি আগে, এই যে সে ওষুদ দিয়েছে।

সন্ন্যা। বোধ হয়, আর তাকে খুঁজে পাবে না। যাক্‌,--তুমি আমার উপর সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন কত্তে পার? আমার যে কোনও ব্যবস্থা,—তা যতই অদ্ভুত হোক্‌,--তুমি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে সম্মত—কি?

বাপ্পা। মায়ের মঙ্গলের জন্য, আপ্‌নি যা বল্‌বেন, আমি তা—ই কত্তে সম্মত। আপনার ব্যবস্থা অসংকোচে গ্রহণ কর্‌বো।

সন্ন্যা। উত্তম। এঁকে এখনই গোপনে স্থানান্তরিত কত্তে হবে।- কেউ জান্‌বে না। আজ রাত্রি-যোগে আমি এ রাজ্য ত্যাগ কচ্ছি। ইনি আমার মা.—তুমি এঁকে আমার সঙ্গে প্রেরণের বন্দোবস্ত, এখনি কর। কাল তুমিও আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

বাপ্পা। এখনই—এমুহূর্ত্তে আমি এ স্থান ত্যাগ কত্তে পারি। আমার এখানে থাকার কোনই প্রয়োজন নেই।

সন্ন্যা। প্রয়োজন আছে। রাজ্যবাসী আপাততঃ জানুক, পদ্মাবতী প্রাণ ত্যাগ করেছেন। নইলে এঁকে নিরাপদ্‌ স্থানান্তরিত করাও, সহজ না হ'তে পারে। শুধু সেনাপতিকে যে কোনও উপায়ে গোপনে কাল জানিয়ে যাবে,--স্বাধীনতা প্রাপ্তি মাত্র, তিনি যেন, কাশ্মীরের উত্তর সীমাস্থিত ভৈরব দুর্গে গমন করেন! সেখানে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। সাবধান, এ কথা যেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না হয়। সবই অতি গোপনে করা চাই।

বাপ্পা। ঠাকুর, সহজে সেনাপতির দর্শন-লাভ, আমার পক্ষে অসম্ভব।

সন্ন্যা। দর্শন না পাও,—অগত্যা প্রথম আদেশ পালন ক'রে আমাদের সঙ্গে কাল তুমি মিলিত হবে। পরের ব্যবস্থা পরে হবে। পদ্মাবতীর প্রাণবিয়োগ হয়েছে, এ সংবাদ এখনি রাষ্ট্র করে, তাঁকে শ্মশানে নেবার ব্যবস্থা কর। সঙ্গে খুব বিশ্বাসী অতি অল্প লোক থাক্‌বে। সেখানে গোপনে তুমি এঁকে আমার হস্তে অর্পণ কর্‌বে। কৌশলে সব কাজ কত্তে হবে। বুঝ্‌লে?

বাপ্পা। কাল কোথায় ঠাকুরের চরণ-দর্শন হবে?

সন্ন্যা। পরে জান্‌বে, তখন। রাত্রি তৃতীয়-প্রহরে শ্মশান-ক্ষেত্র, আমাদের মিলন-স্থান। এক্ষণে চল্লুম,—দে'খ সাবধান, তোমার কৌশল-চতুরতার উপর এঁর জীবন নির্ভর কর্‌ছে। আরও শোন, এ ঔষধ কখনও আর প্রয়োগ করো'না। এটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—কক্ষ

(রাণী ও চামেলীর প্রবেশ)

রাণী। কি বল্‌লি? দফা শেষ? সত্যি বল্‌ছিস্?

চামে। চামেলীর কথনও কাজে ভুল হয়? যেমনটী বলেছিলেন, ঠিক তেমনটী করেছিলুম। কাজ নিকেশ।

রাণী। দাঁড়া,—তুই আপন চোখে দেখেছিস্,—শেষ নিঃশ্বেস বন্ধ হয়েছে?

চামে। মাগী ছট্‌ফট্ কত্তে লাগ্‌লো, চোখ দুটো কপালে উঠ্‌লো,—মুখ দিয়ে 'গেঁজেল' ছাড়্‌তে লাগ্‌লো, তার পর ঠাণ্ডা! আমি নিজে দে'খে এলুম।

রাণী। চুপ্ চুপ্—। এই নে, তোর পুরস্কার। (হারদান)। কিন্তু খুব সাবধান, দেখিস্ যেন এ সব কথা মশা-মাছিতেও জান্‌তে না পায়। যা এদিক দিয়ে বেরো'য়ে যা,—আর কথনও এ মুখো হস্‌নে।

চামে। তবে প্রণাম হই গো। (প্রণাম ও স্বগতঃ) আর দেখা কত্তে বারণ কচ্ছে! তবে কি এ নকল-হার দিয়ে ঠকিয়ে দিচ্ছে? সেক্‌ড়া দেখাব,—হক্কের ধন—উপ্‌রি দেওয়া নয় তো! যাই দেখিগে।

(প্রস্থান)

রাণী। রণজিৎ, আমার অভিনব-নাটকের এক অঙ্কের অভিনয় শেষ হলো। এখন নূতন দৃশ্য অভিনীত হবে। অই কার পদশব্দ হচ্ছে না?

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। রাণি, তোমাকে খুঁজছি।

রাণী। কেন নাথ?

রাজা। বিশেষ কথা আছে।

রাণী। কি সে কথা, নাথ? এ কয় দিন তুমি নিশি-দিন কি ভাব্‌ছো? এত চিন্তা কিসের তোমার?

রাজা। চিন্তা? চিন্তা রাণি? যে দিন আপন বিবেক-বুদ্ধি পায়ে দ'লে নীরবে, অবিচারের প্রশ্রয়-দান করেছি, সে দিন হ'তেই পাপকীট চিন্তামূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে হৃদয়-কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হয়েছে। সেদিন হতেই পাপের জ্বালায় দিনরাত জ্বলে মরছি।

রাণী। কিসের অবিচার, কিসের পাপ, প্রিয়তম? তুমি পরম পুণ্যশীল,—দেব-চরিত্র। তোমাকে পাপগ্রস্ত হতে হবে কেন?

রাজা। পুণ্যশীল,—দেব-চরিত্র? ছি—ছি রাণি, যে কাপুরুষ বৃথা লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হয়ে হৃদয়-জাত স্নেহ-দয়া-বাৎসল্য, এমন কি আপন বিবেক-বুদ্ধি, অম্লান-বদনে, অতলজলে বিসর্জ্জন দিতে পারে;—যে লঘু-চেতা,—নরাধম,—অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য, অনন্য-সুলভ-প্রভুভক্তি, দীর্ঘকালের হিতাকাঙ্ক্ষা,—এ সমস্তের পরিবর্ত্তে, বিশ্বস্ত-বন্ধুর কারাবাসের ব্যবস্থা, অসংকোচে অনুমোদন কত্তে পারে, সে পুণ্যশীল,—না ঘোর নারকী? সে দেব-চরিত্র, না পিশাচ-প্রকৃতি? রাজ্ঞি, আমি সেনাপতির ব্যাপারে সে দিন যে চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়েছি, নিতান্ত অল্পমতি-বালকেও বুঝি তেমন করেনা। আমি আজ সে মহাপাপের গুরুদণ্ড ভোগ কচ্ছি।

রাণী। প্রাণবল্লভ, এ সম্বন্ধে তর্ক করা বৃথা। কাজটা ন্যায়-সঙ্গত না হলে, সকলে নীরবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ কত্তো না। বিজ্ঞ মন্ত্রী, বহুদর্শী রাজ-পুরোহিতের ব্যবস্থা, অসমীচীন, এ কথা তোমার মুখে সাজেনা।

রাজা। রাণি, আমি বুঝি বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হব। একটু নির্জ্জনতা আকাঙ্ক্ষা করি।

রাণী। (স্বগতঃ) ঘোর চিত্ত-দুর্ব্বলতা! (প্রস্থান)

রাজা। উঃ, আজ কত দিন গত হতে চল্‌লো,— (চিন্তা)

(মানসীর প্রবেশ)

মান। বাবা, তুমি এখানে? একটা কথা আছে, বাবা।

রাজা। মানসী? আয় মা।

মান। বাবা, তোমার এ ভাবনার শেষ কর। তোমার মুখ দেখে যে আমার কষ্ট হয়, বাবা?

রাজা। হাঁ, মা, ভাবনার শেষ কত্তে হবে। শক্ত ক'রে একদিক ধরতে হবে। নইলে আর উপায় নেই। তুই কি কথা বল্‌ছিলি, মা—

মান। আমার একটা কথা আছে।

রাজা। কি তোর কথা মা? কি সে কথা?

মান। আমি একবার কারাগারে সেনাপতি দাদার সঙ্গে দেখা কর্‌বো। শীঘ্রই দেখা কর্‌বো। তোমাকে তার অনুমতি দিতে হবে।

রাজা। অনুমতির প্রয়োজন? তুই কি মধ্যে মধ্যে তার কাছে যাস্‌নে?

মান। কি করে যাব, বাবা? উপায় নেই যে!

রাজা। উপায় নেই, সে কি কথা মা?

মান। তাঁর যে নির্জ্জন কারাবাস। কারও দেখা কর্‌বার হুকুম নেই।

রাজা। নির্জ্জন কারাবাস?—আমি ত ততটা ভাবি নি। লজ্জা, ক্ষোভ, ঘৃণায়, এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কারও সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করিনি! ভয়, সংকোচে, নিজে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কত্তে সাহসী হই নি!—সে এ দীর্ঘকাল তবে তোর মুখ অবধি দেখ্‌তে পায়নি?—কি নির্য্যাতন, কি নৃশংসতা!

মান। হাঁ বাবা, ভয়ঙ্কর নির্য্যাতন--তাঁর কত যন্ত্রণা হচ্ছে, ভেবে দেখ তো, বাবা।

রাজা। এ কয়দিন ভেবে ভেবেই সারা হচ্ছি। আর পারিনে, মা। এ সকলেরই জন্য, আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী।

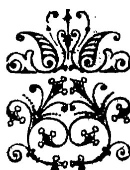
মান। তোমার দোষ কি বাবা? যাক্‌, আমি তবে দেখা করবো,--আজই, এখনই দেখা কর্‌বো।

রাজা। এখনই?—এই রেতের বেলায়?

মান। পদ্মাদিদির অবস্থা বড়ই সঙ্কট জনক বাবা, আজই দেখা করা চাই। কিন্তু তোমার মোহরাঙ্কিত আদেশ-পত্র সঙ্গে নিতে হবে। নৈলে, গোল হতে পারে।

রাজা। সেজন্য চিন্তা নেই। আয় মা, সব বন্দেবস্ত আমি নিজেই ক'রে

(প্রস্থান)



৩য় দৃশ্য—কারাগার।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ রণজিৎ)

(দ্বারে প্রহরীদ্বয় পাহারায় নিযুক্ত) (একজনের তন্দ্রাবস্থা)

১ম প্র। ওরে মাধা,—তুই একটা গাধা! ঘুমুচ্ছিস্ যে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমানো, গাধা-ঘোড়ার কাজ।

২য় প্র। ওরে রামা, তুই একটা পেচক। রাত জে'গে শীকারের সন্ধানে আছিস্। রেতে জাগা, পেচক-বাদুড়ের কাজ।

১ম প্র। মাধা—গাধা;—বেশ থাপ থায়। রামা পেচক—এটা কেমন ঠেকে?

২য় প্র। যেমনই ঠেকুক, আঁতে ঘা লেগেছে তো? পেচক রেতের বেলায় শীকার খুঁজে, তুই ও তাই।

১ম প্র। দূর অহম্মুখ! এখানে এ দুপুর রেতে শীকার মেলে? সত্যি ভাই, এ কয়দিন পাহারায় প'ড়ে, নাড়ীশুদ্ধ শুকিয়ে উঠ্‌বার যোগাড় হলো। অই দ্যাখ্, কে আস্‌ছে—

(মানসীর প্রবেশ)

মান। প্রহরি, সেনাপতি-দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো।

১ম প্র। কে গা, মানসী ঠাক্‌রুণ্? তা, তেমন হুকুম নেই যে।

মান। এই দেখ হুকুম,—বাবার হুকুম।

১ম প্র। সই-মোহর করা?

২য় প্র। আরে তা নইলে, উনি কি ফটক পার হ'য়ে আস্‌তে পাত্তেন? তোর সকল কাজেই বাড়াবাড়ি—

১ম প্র। কি জানিস্ মাধা, সাবধানের বিনেশ নেই। তা হ'লে কাজেই দোর খুলে দিতে হয়।

(দ্বার উন্মোচন)

(মানসীর কারাগৃহে প্রবেশ)

মান। সেনাপতি-দাদা, জেগে আছ?—দাদা—

রণ। কে—কে তুমি?

মান। আমি—মানসী!

রণ। মানসী! বোন্, তুই? তুই এখানে কেন?—নন্দনের পবিত্র পারিজাত, নরকের এ পূতিগন্ধ-কলুষিত বাতাসে কেন? যা বোন্, ত্বরায় ফিরে যা।

মান। আমি যে তোমায় নিতে এসেছি।

রণ। কোথায়?

মান। তোমারই ঘরে।

রণ। ঘরের খবর অনেক দিন পাই নি। সে যেন এক যুগ! আমার পদ্মা কুশলে আছে, মানসী? হা—অদৃষ্ট!

মান। ঘরে চল, দাদা।

রণ। কই, আমি ত এ পর্য্যন্ত সেরূপ আদেশ পাই নি।

মান। তা, নয়, আমি তোমায় মুক্ত ক'রে নে' যাব।

পুর। তা ও কি হয়, দিদি? স্বেচ্ছায় রণজিৎ গৌরব-অসি পরিত্যাগ ক'রে কঠোর লৌহ-শৃঙ্খল হাতে পরেছে,—স্বেচ্ছায় সুখের স্বর্গ পরিত্যাগ ক'রে এ জঘন্য নরকবাসে স্বীকৃত হয়েছে,—কেবল রাজার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য। আর আজ সে পলায়ন করবে? ছি, দিদি, ও কথা মুখে আনিস্ নে।

মান। দাদা, বাবা তোমার জন্য ভেবে ভেবে কি হয়ে গেছেন, তা যদি একবার দেখ্‌তে, চোখের জল আপ্‌নি ঝরে পড়্‌তো! বাবা এ কার্য্যে রুষ্ট হবেন না, এটী নিশ্চয়।

রণ। প্রকাশ্যভাবে রণজিৎ রাজাজ্ঞায় কারারুদ্ধ, গোপনে সে কারাগার ত্যাগ কর্ব্বে, মানসি?

মান। দাদা, পদ্মাদিদির শরীর ভাল নেই। তিনি তোমায় দেখ্‌তে ব্যাকুলা হয়েছেন।

রণ। পদ্মাবতী!—মানসি, ধর্ম্ম-রক্ষা কত্তে বন্দিত্ব স্বীকার করেছি। শেষ অবধি ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বো।

মান। অন্ততঃ দুদণ্ডের জন্য চল, দাদা। প্রহরীদের জন্য চিন্তা নেই। এ লক্ষ মুদ্রার হার তাদের অনায়াসে নীরব কর্‌বে। সে জন্যই এটী আজ গলায় করে এসেছি! তুমি আজ না গেলে, পদ্মাদিদি অধীরা হয়ে পড়্‌বেন।

রণ। যেতে পারি না,—। দেখ্‌বো ধর্ম্মের বিচারই দেখ্‌বো, মানসী। রাজাদেশ ভিন্ন রণজিতের কারাগৃহ ত্যাগ অসম্ভব। এতে অদৃষ্টে যা আছে, তাই ঘট্‌বে।

মান। তবে যাবেনা? ভাল, অচিরে প্রকাশ্য রাজাজ্ঞা যে কোনও রূপে সংগ্রহ করেই, তবে তোমায় নিতে আস্‌বো। এখন তবে যাই, দাদা। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) কর্ত্তব্যতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি!

(প্রস্থান)

২য় প্র। দরজায় কুলুপ বন্ধ কর্, রামা। একটু তুই—জেগে থাক্, ভাই, আমি একটু দাঁড়িয়ে ঘুমুই।

১ম প্র। সাধে বলি, মাথা—গাধা। দাঁড়িয়ে ঘুম!

কারাধ্যক্ষ ও রাণীর প্রবেশ।

কারা। প্রহরীদ্বয়, কিছু সময়ের জন্য তোমরা ফটকে গিয়ে অপেক্ষা কর। রাজকীয় বিশেষ প্রয়োজনে, স্বয়ং রাণী-মা বন্দীর সঙ্গে দেখা কর্‌বেন। ততক্ষণ আমি নিজেই এখানে উপস্থিত থাক্‌বো।

১ম প্র। যে আজ্ঞে হুজুর। (উভয়ের প্রস্থান)

রাণী। কারাধ্যক্ষ, তোমার ব্যবস্থায় বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। প্রতিশ্রুত পুরস্কার দ্বিগুণিত হলো। তবে আমার ইচ্ছা,—বন্দীর সঙ্গে আমার কথোপকথন দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণ-গোচর না হয়। তুমি একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর,—আমি রুদ্ধ-কক্ষে কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর্‌বো।

কারা। রাণীজির আদেশ শিরোধার্য্য।

রাণী। চাবি দাও—(গ্রহণ) যেতে পার— (কারাধ্যক্ষের প্রস্থান) পদ্মাবতী বেঁচে নেই, এটুকু আগে জান্‌তে দিতে হবে। অভাব পূরণ, —মনের স্বভাব। কিন্তু রণজিৎ, এবার সাবধান, আবারও যদি অবমাননা কর,—তা হলে, তা হলে রণজিৎ, তোমার শিরায় শিরায় এমন বিষের আগুন জাল্‌বো, যা পিশাচেরও কল্পনাতীত।

(দ্বার উন্মোচন ও প্রবেশ)

রণ। আবার, কে তুমি?

রাণী। আমি ক্ষণপ্রভা, রণজিৎ।

রণ। ক্ষণপ্রভা,—রাণী! আপ্‌নি এখানে?

রাণী। বিস্মিত হ'য়োনা রণজিৎ, তোমার বিপদে আমি স্থির থাক্‌তে পারি নি, তাই এ অসময়ে এসেছি।

রণ। বিপদ? আমার আর বেশী বিপদ কি হতে পারে, রাজ্ঞি? বিপদ-সাগরে আমি যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত!

রাণী। পদ্মাবতী বেঁচে নেই, সেনাপতি।

রণ। অসম্ভব—মিথ্যা কথা।

রাণী। কাশ্মীরের রাণী মিথ্যা কথা জানে না।

রণ। ধরা ধর্ম্ম-শূন্যা হয়েছে, এ বিশ্বাস করি না। পাপ—পুণ্য,—এ কি তবে কবির কল্পনা?

রাণী। ধরা ধর্ম্ম-শূন্যা কেন হবে, রণজিৎ? পদ্মাবতী গিয়েছে, কিন্তু ক্ষণপ্রভা তোমার চরণ সেবার জন্য এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

রণ। ছি—ছি, রাণি, আবার? আবার সেই উৎকট পরলোভগার? দূর হও, তোমার মুখ দর্শনেও পাপ আছে।

রাণী। রণজিৎ, এত নিদয় হ'য়োনা। অপবাদ, গঞ্জনা, তুচ্ছ ক'রে, হেলায় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠে'লে, আজ আমি তোমার প্রেম-ভিখারিণী! একদিন উপেক্ষা করেছিলে, তা ও ভুলে গিয়ে,—লজ্জা, সরম, মান, অপমান—সব বিসর্জ্জন দিয়ে, উপেক্ষিতা রমণী আবার তোমারই চরণ-তলে উপস্থিত! এবার তারে বিমুখ করো'না, নিরাশার তীক্ষ্ণ শেল বুকে বিঁধিয়ো'না। তোমার চরণ-ধরে বিনয় করে, বল্‌ছি, আমাকে দয়া কর, প্রাণে বাঁচাও—

(চরণধারণে উদ্যত)

রণ। ছি—ছি—ছি—কি ঘৃণা, কি ঘৃণা,—কর্ণ বধির হও। পাপিয়সি, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-প্রভা-সমন্বিত, উত্তুঙ্গ-গিরিশৃঙ্গের শীর্ষ-ভাগে সমাসীনা হয়ে তুমি,—ভীষণ-তমসাচ্ছন্ন, অতল-পাতাল-প্রদেশের নিম্নতম-গহ্বরে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিতে উদ্যতা? তুমি মানবী, না পিশাচী? ছি—ছি—ছি—ছি,—দ্যুলোকের দেবী-প্রতিমা-জ্ঞানে কাশ্মীরবাসী কি এতদিন প্রেতপুরীর প্রেতিনী-পূজায় নিযুক্ত ছিল? দ্যুতিময় মধ্যমণি-পরিশোভিত হেম-হার জ্ঞানে কাশ্মীররাজ কি এতদিন প্রাণ-ঘাতিনী কাল-ভুজঙ্গিনীকে আদরে গলায় ধরেছিলেন? কি

ভ্রম—কি ভ্রম! সর্ব্বনাশি—রাক্ষসি, তোর ত কিছুরই অভাব ছিল না। দেবীর অধিক আদর-যত্ন, পূত-চরিত্র স্বামীর পবিত্র-প্রেম, ইন্দ্রানীর তুল্য সুখৈশ্বর্য্য-বৈভব—সব পায়ে ঠেল্‌লি? সব তোর উৎকট লালসার উদ্দাম-স্রোতে তৃণবৎ ভেসে গেল? ধিক্‌ পাপিষ্ঠে, ধিক্‌।

রাণী। সত্যই রণজিৎ, সত্যই তবে, এবারও উপেক্ষা কচ্ছ?

রণ। নিশ্চিত—শতবার।

(রাণীর উত্থান)

রাণী। উত্তম। তবে শোন, শোন রণজিৎ, যার রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান কচ্ছ, যার প্রেমে অন্ধ হয়ে, রাজরাণী ক্ষণ-প্রভার হৃদয়ে বার বার অপমানের তীব্র-শেল বিদ্ধ কত্তে তিলমাত্র সংকোচ বোধ কচ্ছ না, সেই অতি আদরের পদ্মাবতী তোমার, এই ক্ষণপ্রভারই ক্রোধ-বহ্নিতে এতক্ষণ শ্মশান চিতায় ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে। তুমি, তুমি রণজিৎ, ক্ষণপ্রভার কোমল হৃদয়ে যে আগুন জ্বালিয়েছ,—তা হতে সহস্রগুণ তীব্রানলে নিশিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে—তোমাকে হাড়ে হাড়ে পুড়িয়ে জ্বালাবার জন্য, আমি স্বয়ং তাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেছি,—আজ হত্যা করেছি।

রণ। হত্যা,—হত্যা? পদ্মাবতীকে হত্যা করেছিস্‌? রাক্ষসি, আমি তোকে হত্যা করবো। (শৃঙ্খল ভগ্ন হওন) পাপিয়সি,—না, না, প্রেতিনীর পাপ-রক্তে এ হাত কলঙ্কিত করবো না। দূর হ, দূর হ, পিশাচী,—তোর জন্য নূতন নরক প্রস্তুত হবে।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)



৪র্থ দৃশ্য—পার্ব্বত্য দুর্গের সম্মুখ ভাগ।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজ। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য! এখনও পুরঞ্জন ফিরে আসছে না। আজ যুদ্ধ-যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু সে অনুপস্থিত! মনে নানা আশঙ্কার উদয় হচ্ছে—তাকে একক যেতে দিয়ে ভাল করিনি। কি কর্‌বো, কিছুই যেন স্থির কত্তে পাচ্ছিনে।

(মুরলার প্রবেশ)

মুর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছো, বিজয় দাদা?—বেলা যে বেড়ে উঠ্‌লো। বাবা সৈন্যদের তাগিদ দিতে বেরো'য়ে পড়েছেন। আর, এই দ্যাখ, আমি কেমন 'সেজে গুজে' ঠিক হয়ে আছি। তুমি কচ্ছ কি?

বিজ। বাঃ, চমৎকার বেশ! পুরুষ কি নারী, চেনবার যো নেই।

মুর। এ বেশে ঘোড়ায় চড়ে লড়াই কত্তে পারা যাবেনা? আমি ত ঘোড়ায় চড়া শিখে ফেলেছি; নয়, বিজয় দাদা?

বিজ। হাঁ, শিখেছ, বই কি?

মুর। তবে চল, দেরী কেন?

বিজ। পুরঞ্জনের যে এখনও দেখা নেই, তাই ভাব্‌ছি।

মুর। সত্যি। পুরঞ্জন দাদা আমাদের ছেড়ে এতদিন কোথায় আছেন, বল দেখি? তাঁর মনটা বড় কঠিন।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। কি মুরলা দিদি, দুজনে নিরিবিলি আমার খুব নিন্দা কচ্ছ? বাঃ, একেবারে রণরঙ্গিনী!

বিজ। আমাদের সঙ্গিনী হবে।

পুর। আমাদের নয়, শুধু তোমার, বল। ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হয়, মুরলা শুধু দুদিনের জন্য নয়, তোমার চির জীবন-সঙ্গিনী হবে। যাক্, এখন কাশ্মীরের কথা।

বিজ। হাঁ, তোমার বিলম্ব দেখে, বড় চিন্তিত হচ্ছিলুম। এক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

পুর। বিলম্বের কারণ, পরে শুন্‌তে পাবে। এক্ষণে পূর্ব্ব-অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন কত্তে হবে। তারই উদ্যোগ কর। পশ্চিম দিক দিয়ে আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছি।

বিজ। কেন?

পুর। উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল বিশাল-জলধি-মধ্যে কর্ণধার-বিহীন ভগ্নতরীর যে অবস্থা, এ যুদ্ধে কাশ্মীর-বাহিনী সে অবস্থা প্রাপ্ত হবে। কাশ্মীরের ভিতরকার অবস্থা শোচনীয়। আজ যদি আমরা এ সীমান্তে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করি, কাশ্মীরে রণকুশল সেনাপতি একটীও নেই যে, যথারীতি সৈন্য চালনা করে। কাজেই এবারকার যুদ্ধে স্বয়ং সম্রাটকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তবে খণ্ড-যুদ্ধে পদে পদে আমরা তাদের পর্য্যুদস্ত কর্‌বো। অতর্কিত ভাবে কোনও যুদ্ধে, কোনও কৌশলে যদি, রাজাকে আমরা অবরুদ্ধ কত্তে পারি, সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তাই স্থির করেছি, মূল-দুর্গ হতে অধিক দূর অগ্রসর না হ'য়ে, কাশ্মীর-সেনাকে সীমান্তের অরণ্য মধ্যে টেনে আনাই সঙ্গত।

বিজ। সংকল্প মন্দ নয়। তবে এতে সব উল্‌টে গেল।

পুর। সর্দ্দারের সঙ্গে না হয়, আমি স্বয়ং সে সব ঠিক কচ্ছি! আপাততঃ তোমরা দুজনে বরং একটী পীড়িতারমণীর শুশ্রূষা-ভার গ্রহণ কর। কাশ্মীর-সেনাপতি রণজিৎ সিংহের পত্নী এ দুর্গে সমাগতা। সকল কথা পরে জান্‌বে। এক্ষণে বিশেষ যত্ন ও সম্ভ্রমের সঙ্গে, তাঁর সংবর্দ্ধনা কর্‌বে। মুরলে, তোমার উপর এ মুমূর্ষু রমণীর সকল ভার অর্পণ করে, আমি নিশ্চিন্ত হলুম। বিজয় দাদা, একটী সুপ্রশস্ত কক্ষ পদ্মাবতীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কর। উনি আমার মাতৃকল্পা অতিথি। আমি এখনই সর্দ্দারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। সময় সংকীর্ণ, অগৌণে যুদ্ধ ঘোষণা কত্তে হবে। (প্রস্থান)

মুর। এ পদ্মাবতী কে, বিজয় দাদা? ইনি পুরঞ্জন দাদার কে হন্?

বিজ। কেউ নন, অথচ সকলই। পুরঞ্জন চিরদিনই অসহায়, বিপন্ন, বা রুগ্নজনের পরম বন্ধু। চল, তাকে দেখিগে, চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—কাশ্মীর-রাজসভা।

(সভাসদ্গণ ও নর্ত্তকীবৃন্দ)

১ম স। ভাই, রেতের বেলা দরবার! কারণটা কিছু জান্‌তে পেরেছ?

২য় স। রাজ-রাজোড়ার কাণ্ড, ভাই, বুঝ্‌বার যো-টী নেই। বাতিক ঘাড়ে চাপ্‌লো,—বস্‌,— সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি!

১ম স। শীতে যে কেঁপে মরি গো! প্রাণটা যে জমাট বাঁধ্‌বার যোগাড় হলো!

৩য় স। ওগো, শুনেছ? দাদার রক্তটা একটু তাজা কর গা, তাজা কর। রাগিণী-ভাঁজার সঙ্গে সঙ্গে দু একটা বিদ্যুদ্বাণ—বর্ষণ, চলুক, দেখ্‌বে; অম্নি দাদা চেগে উঠ্‌বে।

১ন ন। এই ফাল্গুনের ফুর ফুরে হাওয়া, আর আপনারা শীতে জড় সড়?

২য় স। আসল কথা জান? দুটো গান, একটু নর্ত্তন, আর ঐ ভায়া যা বলেছে,—মধ্যে মধ্যে এক আধটা কটাক্ষ-হনন! বুঝ্‌লে? চলুক, শুভস্য শীঘ্রং।

গীত।

নর্ত্তকী। মধুর মৃদুল মলয় বায়, ধীরে ব'য়ে যায়।
আবেশ-মদিরা-মাখা, পরশনে শিহরে কায়।
কোকিল ডাকে বকুল ডালে,
ভ্রমর চুমে ফুল,—
নীলাকাশে চাঁদের হাসি,
প্রাণ করে আকুল!
এমন রেতে, মনের মানুষ বিনে একা থাকা দায়।

১ম স। বাহবা, কেয়া ফূর্ত্তি, চলুক, চলুক।

৩য় স। ছুঁড়ীগুলিত নয়, যেন ফুলের কলি, ফুটো ফুটো কচ্ছে।

গীত।

ফুটে কলি চুমে অলিকুল।
মুখে মুখে বুকে বুকে উভয়ে সুখে আকুল।

মৃদু-মলয়-তালে, খেলে ফুল দু'লে দু'লে—
প্রেমাবেশে হাসে গরবিনী,—
নীল-গগন-তলে, শশধর সুধা ঢালে,—
আমোদে ঢলি কুমুদে নাচে মরি কি অতুল!

গুণ্ গুণ্ গুণ্ স্বরে, মধুপ আদর-ভরে,
প্রেম-কথা কয় নিরিবিলি,—
কাটিলে রজনী, ফুরালে মধুখানি,
উড়ে যায় অলি, অমনি সরমেতে ঝরে ফুল!

(মন্ত্রী ও সার্ব্বভৌমের প্রবেশ)

চন্দ্র। ছেলেটার অসুখ, মন ভাল নেই। তিন সপ্তাহ জ্বর ছাড়্‌চেনা। সান্নিপাতিক লক্ষণ। রেতের বেলা প্রলাপ বাড়ে। শীঘ্র বাড়ী ফিরে যেতে পাল্লে বাঁচি।

সার্ব্ব। আর ভাই পিত্ত-শূলে প্রাণে মলুম। হরি হরি—কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। (জনান্তিকে) সেই—সেই—দুর্দ্দিন হতে রোগের সঞ্চার। ক্রমেই বাড়্‌চে। (প্রকাশ্যে) হরি হরি,—উহুঁহুঁ—ঐ যে গো, চিন্ চিন্ কচ্ছে।

চন্দ্র। আজ এ দরবারের উদ্দেশ্য কিছু জানেন?

সার্ব্ব। কিঞ্চিদপি নাস্তি। হরি হরি—ই হি হি—হি—বড্ড ব্যথা।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। রাজ-পুরোহিত মহাশয়, উপস্থিত সভাসদ্‌বর্গ, আজ বিশেষ প্রয়োজনে এ নৈশ-সভার আহ্বান করেছি। আমার বক্তব্য এই,—সেনাপতি রণজিৎসিংহের কারাবাস, আমার বিবেচনায়, বিচার-বিভ্রাটের চূড়ান্ত নিদর্শন! সমগ্র কাশ্মীরবাসী যাঁর বাহুবলের নিকট বহুবার ঋণগ্রস্ত, যাঁর রণ-চাতুর্য্যে, যাঁর সাহস বীর্য্যে, কাশ্মীর-রাজ্য বহুবার আততায়ীর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছে,—সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ, অকৃত্রিম দেশভক্ত রণজিৎ, গত যুদ্ধে যদিই

সরল-বিশ্বাসে, এমন কোনও কাজই ক'রে থাকে, যাতে রাজনীতির হিসাবে, তা অপরাধ মধ্যেই পরিগণিত হতে পারে, তথাপি আমার বিবেচনায়, রণজিতের সে দোষ দেশ-বাসীর নিকট সহস্রবার ক্ষমার যোগ্য। এ সামান্য কল্পিত অপরাধে তার কারাদণ্ড-বিধান, বর্ব্বরতার নামান্তর মাত্র।

সভাসদ্‌গণ। সাধু—সাধু, অতীব সত্য কথা।

রাজা। এ দীর্ঘ সময়, এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি, তারই ফলে আজ এ সভার আহ্বান। আমার মত আমি মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত কল্লুম, এক্ষণে উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে বিবেচনা করুন, এই আমার অভিপ্রেত।

রাজপু। রাজা দেবতা বিশেষ। রাজ-ধারণার উপর কার ধারণা সুসঙ্গত হবে?

চন্দ্র। (জনান্তিকে) অর্থ হজম হয়ে গিয়েছে, পুরোহিত মশায়? 'সব শেয়ালের এক ডাক' হলো?

রাজা। আরও কথা আছে। পূর্ব্বেই বলেছি, রণজিতের অপরাধ সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে। তর্কের অনুরোধে, ক্ষণেকের জন্য, স্বীকারও করা যায় যদি, রণজিৎ এ ক্ষেত্রে অপরাধী, তথাপি যে দণ্ড ভোগ করেছে, তাই কি তার পক্ষে অত্যধিক বলে মনে হয় না? এ অবস্থায় অগৌণে তার মুক্তি বিধান, আমার একান্ত অভিপ্রেত।

সভাসদ্‌গণ। সাধু, সাধু, উত্তম।

(মানসীর প্রবেশ)

মান। বাবা, বাবা, মা বড় কেমন কচ্ছেন। তাঁকে শয্যায় রাখা দায় হয়েছে। তিনি প্রলাপ বক্‌ছেন। দেখ' সে শীগ্‌গির।

রাজা। যে পাপানল এ রাজ্যে জলেছে, তাতে সব বিধ্বস্ত হবে। বিধির সূক্ষ্ম বিধান!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। হুজুর, উত্তর প্রান্তীয় কেল্লা হতে জনৈক দূত অচিরে রাজ-সাক্ষাৎকার প্রার্থনা কচ্ছেন। জরুরি সংবাদ, কি অনুমতি হয়?

রাজা। তাকে এখানে নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান)

রাজা। আবার উত্তর প্রান্তে কি কোনও গোলযোগের সূত্রপাত হলো? বিচিত্র কি? ছিদ্রেষ্বনর্থাঃ বহুলী ভবন্তি।

চন্দ্র। (স্বগতঃ) সব যে ফাঁসিয়ে যাবার যোগাড় হচ্ছে! মধ্য হতে প্রচুর অর্থহানি,—মনস্তাপ—সার হলো।

(দূতের প্রবেশ)

রাজা। বল দূত, কি সংবাদ নিয়ে এসেছ। কোনও গুরুতর বিভ্রাটের সংবাদ নয় তো?

দূত। মহারাজ, সংবাদ গুরুতরই বটে! উত্তর সীমান্তে আবার ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত! পুরঞ্জন নামক দুর্দ্দান্ত-দস্যু এবার প্রায় বিশ হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধে অগ্রসর। দিন দিন গ্রামের পর গ্রাম তার হস্তগত হচ্ছে।

রাজা। অনুমান বাস্তবে পরিণত হলো!

চন্দ্র। মহারাজ, সেনাপতির কার্য্য-ফলেই এ উৎপাত আবার উপস্থিত! সুতরাং তার আচরণ ভ্রম-সংকুল বা সরলতা-মূলক, যাই হোক,—রাজনীতির হিসাবে তা গুরুতর বটে।

রাজা। সে আলোচনা বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে রাজ্যের মঙ্গল-প্রয়োজনেই তার আশু মুক্তি-বিধান একান্ত আবশ্যক।

চন্দ্র। শুনেছি, সেনাপতি নাকি প্রকৃতিস্থ নেই। তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে,—

মান। কে বল্‌লে এ কথা?

চন্দ্র। আজ এইমাত্র দরবারে আসার পূর্ব্বক্ষণে কারাধ্যক্ষ স্বয়ং এ কথা জানিয়েছেন। সুতরাং তার নিকট হতে সাহায্যের আশা বিন্দুমাত্র নেই।

রাজা। রণজিৎ বিকৃত-মস্তিষ্ক? মন্ত্রি, এ কথা তুমি এতক্ষণ বলনি কেন? রণজিৎ আমার বিগতবুদ্ধি? কাশ্মীর রাজ্য-তরণীর একমাত্র কর্ণধার, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর রণজিৎ, আমারই নির্য্যাতনে এত প্রপীড়িত? ধিক্, ধিক্ আমাকে! উঃ, এ বিপদ হতে পরিত্রাণের পথ আমি স্বহস্তে রুদ্ধ করেছি? উত্তম! পাপের ভরা যতশীঘ্র ডুবে

বায়, ততই মঙ্গল। যাক্, সব ছারেখারে যাক্। যাও দূত, কেল্লাদারকে বলগে, কাশ্মীর-রাজ শত্রু-দমনে অসমর্থ।

মান। বাবা, ক্রোধ সংবরণ কর। কার উপর বিরক্তি-প্রদর্শন কচ্ছ? আমাদের নিজেদের মধ্যে যতই ভুল-ভ্রান্তি, যতই দোষ-ত্রুটী ঘটে থাকুক, সে জন্য দেশ-মাতৃকার অপরাধ কি? জন্মভূমির আসন্ন বিপদে কোন্ সুসন্তান উপেক্ষা প্রদর্শন করে থাকে? দেশের শত্রু অবশ্যই বিতাড়িত—বিদলিত হবে; পরে অন্য কথা।

রাজা। মা, কে আছে তোর জন্মভূমির? কে আছে তোর দেশের সুসন্তান, যার দ্বারা মায়ের বিপদ দূর হবে? এ রাজ্যের রাজা পাগল, রাণী পাগল, সেনাপতি পাগল,—পাগলের রাজ্য উৎসন্ন যাবে না, মা?

মান। বাবা, রাণী মা উদ্ভ্রান্ত সত্য, কিন্তু এখনও তো ধীর, স্থির, গম্ভীর, চির-প্রশান্ত-হৃদয় রাজা শত্রুজিৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট। সেনাপতি-শ্রেষ্ঠ রণজিৎসিংহ না হয়, বিকৃত-বুদ্ধি, কিন্তু এখনও তো, তারই প্রিয়-শিষ্যা মানসী অসি-ধারণে সমর্থা। আমার অস্ত্রশিক্ষা কি বাবা, শুধু ছেলে খেলার জন্য? এ বিপদের বেলা, তুমি স্বয়ং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, মানসী তোমার সহায়তা কর্‌বে। যার যতটুকু শক্তি, দশের জন্য,—দেশের কাজে ব্যয়িত হবে, এ অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে? জয়-পরাজয়? সেজন্য চিন্তা কেন? কাজ করে যাব, ফলাফলের কর্ত্তা বিশ্বেশ্বর। আর বাবা, নিরাশারই বা এমন কারণ কি আছে? এখনও তো কাশ্মীরের ষষ্ঠি সহস্র সৈন্য দ্বিষষ্ঠি-সহস্র-হস্তে অসি-বর্শা ধারণে সমর্থ! বিংশতি সহস্র শত্রুর ভয়ে আজ যদি কাশ্মীর রণ-বিমুখ হয়, এ কলঙ্ক যে রাখ্‌বার স্থান হবে না। না, বাবা, তা হবে না, তা হতে দেবোনা। প্রাণ থাকৃতে, তোমার চির শুভ্রোজ্জ্বল যশশ্চন্দ্রমায় বিন্দুমাত্র কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হতে দেবোনা। আজই বাবা, আজই—এ দণ্ডেই অনুমতি কর, কাশ্মীরে রণ-ডঙ্কা বেজে উঠুক, আকাশ-পথে দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হোক্—শত্রুগণ সে গগন-ভেদী রবে কম্পিত, স্তম্ভিত—সন্ত্রস্ত হয়ে সীমান্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করুক।

রাজা। মা, মূর্ত্তিমতী রাজলক্ষ্মি, তুই এ ব্যথিত, মথিত, জড়হৃদয়ে আজ বিদ্যুদগ্নি জেলে দিলি মা। তাই হবে। কাশ্মীর রাজ্যের পঞ্চাশ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ-সেনা শত্রু-পীড়নে অগ্রসর হবে। অবশিষ্ট দশ সহস্র, সহকারী সেনাপতি কীর্ত্তিধ্বজের অধীনতায় রাজধানী রক্ষা করুক। আমি স্বয়ং এ রণে অবতীর্ণ হব, আর তুই মা, রণ-রঙ্গিনী-বেশে আমার সঙ্গিনী হবি। হয় রণে জয়, নয় কাশ্মীর রাজ-বংশের মূল ক্ষয় হবে। মন্ত্রি, আমার এ আদেশ এ দণ্ডেই রাজ্যময় ঘোষিত হোক্। বিলম্ব না হয়। যাও দূত, তুমি ত্বরায় কেল্লাদারকে গিয়ে আশ্বস্ত কর। মন্ত্রি, রণজিৎ আমার কোথায় আছে, সে কি এখনও কারাগারে অবস্থান কচ্ছে?

চন্দ্র। অন্য আদেশ পাইনি। কাজেই—

রাজা। এ দণ্ডে, এ মুহূর্ত্তে, আমি স্বহস্তে তাকে মুক্ত ক'রে দিচ্ছি। রাণী আর সেনাপতির চিকিৎসা-শুশ্রূষার ভার তোমাদের সকলের উপর রইলো। কালই আমরা সীমান্ত-প্রদেশে যাত্রা করবো। আয় মা। সভা ভঙ্গ হলো। (পট-ক্ষেপণ)



চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—শ্মশান।

(দ্রুত চামেলীর প্রবেশ)

চামে। (চীৎকার পূর্ব্বক উদ্ভ্রান্ত ভাবে) আমার হার?—জোর করে ছিনে নিয়ে দস্যু আঁধারে মিশিয়ে গেছে গো!—আমার মুক্তা হার?

(দ্রুত প্রস্থান)

(বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। এই ত শ্মশান। আঁধার, ঘোর আঁধার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কি করে তাঁর সন্ধান করি? শুনলুম, তিনি কারামুক্ত, কিন্তু বিকারগ্রস্ত—হয়েছেন। ঘরে গিয়ে দেখ্‌লুম, যেখানে যে জিনিষটী রেখেছিলুম, ঠিক সেখানে সেটী তেম্নি ভাবে আছে, কেউ স্পর্শও করেনি। জান্‌লুম,—শ্মশানই তাঁর আরাম স্থান। কিন্তু কই? এখানে ত কারও সাড়াশব্দ নেই, উপায়?

(চামেলীর পুনঃ প্রবেশ)

চামে। পেয়েছি, পেয়েছি,—চোর—দস্যু, আমার হার? হকের ধন ছিনে নিবি? প্রাণ থাক্‌তে নয়।—রাণীর দেওয়া হার গো,—তা ও কি সাধে সাধে দিয়েছিল? উঃ মানুষ খুন! দে, দে, আমার হার দে, বল্‌ছি।

বাঞ্ছা। মর্, এ আবার কোথাকার পেত্নী?

চামে। হুঁ, আমায় চিন্‌বি কেন? শীগ্‌গির হার দে, বল্‌ছি। রাণীর দেওয়া—হকের ধন আমার! দিবিনে, দিবিনে? খুন কর্‌বো। এই হাতে একটা খুন করেছি, আর একটা কর্‌বো, বল্‌ছি। হকের ধন, সহজে ছাড়্‌বো?

বাঞ্ছা। কে এ মাগীরে? চামেলী নয়?

চামে। চিনে ফেলেছে গো,—চিনে ফেলেছে। শূলে দেবে। মানুষ খুন—শূলে দেবে। (দ্রুত প্রস্থান)

শাল্পা। আশ্চর্য্য! 'পুরঞ্জনের অনুমান তবে যথার্থ!—পিশাচ কি স্বতন্ত্র জীব? মানুষই পিশাচ! দূর ছাই, মনটা দমিয়ে দিলে! যাই দেখি, —অই নদী তীরে সেনাপতির সাক্ষাৎ পাই কিনা। কয়দিনে, পাঁজার পুঁজি ও খালি হতে বসেছে। (প্রস্থান)

(উদ্ভ্রান্ত রণজিতের প্রবেশ)

রণ। হা—হা—হা, মিছে কথা। কে বলে শ্মশান শান্তির আবাস, আরাম নিকেতন?—মিছে কথা! আগুন, আগুন, শ্মশানের বিকট আগুনের লক্ লক্ শিখা যে গো, আমার সকল সুখ, সকল শান্তি,—সকল বল, সকল বুদ্ধি, চির দিনের মত ভস্ম-রাশিতে পরিণত করেছে! ওগো, আমার সৌভাগ্যাকাশের জ্যোৎস্নামণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র যে এ বীভৎস শ্মশানের উৎকট অন্ধকারে চির অস্তমিত!—অ্যাঁ—সত্যি কি তাই? সত্যি পদ্মা আমার নেই? আমার নয়নের মণি, তৃষ্ণার জল,—আমার চিত্তের শুদ্ধি,—অভাবের সম্বল, আমার পদ্মা আমায় ছেড়ে গেছে? পদ্মা, পদ্মা, যে রণজিতের ক্ষণকালের অদর্শনে, ব্যাকুলা হয়ে তুমি, কাতর-নয়নে তার আশা-পথ পানে চেয়ে রইতে,—যে রণজিতের একটী মাত্র সোহাগ আহ্বান তোমার কর্ণে প্রবেশ মাত্র, তুমি এসে আদরে তার গলা জড়িয়ে ধরতে,—সে রণজিতের শত চীৎকারেও আজ তোমার প্রাণে কি এতটুকু দয়ার সঞ্চার হয় না? এস, এস প্রাণেশ্বরি, তোমার তুষ্টির জন্য,—তোমার পরিতৃপ্তির জন্য, রণজিৎ আজ অম্লান-বদনে আপন হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত ক'রে দিতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অই অই, কে ওদিকে খিল্ খিল্ করে হাস্‌ছে? কি পৈশাচিক অট্টহাসি! কে, কে তুমি? ওহো, কি লোম-হর্ষণ দৃশ্য!—ভীষণ-বদনা, বিকট দশনা অর্দ্ধ-বিবসনা উন্মাদিনী,—মানব-কঙ্কালে গড়া পান-পাত্র করে! অই, অই কে আবার তারই পার্শ্বে পতিত হয়ে, কাতর-নয়নে, অই পাত্র পানে চেয়ে আছে? অ্যাঁ, চিনেছি, চিনেছি, এ যে আমার পদ্মা! আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব পদ্মা যে গো, তৃষ্ণায় ছট্ ফট্ কচ্ছে! একি, একি, হলাহল,—তীব্র হলাহল-ধারা তার মুখে ঢাল্‌লি? কে তুই প্রেতিনী? কে তুই রাক্ষসী? নারী হত্যা—নারী হত্যা,—ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ। হলিনে? হলিনে? আবার

আবার?--তবে পাপিয়সি, এই খরধার অসি, সবলে তোর পাপ বক্ষো-মধ্যে আমুল বিদ্ধ ক'রে,—তোরই হৃদয়-নির্গত উত্তপ্ত শোণিত-ধারে এ প্রেতযজ্ঞ সমাপ্ত কর্‌বো? পিশাচি, পদ্মাবতী মর্‌লে, সংসারে নারী বল্‌তে, কেউ থাক্‌বেনা।—নেই, পদ্মাবতী নেই আমার? তবে চল্লুম— বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আজ নারী শূন্য হবে। (দ্রুত প্রস্থান)

[নেপথ্যে—আছে, আছে, আছে।]

(রণজিতের পুনঃ প্রবেশ)

রণ। আছে—আছে—আছে? পদ্মাবতী বেঁচে আছে? কে বল্লে এ কথা? —একি দৈববাণী?

(বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। দৈববাণী নয়, তবু সত্য কথা।

রণ। কে তুমি উন্মাদ? রণজিতের প্রচণ্ড ক্রোধ-বহ্নির আহুতি সেজে এসেছ?—জান? এ পরিহাসের প্রায়শ্চিত্ত,—তপ্ত বক্ষরক্ত দান!

বাঞ্ছা। পরিহাস নয়, সেনাপতি, সত্য কথা। আমি বাঞ্ছারাম।

রণ। বাঞ্ছারাম, বাঞ্ছারাম, সত্যি বল্‌লি, পদ্মা আমার বেঁচে আছে? আমি যে রে সমগ্র কাশ্মীরের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করেও তার তত্ত্ব পেতে পারিনি!

বাঞ্ছা। তিনি আপাততঃ কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তস্থ ভৈরব দুর্গে আছেন।

রণ। ভৈরব দুর্গে? পদ্মাবতী আমার ভৈরব দুর্গে কেন, বাঞ্ছা?

বাঞ্ছা। সে অনেক কথা, পরে শুন্‌তে পাবেন। চলুন, তিনি আপনার জন্য বড় ব্যাকুলা হয়েছেন।

রণ। প্রহেলিকা, বিষম প্রহেলিকা,—ইন্দ্রজাল! পদ্মাবতী ভৈরব দুর্গে-পরাশ্রিতা? পদ্মাবতী কি এখনও আমারই আছে?

বাঞ্ছা। সতীর চরিত্রে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করোনা, সেনাপতি, মায়ের অপমানকারী,—বাঞ্ছারামের বক্ষ-শত্রু।

রণ। না, না, বাঞ্ছা, ভ্রম, বিষম ভ্রম আমার! সতী-লক্ষ্মী পদ্মা আমার দেবী প্রতিমা! আমি পিশাচ, তাই নিমেষের জন্যও বিচলিত হয়েছিলুম! চল, বাঞ্ছা, এখনই ভৈরব দুর্গে চল। (দ্রুত প্রস্থান)

বাঞ্ছা। আমাকে আবার কোথায় ধা ক'রে মিশিয়ে গেলেন? কি মুস্কিল!

(প্রস্থান)

২য়—দৃশ্য শিবির সম্মুখস্থ পথ।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। আশ্চর্য্য রমণী, কাশ্মীর-রাজ-দুহিতা সেই মানসী! গত যুদ্ধে সম্রাট্-পক্ষের পরাজয়ের যখন বিলম্ব ছিলনা, তখন সহসা রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়ে, কি অপূর্ব্ব কৌশলে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দিলে! রমণী এমন রণকুশলা হতে পারে, আমার ধারণা ছিলনা। কি অনন্য-সুলভ দক্ষতা, কেমন প্রশংসনীয় ক্ষিপ্র-কারিতা! কি দুর্দ্দমনীয় তেজ, আবার কেমন মনোমোহিনী কমনীয়া মূর্ত্তি! নারী একদিকে কুসুম-কোমলা, অন্যদিকে বজ্রাদপি কঠিন! কমনীয়তা এবং শক্তিমত্তার এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ, ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়! কিন্তু উপায়? যতদিন এ রণলক্ষ্মী, আমাদের করায়ত্ত না হন, ততদিন জয়ের আশা বোধ হয় বিড়ম্বনা!

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। পুরঞ্জন, তোমার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হয়েছে। রাজ-সৈন্য পর্ব্বত-প্রান্তে উপস্থিত।

পুর। সত্য, কিন্তু আমাদের বিজয়-লাভ পক্ষে এক অভাবনীয় অন্তরায় বর্ত্তমান। রাজকন্যা মানসী সৈন্য-চালনায় এমন পরিপক্ক, তা জান্‌তুম না। গত দুই দিবসের যুদ্ধে, তাঁর বীরত্বে আমি বিস্মিত হয়েছি। এ অবস্থায়, আপাততঃ, সম্মুখ-সমরে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হব, বল্‌তে পারি না: শত্রুর অসতর্কতা,—ত্রুটী-বিচ্যুতি ই এখন আমাদের প্রধান ভরসা। ভাল, সর্দ্দার, আমাদের গুপ্তচর, না, ছদ্মবেশে কাশ্মীর-শিবিরে প্রবেশ লাভ করেছিল? তার সংবাদ কি?

রঘু। ফুল-ওয়ালা, ফুলওয়ালী-সে'জে দুটী গুপ্তচর, নিত্যই প্রায় রাজ-শিবিরে যাতায়াত কচ্ছে। ফুলওয়ালী একটী পাহাড়ী মেয়ে। সে স্বয়ং রাজকন্যা মানসীর সঙ্গে অবধি আলাপ করেছে।

পুর। উত্তম। তাকে বল্‌বে, কাশ্মীর-রাজ কিংবা তাঁর দুহিতার গতিবিধির উপর যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। আকস্মিক আক্রমণে ফল

হবে, এটুকু বুঝ্‌তে পাল্লেই, অগোণে সে সংবাদ যেন আমাদের গোচর করে। উপযুক্ত সংবাদ-সংগ্রহের জন্য প্রচুর পুরস্কার প্রদত্ত হবে।

রঘু। আমি তাদের বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছি। তাদের চেষ্টার ক্রটী নেই। তবে শত্রু পক্ষকে বিশেষ সাবধান বলেই মনে হয়।

পুর। তাদের অসতর্ক কত্তে হবে। এক্ষণে কিছুদিন আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতার ভাণ কর্‌বো। শত্রুদলকে বুঝ্‌তে দেবো, আমরা ভয়ে যুদ্ধাভিলাষ—পরিত্যাগ করেছি। সেনাদল মধ্যে আজই ঘোষণা কর সর্দ্দার, অতঃপর একটী পার্ব্বত্য-সেনাও, ভ্রমেও, যেন শত্রু-পক্ষের দৃষ্টি গোচর না হয়!

রঘু। অবিলম্বে এ আদেশ পালিত হবে।

পুর। ভাল, রণজিৎসিংহের তত্ত্ব কিছু পাওয়া গেছে?

রঘু। না। বাঙ্গারাম, সেই যে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি। এ দিকে বোধ হয়, রণজিতের চিন্তাই পদ্মাবতীর পূর্ণ স্বাস্থ্য-লাভের এক মাত্র অন্তরায়।

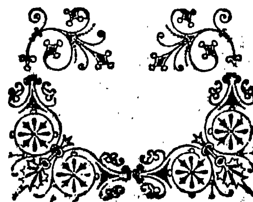
পুর। পতির জন্য সতীর চিন্তা স্বাভাবিক। তা'হলে একজন গুপ্ত-দূত রণজিতের উদ্দেশে কাশ্মীরে গেলে ভাল হয় না?

রঘু। দেখা যাক্‌—কিছু সময় অপেক্ষা করে।

পুর। আমি একবার পদ্মাবতীকে দেখে আসি। তুমি এখনি সেনা-নিবাসে গমন ক'রে, আমার আদেশ ঘোষণা কর। বিজয় কোথায়?

রঘু। তিনি ভৈরব দুর্গেই গিয়েছেন।

পুর। উত্তম। (উভয়ের প্রস্থান)



৩য়—দৃশ্য কক্ষ-বারান্দা।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। (উদ্ভ্রান্ত ভাবে) আগুন, আগুন, নরকের আগুন চারিদিকে জ্বলে উঠেছে! জ্ব'লে মলুম, জ্ব'লে মলুম,—রক্ষাকর! ঐ ঐ ওদিকে—আবার, শত শত কালান্তক-বিষধর বিকট-ফণা-বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস কত্তে আস্‌ছে,—কোন্ দিকে যাই? ঐ ঐ ওদিকে আবার—ওহো কি ভীষণ দৃশ্য! করাল-বদন, বিকট-দশন, বিভীষণ কৃতান্ত-কিঙ্কর সকল, জ্বলন্ত লৌহদণ্ড-করে উদ্দাম কুর্দ্দনে আমারইদিকে অগ্রসর হচ্ছে! রক্ষা কর, রক্ষা কর,—একি, একি, ডুবে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি,—কোটি-কোটি কৃমিকীট-পূর্ণ উৎকট দুর্গন্ধ-ময় পুরীষকুণ্ডের অতল গহ্বরে আকণ্ঠ ডুবে যাচ্ছি! যাই—যাই—কে আছ কোথায়, রক্ষাকর—

(পতন)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। রাণি মা, তুমি এখানে ভূমে শুয়ে? আমি যে তোমাকে খুঁজে মরলুম! এস মা, শয্যায় এস। মন্ত্রী-মশায় এসে তোমাকে এ অবস্থায় দেখ্‌তে পেলে, আমাদের কত মন্দ বল্‌বেন,—কত বক্‌বেন।

রাণী। অ্যাঁ—কে, কে তুমি? অ্যাঁ?—

দাসী। একি মা, তুমি অমন কচ্ছ যে?

রাণী। উঃ কি ভীষণ স্বপ্ন! জাগ্রৎ স্বপ্ন!

দাসী। (স্বগতঃ) একি ভাব! (প্রকাশ্যে) মা, শয্যায় এস মা।

রাণী। বিরক্ত করিস্ নে, তুই। এই-ই আমার বেশ শয্যা! সতীর দেহ শ্মশানের চিতা-শয্যায় তুলে দিয়েছি আমি,—সে তুলনায়, এই আমার বেশ শয্যা! বুঝ্‌বিনে, তুই বুঝ্‌বিনে,—সতী-সাধ্বীর মরণাভিশাপ সহস্র বৃশ্চিকরূপে এ হৃদয়ের পরতে পরতে কেমন অহরহঃ দংশন কচ্ছে! সহ্য হয় না, মৃত্যুর শীতল-কোলে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন, অভাগিনীর আর নিষ্কৃতি নেই। কে বলে পাপের ভোগ, ইহকালে হয় না? কি ছার নরকের আগুন? আমার হৃদয়ের তীব্র-হলাহল-মাখা জ্বলন্ত আগুন যে, তার অপেক্ষা সহস্রগুণ জ্বালাময়।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

চন্দ্র। পুরদাসি, রাজমহিষী এ ভাবে ভূমে পড়ে কেন?

রাণী। আপন ইচ্ছায় মন্ত্রিবর, বিষের জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ জর-জর, কোথাও স্বস্তি পাইনে। তাই একটু বাইরে এসেছি।

চন্দ্র। (নেপথ্যে চাহিয়া) আসুন, কবিরাজ মশায়, এ দিকে আসুন, আপনার আজ আস্‌তে দেরী হয়ে গিয়েছে, নয়?

(রাজ বৈদ্যের প্রবেশ)

রাজ বৈ। আরে মশাই, তিলার্দ্ধ অবসর নাই। এই, শয্যা পরিত্যাগ কইর‍্যা গাড়ুটা হস্তে লইবা মাত্র সার্ব্বভৌম গো বাড়ী হৈতি ডাক পড়্‌লো! গিয়া না দেহি, বেটা প্রচণ্ড ষণ্ডের মত কেবলই চীকাইর পার্‌ছে! দুরন্ত পিত্তিশূল, চীকাইর পার্‌বারই কথা।

চন্দ্র। সেখানে প্রাপ্তিটা কেমন হচ্ছে, কবিরাজ মশায়? শুনেছি, হাত চিৎ ছাড়া, উপুড় কথাটা তার কোষ্টীতে লেখা নেই।

রাজবৈ। হেই কথা কইবেন না। বেটা আসল অর্থ পিশাচ! রোজ সার্দ্ধ দুইসের দুগ্দের ব্যবস্থা দিছি। বেটা পোয়াটেক দুগ্দের সহিত সের-দুই বাসি জল মিশ্রিৎ কইর‍্যা পথ্য চালায়! তার অনে অর্থ বাইর করা আমাগো কর্ম্ম নয়। সময় যায়, আহেন দেহি, রাণীমার নাড়ীডা পর্য্যবেক্ষণ করি।

চন্দ্র। এই যে রাণী মা এখানে।

রাজবৈ। এ, হা—হা—হা, বড়ই ব্যাকুবি ত! এই শীতল ভূমি শয্যায়, দারুণ অনিষ্ট অইবারই সম্ভাবনা! সাবধানে রাখ্‌বেন, সাবধানে রাখ্‌বেন। দেহি এহন নাড়ীডা—(নাড়ী পরীক্ষা) বড়ই চঞ্চল, চিত্ত চাঞ্চল্যটা বৃদ্ধি অইছে! যাউক, এই বটিকা দুইটা রাহেন দেহি। নিশিন্দার পাতা খলে পিষ্ট কইর‍্যা, এহনহি অর্দ্ধেকখানা বটিকার সঙ্গে, উহার রস মিশ্রিত কইর‍্যা খাওয়াইবার চাই। (বটিকা প্রদান)

চন্দ্র। পুরদাসি, তুমি সত্বর অনুপান সংগ্রহ কর। (দাসীর প্রস্থান)

রাজবৈ। গায়ে অল্প অল্প ক্ষত দৃষ্ট অইছে,—হেইত আশঙ্কার কথা! উষ্ণজলে শরীর ধৌত—

(দ্রুত চামেলীর প্রবেশ)

চামে। আমার হার?—হার ছিনে নিছে গো! হকের ধন, রাণীর দেওয়া মুক্তা হার! মানুষ খুন করে তবে হার পেয়েছি! খুন কর্‌বো,—হার দে বল্‌ছি, নইলে খুন কর্‌বো!

চন্দ্র। এ আবার কোথাকার আপদ ? বদ্ধ-পাগল !

রাজবৈ। কামড়াইব না হি ?

চামে। রাণী মা, বিচার কত্তে হবে, সহজে ছাড়্‌বো না। আমার হার ? এই দ্যাখ, গলা শূন্য করে আমার হার ছিনে নিছে ! দ্যাখ না গা,—
(রাণীর দিকে অগ্রসর হওন)

চন্দ্র। দুর হ, পাগ্‌লী, সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া,—কে আছিস্ এখানে ?—

চামে। কে রে মিন্সে, কটমটে চাউনি ! মার্‌বি নাকি ? খুন কর্‌বো। হার ছিনে নিছে,—আবার চোখ্ রাঙ্গায় ! দে হার—দে হার, বল্‌ছি— নৈলে এই দ্যাখ্ মজা— (সহসা মন্ত্রীর বক্ষে ছুরিকাঘাত)

চন্দ্র। উঃ—উঃ—মেরে ফেলেছে,—ডাইনী, রাক্ষুসী—খুন করেছে—
(পতন)

চামে। হা, হা,—হা,—খুন, খুন, একটা,—দুটা-- (পলায়ন)

চন্দ্র। (ছুরি উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ) উঃ,—পাপের--ফল--ভীষণ —প্রায়—শ্চি—ত্ত—যাই—জ—ল— (মৃত্যু)

রাজ-বৈ। রাম রাম, শিব--শিব—সাক্ষাৎ ডাইনি। কেম্বায় যাই, শিব, শিব—রাম, রাম। (প্রস্থান)

রাণী। ক্ষণেকে কি হতে কি হয়ে গেল! পাপের কি—ভীষণ পরিণাম, ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম বিচার ! চামেলী পাগল হয়ে কিন্তু সকল জ্বালার হাত এড়িয়েছে !—আমার যন্ত্রণার শেষ নেই ! শেষ কর্‌বো,—এ দারুণ জ্বালা আর সহ্য হয় না,—জীবন্ত নরক-ভোগ, আর সহ্য হয় না !— জগদীশ্বর, তোমার নাম গ্রহণে ও পাপিনীর অধিকার নেই। তথাপি তোমারই নাম স্মরণ ক'রে, এ তাপ-দগ্ধ পাপ-জীবনের অবসান কর্‌বো। (ভূমি হইতে ছুরিকা গ্রহণ) আত্মহত্যা মহাপাপ—জানি। কিন্তু সাগরে আমার শয্যা, শিশির-কণায় ভয় কি ? --না, আর পারিনে, অহর্নিশ এ বিষ-জ্বালার বিদ্যুদ্দহন সহ্য কত্তে পারিনে। (বক্ষে আঘাত) চন্দ্রম,—উঃ--রক্ষা ক—র— (গো-গো শব্দ) (মৃত্যু)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। এ-কি !—একি-সর্ব্বনাশ ! মূহূর্ত্তে একি সর্ব্বনাশের কাণ্ড ! কে— কে কর্‌লে ? কে কোথায় আছ গো, দৌড়ে এস—দৌড়ে এস। সর্ব্বনাশ—খুন—খুন— (দ্রুত প্রস্থান)

৪র্থ — দৃশ্য পথ।

(ফুলওয়ালা ও ফুলওয়ালীর প্রবেশ)

গীত।

ফুলওয়ালা। চাই—বেল ফুল ?

ফুলওয়ালী। মালতী মল্লিকা যুথী, শেফালী বকুল ?

ফুলওয়ালা। ভরে এনেছি ডালা—

পর্‌বি কে চিকণ মালা ?

ফুলওয়ালী। বিনা সূতে গাঁথা এযে—

প্রাণ করে আকুল !

—ফুলের মালা, ফুলের বালা,

ফুলের কাণের দুল ?

উভয়ে। চাই—বেল ফুল ?

(প্রস্থান উদ্যোগ)

(জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। ওগো, ফুলওয়ালী, যাচ্ছ যে ? এদিকে এস, দিদি ঠাক্‌রুণ, তোমায় ডাক্‌ছেন, ফুল দেবে।

ফুল-লা। তুই তবে ভেতরে যা,—আমি ঐ গাছ তলায় তোর অপেক্ষা কচ্ছি — দেখিস্ বেশীক্ষণ ভু'লে থাকিস্‌নে !

ফুল-লী। ঈস্ ! (কটাক্ষ)

(বিভিন্ন দিকে সকলের প্রস্থান)

৫ম—দৃশ্য শিবির-কক্ষ।

(রাজা শায়িত ও মানসীর প্রবেশ)

মান। বাবা এখনও নিদ্রিত। কাল ফুলওয়ালীর কাছে শুনেছি, নিকটেই মহাকাল-মন্দির। আজ সে মহাকাল দর্শনে যাব, বাবার কাছে অনুমতি নিতে হবে। বেলা হয়েছে, বাবা এখনও জাগেননি কেন? —বাবা,—বাবা—

রাজা। (নিদ্রাভঙ্গে) অঁ্যা—কে,—কে? মানসী? মা, বড় একটা সুখের স্বপ্ন দেখ্‌তে ছিলুম মা, তুই অসময়ে ঘুম ভাঙ্গালি—

মান। বেলা যে অনেক খানি হলো বাবা। তোমার ইষ্টদেব বিশ্বেশ্বর পূজার সময় যে ব'য়ে যায়। পূজায় বিলম্ব হলে, তিনি যে রাগ কর্ব্বেন।

রাজা। একান্ত রাগ করেন, তোকে তাঁরই পায়ে বিকিয়ে দেবো। এমন রণরঙ্গিণী দাসী পেয়ে, আশুতোষ তুষ্ট হবেন না?

মান। কি স্বপ্ন দেখেছ, বাবা, শুন্‌তে পাই?

রাজা। সে চমৎকার, মা। তোর বিয়ের যেন বর এসেছে! সে আবার যে সে বর নয়,—সাক্ষাৎ আশুতোষ-তুল্য নধর-কলেবর!

মান। ও কথা, থাক্ বাবা। আমার একটা কথা শুন্‌বে, এখন?

রাজা। কি কথা, মা?

মান। শুন্‌লুম্, নিকটেই মহাকাল নামক এক বিগ্রহের এক মনোহর মন্দির আছে। মনে করেছি দেব-দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শন কর্‌বো। গভীর অরণ্যে মনোহর মন্দির, দর্শন যোগ্য নয়, বাবা?

রাজা। দেব-দর্শনে কি আপত্তি হতে পারে মা? তবে স্থান শত্রু-সমাকুল, —সঙ্গে উপযুক্ত শরীর-রক্ষক থাকা চাই।

মান। স্থান শত্রু-সমাকুল সত্য, কিন্তু অস্ত্র পরীক্ষায় মানসী এখনও কি উত্তীর্ণা হয় নি, বাবা? মানসীর শক্তি কি এখনও আত্মরক্ষার পক্ষে প্রচুর বিবেচিত হলো না? দেব-পীঠে সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কি উচিৎ?

রাজা। তোমার যা ভাল মনে হয়, তাই কর্‌বে। তবে নিতান্ত একেলা যেয়োনা।

মান। অমলাকে সঙ্গে নেবো। আর না হয়, দুজন অনুচর ও সঙ্গে যাবে।

রাজা। এক কথা,—সন্ধ্যার আগেই যেন শিবিরে ফি'রে এ'স॥ রাত্রি যেন না হয়।

মান। রাত্রি হবেনা। আচ্ছা বাবা, এ কয়দিন যেন শত্রুদের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা পালিয়েছে?

রাজা। পালিয়েছে বলেইত আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু তথাপি কিছুদিন আমাদের এখানে থাকৃতে হবে, কি জানি বলবৃদ্ধি ক'রে আবার যদি তারা উৎপাত আরম্ভ করে!

মান। শত্রুদলের মূলোচ্ছেদ কত্তে পাল্লেই ভাল হতো। সেদিন তারা বড় বেঁচে গেল। আর একটু হলেই, পালাবার পথ বন্ধ করেছিলুম।

রাজা। হাঁ মা, তোর সৈন্য-চালনার প্রশংসা, শত্রুরা ও কর্‌তে বাধ্য হবে। এখন উঠ্‌তে হয়।

মান। হাঁ ওঠ বাবা,—বেলা বেড়ে উঠেছে।

রাজা। এই উঠ্‌ছি। (উত্থান)



ষষ্ঠ দৃশ্য—বন-পথ।

(কাঠুরিয়া ও তৎপত্নী।)

(কাঠুরিয়ার হস্তে দুই খানি কুড়ুল, তাহার স্ত্রীর মাথায় কাঠের বোঝা।)

গীত।

কাঠু। চল্, ঘর-মুখো হই রওয়ানা।

কা-প। (কাঠের বোঝা ভূমে নিক্ষেপ করিয়া)

কাঠের বোঝা পিঠে নে'চল—
আমি নিতে পার্‌বোনা।
মিন্সে, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বোঝা—
হন্ হনিয়ে যাস্?

কাঠু। চল্, খানিক খানি, লক্ষ্মী-মণি,—
আমার মাথা খাস্।

কা-প। ঈস্—আমার কিনা লোহার শরীর,
তোর গতর মাখন-ছানা!

কাঠু। আমার হাতে কুড়ুল দুখানা,—

কা-প। কুড়ুল বোঝা–দুই–ই–নিবি,—
(আমি) কিছুই ছোঁবনা।
এই যাচ্ছি ঘরে, থাক্ না পড়ে—

(প্রস্থান)

কাঠু।——————————ছুঁড়ী ভারি সেয়ানা!

(কুড়ুল ও বোঝা সহ প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য—মহাকাল মন্দির।

(অঙ্গনে জনৈক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট)

(মানসী ও অমলার প্রবেশ)

মান। সখি, দেখ দেখ, মন্দির-প্রাঙ্গণে কেমন অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট! চল, ওঁর পদ-প্রান্তে প্রণাম ক'রে, মন্দিরে প্রবেশ করি।

অম। রাজকুমারি, দেখ্‌ছো ওঁর চাউনী?—আমার ত কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।

মান। চুপ্‌—তোর কেবলই সন্দেহ! দেখ্‌ছিস্ নে, কি কমল-নিন্দিত নয়ন-যুগল, কেমন আজানুলম্বিত সুগঠিত বাহু! সন্ন্যাসীর গঠন, বর্ণ, সকলই অনিন্দ্য, সকলই চমৎকার! এঁকে দেখে, স্বতই আমার ভক্তি কত্তে ইচ্ছে হচ্ছে!

অম। যে ভাব দেখ্‌ছি, তাতে ইনি সন্ন্যেসী না হয়ে, রাজপুত্র হ'লে, হয়ত বা রাজকুমারী এখনি 'মালা-বদল' করে বস্‌তেন!

মান। পরিহাসের আর সময় নেই, অমলে? চল্‌, ওঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে, মন্দিরে প্রবেশ করি।

(উভয়ের প্রণাম ও মন্দিরে প্রবেশ)

সন্ন্যা। (স্বগতঃ) অনিন্দ্য রূপ, অপূর্ব্ব চলন-ভঙ্গী! কোন্ অঙ্গ রেখে, এঁর কোন্ অঙ্গের প্রশংসা করবো? মানব-দেহে এত রূপের সমাবেশ হতে পারে, আমার তা ধারণা ছিল না! বিধাতা যেন অতি সন্তর্পণে তুলি দিয়ে এক খানি অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত করেছেন! অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ—তিনি, এ রমণী যাঁর অঙ্ক-শায়িনী হবেন। পুরঞ্জন, তুমি অতি দুর্ভাগ্য, প্রথম-সম্ভাষণেই এঁর বিরক্তি-ভাজন হবে! যাক্, এক্ষণে দ্বার রোধ করি।

(মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মান হওন)

অম। কে, প্রভো? দ্বার পরিত্যাগ করুন, রাজকুমারী বাইরে যাবেন।

সন্ন্যা। রাজকুমারী এ মন্দিরে বন্দিনী,—বহিরাগমনের আশা অল্প।

মান। কি বল্‌ছেন আপনি? আপন কর্ণকে যে বিশ্বাস কত্তে প্রবৃত্তি হচ্ছেনা।

সন্ন্যা। সত্য বল্‌ছি। এ মন্দির তোমাদের শত্রু-পক্ষীয় পুরঞ্জনের অধিকার ভুক্ত! তোমরা স্বেচ্ছায় মন্দিরে প্রবেশ করেছ, কিন্তু স্বেচ্ছায় তা হতে বহির্গত হ'তে পাবে না।

মান। আপ্‌নি সন্ন্যাসী, পরম ভক্তি-ভাজন। আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। কাশ্মীর-রাজ-দুহিতা রাজ্যের সর্ব্বত্র স্বাধীনা। পুরঞ্জন নামক দস্যু দমনের জন্যই আমরা এ অঞ্চলে এসেছি। কাশ্মীরের সূচ্যগ্র-ভূমিও পরহস্ত গত, এ কথা আমরা স্বীকার করি না।

সন্ন্যা। তা কর বা না কর, তুমি এখন পুরঞ্জনের বন্দিনী, এটী নিশ্চিত।

মান। আপনি কি ছলনা কচ্ছেন? প্রবল প্রতাপান্বিত কাশ্মীরাধিপতির কন্যা, নগণ্য, হেয়, দেশ-বৈরী দস্যু-সর্দ্দারের বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌বে, এও কি কখনও সম্ভব? আপ্‌নি কে?

সন্ন্যা। আমি যে-ই হই, এক্ষণে অস্ত্র পরিত্যাগ কর, রাজকুমারি।

মান। অস্ত্র পরিত্যাগ কর্‌বো, কি অস্ত্রের সদ্ব্যবহার কর্‌বো,—তাই ভাবছি। তবে আপ্‌নি গৈরিক বসন-শোভিত,—সেজন্যই অপেক্ষা! অবিলম্বে দ্বার পরিত্যাগ করুন!

সন্ন্যা। পরিত্যাগ ত দূরের কথা,—এই দ্বার রোধ কচ্ছি। গৈরিক-বসনের অপ-ব্যবহার কর্‌বো না। এই দেখ, সুন্দরি, তুমি এতক্ষণ যার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছিলে, আমিই সেই দস্যু-সর্দ্দার পুরঞ্জন সিংহ। এক্ষণে বোধ হয় আপন অবস্থা হৃদয়ঙ্গত হলো! আর বিলম্ব করো না,—আত্ম সমর্পণ কর।

মান। আশ্চর্য্য! হেয় শৃগাল, সিংহ-পরিচ্ছদ ধারণে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হয় নি! প্রগল্‌ভতার পরাকাষ্ঠা! উত্তম, মানসীর আত্ম-সমর্পণ নয় দস্যু, তোমার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত।

সন্ন্যা। রাজকুমারীর সাহস প্রশংসনীয়। তবে বিনা যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণে অসম্মত হচ্ছ?

মান। নিশ্চিত—শতবার।

সন্ন্যা। নিতান্তই—বাতুলতা!

মান। কপটাধমের আত্মশ্লাঘা নিতান্তই বিরক্তিকর।

সন্ন্যা। তবে প্রস্তুত হও, মানসী। কিন্তু জে'নে রে'খো,—পুরঞ্জনের অসি অতি খরধার,—তোমার কোমল অঙ্গে যদি—

মান। সিংহ-শিশু শৃগালের নখাঘাতে ভ্রূক্ষেপ ও করেনা।

সন্ন্যা। এক কথা শোন মানসী, তোমার আমার এ দ্বৈত যুদ্ধে যদি অবৈধ-ভাবে কেউ বাধা প্রদান ক'রে,—যুদ্ধধর্ম্ম ভঙ্গ হলো জান্‌বে। আমার পঞ্চাশৎ সৈন্য অদূরে লুকায়িত। একটী মাত্র সংকেতে তারা এখানে উপস্থিত হতে পারে। তোমার রক্ষী বা অনুচরবর্গ—কেউ যদি আমাকে অতর্কিত আক্রমণ করে,—উপস্থিত একটী প্রাণীও জীবিত রাখ্‌বোনা।

মান। এত ভয় মনে তোমার?

সন্ন্যা। এক্ষেত্রে সাবধানতার বিশেষ কারণ আছে। যদি তোমার মত কোমলাঙ্গীর—যদি তোমার দু' একটা মূর্খ অনুচরের—শুধু—পরাজয় সাধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হতো,—আমি ভ্রূক্ষেপও কত্তুম না। কিন্তু জীবিতা, অক্ষতা কুরঙ্গিনীকে পিঞ্জরাবদ্ধ কত্তে চাই,—কাজেই একটু সতর্কতার প্রয়োজন।

মান। কে, কাকে পিঞ্জরাবদ্ধ কত্তে পারে, দেখা যাক্। প্রতিজ্ঞা কর পুরঞ্জন, যদি আজ এ দ্বৈত যুদ্ধে পরাজিত হও, জীবনে আর কাশ্মীরের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন কর্‌বেনা,—কাশ্মীর-রাজের অধীনতা স্বীকার কর্ব্বে।

সন্ন্যা। অসংকোচে কচ্ছি। তুমিও তবে প্রতিশ্রুতা হও, রাজকুমারি, আজ যদি এ যুদ্ধে পরাভূতা হও, তুমি স্বেচ্ছায় আমার বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌বে। যতদিন না কাশ্মীর-রাজ তোমার উদ্ধার সাধনে সমর্থ হন, ততদিন এ দস্যু-ভবনে অবস্থিতি কর্‌বে।

মান। আপত্তি নেই। তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মত হলুম। শোন রক্ষিদ্বয়, শোন বাহকগণ, শোন অমলে—এ যুদ্ধ আমাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে মানসীর শক্তি পরীক্ষিত হবে। যদি পরাজিতা হই, আমি পুরঞ্জন-দস্যুর বন্দিনী!—এস তবে পুরঞ্জন।

পুর। আমি প্রস্তুত (উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ ও মানসীর অসি ভগ্ন হওন)

পুর। কুমারি, অসি ভগ্ন হলো।

মান। হাঁ দৈব বিড়ম্বনায় আমি অস্ত্রহীনা,—কাজেই পরাজিতা!

পুর। তবে আত্ম-প্রতিশ্রুতি পালন কর। অঙ্গস্পর্শ ক'রে তোমার অবমাননা কত্তে পুরঞ্জন সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

মান। তোমায় ধন্যবাদ। কিন্তু মনে রেখো পুরঞ্জন,—দুর্বিপাকে আজ সিংহ-শিশু আমায় বদ্ধ হলো! অমলে, তোমরা সকলে তবে শিবিরে ফিরে যাও। পিতাকে ব'লো, যতদিন তিনি উদ্ধার সাধন না করেন, ততদিন মানসী শত্রু করতল-গতা।

অম। (ক্রন্দনে) রাজকুমারি, কোন মুখে আমরা শিবিরে—

মান। চুপ,—মানসীর সহচরী এত দুর্ব্বল-চেতা! শত্রু দেখে হাস্‌বে যে! যাও আমার আদেশ পালন কর, সকলে শিবিরে ফিরে যাও। বিলম্ব করো না। চল তবে বীরবর, এখন হতে কাশ্মীর-রাজ-দুহিতার মান-সম্ভ্রম রক্ষার ভার তোমার উপর।

সন্ধ্যা। রাজকুমারি, পুরঞ্জন ক্ষত্রিয়।

(সকলের প্রস্থান)



৮ম দৃশ্য—শিবির-কক্ষ।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। লোক-সমাজে আর মুখ দেখা'তে ইচ্ছা করে না। মহাপাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হয়েছে। স্বকীয় হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে নিতান্ত অনুগত সুহৃদকে যে পাষণ্ড, অকাতরে কারারুদ্ধ ক'রে, তার বুকে শোক-শেল বিদ্ধ কত্তে পারে,-বিধাতা সে পাপিষ্ঠের সার-সর্ব্বস্ব পরহস্তগত ক'রে দিয়ে তার অনন্ত তোষানলের ব্যবস্থা করবেন, বিচিত্র কি ? কিন্তু সহ্য হয় না,—এ তীব্র যাতনা সহ্য হয় না। শোক-দুঃখের প্রবল তরঙ্গ-পূর্ণ-বিস্তীর্ণ—সংসার—সমুদ্রে, মানসীই আমার একমাত্র ধ্রুব—নক্ষত্র ছিল, সে বিহনে আজ আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট—দিশে হারা! ভগবন্, আমার জ্ঞান-হরণের পূর্ব্বে মান রক্ষার ব্যবস্থা কর। সম্ভ্রান্ত কাশ্মীর ভূপতি আমি, আমার দুহিতা দস্যুকবলে নিপাতিতা,—তার উদ্ধারের উপায় করে দাও। আমার বিপুল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য,—এ সমস্তের ও বিনিময়ে কি দস্যু আমার কন্যারত্ন ফিরিয়ে দেবেনা ? ওহো কি বিড়ম্বনা! (চিন্তা)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। মহারাজ, রাজধানী হতে দূত এসেছে.—কি অনুমতি হয় ?

রাজা। রাজধানীর দূত ?—ত্বরায় নিয়ে এস তাকে। (প্রহরীর প্রস্থান) আবার সেখানে ও কি কোনও বিভ্রাট উপস্থিত ?—যাক্। (ক্ষণপরে) গভীর অরণ্যের কোন্ স্থানে দস্যু অবস্থান করে, কোথায় মানসীকে রেখেছে, কে জানে ? আবাস স্থান নির্ণীত না হ'লে তার উদ্ধারের আশা কোথায় ?—

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ, দূত ?

দূত। বড় ভয়াবহ, মহারাজ! বল্‌তে রসনা কম্পিত হয়— (নতমুখ)

রাজা। বল, অসংকোচে বল। বজ্রাহত বৃক্ষে শিলাঘাত অনুভূত হয় না। মহাসমুদ্রে পতিত আমি, শিশির বিন্দুতে ভীত হব ?

দূত। সম্রাট্, রাজমহিষী বিকারের প্রাবল্যে আত্ম-হত্যা করেছেন। মন্ত্রী আততায়ী হস্তে নিহত। কাশ্মীর-রাজ্য মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে!

রাজা। বেশ হয়েছে। বিধাতার তুলাদণ্ডের বিচার! রাজা-ভিখারীতে প্রভেদ নেই, পণ্ডিত-মূর্খে তারতম্য নেই—বেশ হয়েছে। এ পাপাত্মা যখন অকৃত্রিম বন্ধুর সুখের ভবন শ্মশানে পরিণত করেছে, তখন তার রাজ্য মহাশ্মশানে পরিণত না হ'লে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হবে কেন? আমারই নির্ম্মম পীড়নে আমার প্রিয়তম সুহৃদ্ রণজিৎ, পত্নী-শোকে উন্মত্ত, আর আমি পত্নী-কন্যাসহ সুখৈশ্বর্য্য ভোগ কর্‌বো? তা হলে যে পাপ-পুণ্য সব মিথ্যা হয়। না, না, তা হবে না, তা হতে পারেনা। সূক্ষ্ম-বিচার!—পত্নী-শোক, কন্যা-বিরহ, আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুদগ্নি, জেলে দেবে,—পাগল হয়ে আমি পথে পথে বেড়াব, এই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! বেশ হয়েছে! (ক্ষণপরে) যাও দূত, তুমি কাশ্মীরে প্রতি-গমন কর! কীর্ত্তিধ্বজকে বল্‌বে, সেই-ই আপাততঃ একটা বিধি-ব্যবস্থা করুক! আমি আর ভাব্‌তে পারিনা। (দূতের প্রস্থান)

রাজা। কিন্তু মানসী?—(চিন্তা) প্রহরি,—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। হুজুর!

রাজা। শিবিরময় ঘোষণা কর,—কাল অতিপ্রত্যুষে পঁচিশ হাজার কাশ্মীর-সৈন্য বামদিকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত-সৈন্য দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে, সমস্ত অরণ্য প্রদেশটা ঘিরে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হোক্। আরও শোন, যে কোনও প্রকারে, যে কেহ—মানসীর বর্ত্তমান আবাস-স্থানের সন্ধান আমাকে বলে দিতে পার্‌বে, তার পুরস্কার—কোটী মুদ্রা! একথাও এখনি প্রচার ক'রে দাও। যাও, বিলম্ব না হয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

৯ম দৃশ্য—পর্ব্বত-প্রান্ত।

(পুরঞ্জন, বিজয় ও রঘুবীরের প্রবেশ)

পুর। বিজয় দাদা, শত্রু আমাদের কৌশলে প্রতারিত হয়েছে,—তারা দুই দলে বিভক্ত হয়েছে। এক্ষণে যুদ্ধে জয় লাভ, আমাদের সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতার উপর নির্ভর করে। আমি দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ শত্রুর পশ্চিম বাহিনী আক্রমণ কর্‌বো। তুমি সর্দ্দারের সহায়তায়, অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তাদের পূর্ব্ব বাহিনীর গতিরোধ কর। পশ্চিম-বাহিনী স্বয়ং রাজা শত্রুজিৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত। তোমরা যদি চম্পাতীরে শত্রুদলকে অন্ততঃ দ্বিপ্রহর-কাল যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখ্‌তে পার, আমি বার হাজার সেনা নিয়ে শত্রু-পক্ষীয় পঁচিশ হাজার সেনা পরাভূত ক'রে শত্রুজিৎকে বন্দী কর্‌বো, নিশ্চিত বল্‌ছি।

বিজ। পুরঞ্জন, এ অতি অসম সাহসিকতা!—তিন হাজার সেনা, চম্পাতীরে কতক্ষণ পঁচিশ হাজার শত্রুসেনার গতিরোধ কর্‌বে? যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে শত্রুদলের উভয় বাহিনীর মধ্যে পড়ে তুমি, সমস্ত সৈন্যসহ দলিত,—পিষ্ট হবে। প্রতি-পক্ষ দুই দলে বিভক্ত সত্য, কিন্তু তাদের দূরত্ব বড় বেশী নয়। এ অবস্থায় তোমার প্রস্তাব কতদূর যুক্তিযুক্ত, বল্‌তে পারি না।

পুর। পঞ্চাশ হাজার সেনাকে সম্মুখ-যুদ্ধে বিপন্ন কর্‌বার চেষ্টা অপেক্ষা, পঁচিশ হাজার শত্রুর সহিত বলপরীক্ষায় নিযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় কি? চম্পাতীরে আমাদের সেনা পরাভূত হলেও, তিন্তিড়ী গিরি-সঙ্কট আছে।—এ দুই স্থানে দ্বিপ্রহর কাল, শত্রু বাহিনীর প্রতিরোধ করা ত আমার নিকট অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। তবে এ কাজে অবশ্য বিপদ-ভয় যথেষ্ট আছে।

বিজ। বিপদ-ভয়, পুরঞ্জন? বিপদের ভয়ে,—প্রাণের মমতায়, বিজয় তোমার এ প্রস্তাবে প্রতিবাদ কচ্ছে, এটী তুমি মনের গুপ্ত কোণেও স্থান দিওনা। তুচ্ছ প্রাণের মমতা, বিজয় কখনও করেনা। তোমারই পিতার প্রসাদে বিজয়ের অস্থি-মজ্জা পরিপুষ্ট! তার প্রতি শোণিত-কণা, তোমারই পিতার প্রসাদে পরিবর্দ্ধিত,—এ কথা নিশিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে, বিজয়ের মনে জাগরূক আছে। তোমার কাজে জীবন পাত—বিজয়ের পক্ষে এ ত আনন্দের কথা, শ্লাঘার বিষয়। তবে চিন্তা এই,—যদি তিন্তিড়ী-গিরি সঙ্কটে, প্রাণ দিয়েও, উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত শত্রুর গতিরোধ কত্তে না পারি, তখন তোমার বিপদের অবধি থাক্‌বেনা। দুই সম্মিলিত বাহিনীর পীড়নে তুমি পিপীলিকাবৎ পিষ্ট হবে।

পুর। বিজয় দাদা, সাহসের সঙ্গে, সুযোগের আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন, বর্ত্তমান যুদ্ধে আমরা জয়লাভ কর্‌বো,—সে আশা নানা কারণে অল্প। এরূপ সুযোগ সর্ব্বদা ঘট্‌বে, এ বিশ্বাস ও আমার নেই। এ অবস্থায়, এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর কি ? ভাল সর্দ্দার, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?

রঘু। যুদ্ধ-কৌশলে আমি পরিপক্ক নই। আদেশ দাও, প্রাণ-পণে প্রতিপালন কর্‌বো। তবে ভাব্‌বার কথা—তিন হাজার সেনা, পঁচিশ হাজার সেনার সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌বে!

পুর। যুদ্ধে তোমরা জয়লাভ কর্‌বে, তেমন আশা, পাগলেও কত্তে পারে না। আমার উদ্দেশ্য পূর্ব্ব-বাহিনীকে পশ্চিম-বাহিনীর সঙ্গে মিলন-পথে বাধা দেওয়া। উভয় বাহিনীর মিলনে বিলম্ব-সাধন কত্তে পাল্লেই তোমাদের কাজ হলো। সে জন্যই দুই স্থানে শত্রুর গতিরোধের ব্যবস্থা কচ্ছি। শত্রুজিতের ধৃতীকরণে তিন হাজার সেনা-ক্ষয়, আমি গুরুতর ব'লে মনে করিনা।

রঘু। পুরঞ্জন, ভাল মন্দ বুঝি না। তোমরা দুজনে যা ভাল বুঝ কর। আমি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ, আজীবন তোমার আদেশ পালন কর্‌বো,—তা কত্তে ও আমি প্রস্তুত।

পুর। তবে বিজয় দাদা, আর বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। একটী মুহূর্ত্তের শিথিলতা, একটী মুহূর্ত্তের অপব্যয়, আমাদের সর্ব্বনাশ কত্তে পারে! প্রয়োজন বোধ কর, তুমি বরং পাঁচ সহস্র সৈন্য নিয়ে চম্পাতীরাভিমুখে অগ্রসর হও, দশ সহস্র সেনা-সাহায্যে পুরঞ্জন শত্রুজিৎকে বন্দী কর্‌বে।

বিজ। পুরঞ্জন, দুই হাজার মাত্র সেনা আমার সহগামী হোক্‌,—অবশিষ্ট তের হাজার সেনা নিয়ে তুমি শত্রু-বাহিনী আক্রমণ কর। এ যুদ্ধে বিজয়ের পরাজয় নিশ্চিত। কিন্তু মানুষের যা সাধ্য,—বিজয় তা কর্‌বে। প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যতক্ষণ দেহে একবিন্দু শোণিত বিদ্যমান থাক্‌বে, যতক্ষণ হস্ত অসি-বর্শা ধারণে সমর্থ থাক্‌বে, ততক্ষণ শত্রুর গতিরোধ কর্‌বো। কিন্তু এক কথা,—তুমিও প্রতিজ্ঞা কর ভাই, যদি জান্‌তে পাও, শত্রুর পথ উন্মুক্ত হয়েছে, তাহ'লে অবিলম্বে সৈন্য-সহ যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ কর্‌বে।—দম্ভভরে নিজে বিপন্ন হবে না।

পুর। তোমার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। কিন্তু বিজয় দাদা, সন্দেহ-বশে নিজ শক্তির হীনতা কল্পনা করোনা।

বিজ। দেখ্‌তে পাবে। তবে ভাই, বিদায়।—এস, সর্দ্দার।

(সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—গিরি সঙ্কট।

(রক্তাক্ত কলেবর, বারুদ-বিকৃত বিজয়, পার্শ্বে বারুদ-বিকৃতা মুরলা। সম্মুখে কামান, ঘন ঘন তোপধ্বনি।)

মুর। বারুদ সব ফুরিয়ে গেল!—

বিজ। অ্যাঁ—বারুদ নেই?

মুর। আর দু' একবার মাত্র তোপ্ দাগ্‌তে পার্‌বে।

বিজ। হায়, হায়,—আরও কিছু বারুদও যদি থাক্‌তো! ভাল মুরলে, সৈন্যদের পলায়ন বার্ত্তা নিয়ে, সর্দ্দার কতক্ষণ পুরঞ্জনের নিকট রওনা হয়েছেন?

মুর। শত্রুর সেনা চম্পা পার হলেই আমাদের সমস্ত সেনা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, তখনই তোমার আদেশে বাবা সেনাপতির নিকট রওনা হন।

বিজ। ততটুকু আমারও মনে পড়ে। কিন্তু তারপর কতক্ষণ আমরা এখানে আছি, ধারণা কত্তে পাচ্ছিনে।

মুর। বাবার গমনের কিছু পর, তুমি একলাটী এখানে দাঁড়িয়ে পঁচিশ হাজার সেনার গতিরোধ কচ্ছ। সে প্রায় চার্‌দণ্ড!

বিজ। চার দণ্ড? কম নয় তো, মুরলে? তাহ'লে কতকটা নিশ্চিন্ত হলুম। এতক্ষণে তবে পুরঞ্জন রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছে!

মুর। ঐ আবার একদল শত্রু দেখা দিয়েছে—

বিজ। দাও, বারুদ দাও—(তোপধ্বনি) এক কথা মুরলে, আমি আরও অর্দ্ধ দণ্ড কাল, একাকী অসিবর্শা হস্তে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ কর্‌বো। এ অবসরে তুমি আত্মরক্ষার উপায় দেখ।

মুর। তুমি ত অনুমান কচ্ছ, সেনাপতি নিরাপদ্ হয়েছেন? তবে চল না, প্রিয়তম, এ বেলা দুজনেই বনের ভিতর প্রবেশ করি। শত্রু ত আর আমাদের খুঁজ্‌তে যাবে না!—গেলেও আমাদের পাওয়া সহজ হবে না। সন্ধ্যা হয়ে এল, আমরা আঁধারে মিশে যাব।

বিজ। জীবিতাবস্থায় বিজয়ের পক্ষে গিরি-সঙ্কট ত্যাগ অসম্ভব, মুরলে। বিজয় প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ, যতক্ষণ হস্ত অসিবর্শা ধারণে সমর্থ থাকে, শত্রুগতিরোধে সে পরাঙ্মুখ হবে না। বিজয় ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ সে কত্তে পারেনা।

মুর। ঐ আবার আর একদল শত্রু দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

বিজ। বারুদ নেই ?—

মুর। আছে,— এই শেষ।

বিজ। যা আছে, দাও। (তোপধ্বনি)

মুর। প্রিয়তম, একলাটী প'চিশ হাজার শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়ানো,—কেউ কল্পনাও কত্তে পারে না। তুমি আজ অসাধ্য সাধন করলে। এ বীরত্বের তুলনা নেই। তা, পুরঞ্জন যখন এখন নিরাপদ্, তখন মিছামিছি, অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে ফল কি ?

বিজ। মুরলে, শোন।—জীবন পণ ক'রেই, বিজয় এ পথে পা দিয়েছিল। সম্ভব অসম্ভবের চিন্তা মনে জাগে নি, বীরত্ব-শূরত্বের যশোভিলাষ বিজয়ের মনের গুপ্ত-কোণেও লুকায়িত ছিল না। পুরঞ্জনের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে,—শুধু—এ ভাবেই বিজয় উন্মত্ত হয়েছিল, তারই ফলে কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিজয়, রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়। আনন্দের কথা, ভগবান্ তার মান রক্ষা করেছেন। প্রাণের জন্য সে তিল মাত্র চিন্তা করেনা। কিন্তু তুমি ? তুমি মুরলে, বৃথা আত্ম-বিসর্জ্জন কেন করবে ? যাও মুরলে, এখনও সময় আছে, প্রাণ বাঁচাও। আর এক কথা,—তুমি আজ বিজয়ের যে সহায়তা কল্লে, পুরঞ্জনের যে উপকার কল্লে, অতিবড় সাহসী যোদ্ধা ও বুঝি তেমন পারেনা। এজীবন অগোণে অনন্তে বিলীন হবে, জগতে তোমার বীরত্বের, তোমার মহত্বের প্রমাণ থাকলো না,—তবে তোমার কীর্ত্তি-কলাপের সাক্ষী স্বয়ং বিশ্বেশ্বর। যাও তবে মুরলে, আর বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা !

মুর। প্রিয়তম, বার বার তুমি ও কথা বলোনা,—ক্ষুদ্র লতাটী যে গাছ জড়িয়ে থাকে, সে গাছ হতে বিচ্ছিন্না হলে, আর কি সে প্রাণে বাঁচে ? যে জগৎ বিজয় ত্যাগ কচ্ছেন, স্বর্গ হলেও সে জগতে মুরলা রইতে চায়না। আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না।

বিজ। মুরলে, এ জগতে তোমার স্নেহময় পিতা আছেন, ভেবে দেখ, তোমার অভাবে তাঁর হৃদয় শতধাবিদীর্ণ হবে। (শত্রুর কোলাহল) অই শত্রুদল অগ্রসর হচ্ছে। আর বিলম্ব করোনা।

মুর। শোন তবে, প্রিয়তম, না আর সংকোচ, কেন? মরণের পথে পা দিয়ে আছে মুরলা—আর তার কিসের লজ্জা, কিসের সংকোচ? শোন প্রাণেশ্বর, মুরলার মনঃপ্রাণ তোমার চরণে অর্পিত। জীবনে মরণে মুরলা অই চরণ ছাড়া হবে না। মুরলা তোমার দাসী, প্রভুর সঙ্গে দাসী যেথাসেই যাক্, পিতা তাতে রুষ্ট হবেন কি?

(শত্রুর কোলাহল)

বিজ। মুরলে, অই অই, শত্রুর কোলাহল শ্রুত হচ্ছে। আর বারুদ নেই, তাদের গতিরোধ অসম্ভব। আয়, আয় তবে মুরলে, আর সময় নেই, মাথার উপর মরণ অসি উদ্যত রেখে, বিজয় একবার প্রাণ ভরে জন্মের মত তোকে আলিঙ্গন কর্‌বে। আয় মুরলে, এই প্রথম—এই শেষ! (উভয়ের আলিঙ্গন)

মুর। জন্ম সার্থক হলো। এ জগতে মুরলার সকল সাধ পূর্ণ হলো। জগৎ-পিতার পায় তার অন্তিম প্রার্থনা, মুরলা যেন জন্মে জন্মে অই চরণে স্থান পায়। (বিজয়ের পদধূলি গ্রহণ)

[নেপথ্যে "জয় কাশ্মীরের জয়"—রবে কোলাহল।]

বিজ। শত্রু এসে পড়েছে। তবে মুরলে, দাঁড়িয়ে একটু তামাসা দেখ্। ক্ষত্রিয়ের মরণ-খেলা দেখে নে। (অসিবর্শা ধারণ)

(কতিপয় কাশ্মীর সৈন্যের প্রবেশ)

১ম। কই, এখানে ত কেউ নেই!

২য়। অই যেয়ে একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে!

৩য়। একটা—একাকী?

বিজ। বিজয় একাই এক সহস্র, আয় মেষ দল।

৪র্থ। অই আর একটা, ছুটো কেই ধর্—মার্—

১ম। ধর, মার্—কাট্।

(আরও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ও যুদ্ধ)

২য়। (বর্শা নিক্ষেপে) এই দফা শেষ—

মুর। (চকিতে অগ্রসর হইয়া নিক্ষিপ্ত বর্শা বুকে গ্রহণ করিয়া) আঃ মুরলা থাক্। (পতন) তবে প্রাণেশ্বর, দাসী—বিদায়—হল—দাও—চরণ—ধূলি—কোনও—দুঃখ—নেই—হাসি—মুখে—যা—ই—বি—দা—য়— (মৃত্যু)

বিজ। একি মুরলে, গেলি, আমার আগেই চলে গেলি? আমার মরণাঘাত বুক পেতে গ্রহণ কল্লি? তবে দাঁড়া—একটু দাঁড়া, একা যাস্‌নে, আমি আস্‌ছি, তবে যাবার আগে, যে ক'টা পারি, শত্রু নিপাত করি। (যুদ্ধ ও পতন)

[নেপথ্যে—"কাশ্মীর সেনাদল অস্ত্র সংবরণ কর, যে যেখানে আছ দাঁড়াও, আজকের জন্য যুদ্ধ ক্ষান্ত হলো"।]

১ম। যুদ্ধ ক্ষান্ত হলো?—

২য়। বাঁচা গেল—বাপ্।

৩য়। ব্যাটা বলেছিল, একা এক সহস্র। এ যে তা নয়, ব্যাটা যে একাই পঁচিশ হাজার।

[নেপথ্যে—"দ্রুত চম্পাতীরবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রে ফিরে চল। রাত্রি হলো, বিলম্ব করোনা"।]

৪র্থ। চল তবে, সকলে ফিরে যাই।

১ম। বাপ্ এমন যুদ্ধ আর দেখিনি, গেলেই বাঁচি।

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

বিজ। মুরলে,—আর অপেক্ষা—নে—ই, এই—যে আ—স্—ছি—

(দ্রুতবেগে পুরঞ্জন ও রঘুবীরের প্রবেশ)

পুর। কই, কই সর্দ্দার, বিজয় দাদা কই আমার? এই ত গিরি-সঙ্কট-মুখ! অই যে আশে পাশে মৃতদেহ পড়ে আছে, আমার বিজয় দাদা কই সর্দ্দার?

বিজ। কে—ভা—ই, পুর—ঞ্জন—

পুর। এই যে, এই যে বিজয় দাদা। দাদা, তুমি কি আহত,—একি বর্শা যে তোমার হৃদয় ভেদ করেছে,— (কোলে লইয়া উপবেশন) দাদা!

বিজ। ভা—ই—

পুর। তোমার এ দশা, দাদা?

বিজ। দুঃখ ক—রো—না। স—কল—সা—ধ—পূ—র্ণ—তুমি—নি—রা—প—দ্—। মুঁ—ভ্রা—মু—র— (মৃত্যু)

পুর। দাদা, দাদা, চলে গেলে? এ অভাগাকে ছেড়ে জন্মের মত চলে গেলে? আমি তোমার কথা না শুনে, দুঃসাহস প্রকাশ করেছিলুম, এ অভিমানেই কি দাদা, আমায় ত্যাগ কল্লে? হায় হায়, আপন দক্ষিণ হস্ত আমি আপ্‌নি ছেদন কল্লুম?

রঘু। এ কে? মুরলা?—মা বিজয়ের সহগামিনী হয়েছিস্? হৃদয়ের সমস্তখানি স্নেহ দিয়ে যে তোকে এতদিন পালন করেছিলুম, মা! সে মায়া কেটে গেলি?—

পুর। মুরলা ও গেছে? অদৃষ্ট! সর্দ্দার বুক ফেটে যেতে চায়,—যখন ভাবি, আমার জীবন রাখ্‌তে গিয়ে বিজয় দাদা প্রাণ দিলে!

রঘু। বিজয়ের তুলনা, একমাত্র বিজয়।

পুর। সর্দ্দার, যখন শুন্‌লুম, চম্পাতীরে পরাভূত হয়ে আমাদের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়েছে, আর একাকী একটী মাত্র কামান নিয়ে, মুরলা মাত্র সঙ্গিনী ক'রে, বিজয়দাদা গিরিসঙ্কট মুখে দণ্ডায়মান, তখনই বুঝেছিলুম, এ অভাগার জীবন-রক্ষার্থ বিজয় দাদা আপন প্রাণ বিসর্জ্জনে দৃঢ়-সংকল্প! সংবাদ শুন্‌বা মাত্র, তাই ছুটে এসেছি। কিন্তু পাল্লুম না। হতভাগ্য আমি, এই স্বার্থময় জগতে নিঃস্বার্থতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, আমার সহোদরাধিক, অকৃত্রিম বন্ধু,—স্নেহে পিতা, সেবায় পুত্র, ত্যাগে দধীচি, প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম, আমার বিজয় দাদাকে রক্ষা কত্তে পাল্লুম না। মুহূর্ত্তের বিলম্বে এ সর্ব্বনাশ হলো। তবে যাও বিজয়, বীরলোকে তোমার জন্য রত্নসিংহাসন সজ্জিত রয়েছে! তোমার বন্ধুবৎসলতা, তোমার কর্ত্তব্য-পরতা, তোমার আত্ম-ত্যাগের তুলনা, এ জগতে মিলেনা। আর মুরলে, তুমি রমণী কুল-ললাম-ভূতা! কি বল্‌বো আর? যাও তুমি, কিন্তু তোমার নিঃস্বার্থতা, তোমার কীর্ত্তি-কলাপ ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

রঘু। শোক-প্রকাশ বৃথা। ধন্য বিজয়, ধন্য মুরলা আমার, আপন জীবন দানে প্রভুর জীবন নিরাপদ্‌ করেছে। এ সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।—তাদের জন্য শোক প্রকাশ অনুচিত।

পুর। হাঁ, সর্দ্দার, যথার্থই বলেছ,—শোক-প্রকাশ মূঢ়তা! শোক করবো না। বিজয়-মুরলার অভাবানল শোকাশ্রুতে নির্ব্বাপিত হবে না। এ অনল হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ থে'কে, অচিরে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জলিত হোক্‌,—সমস্ত কাশ্মীর-বাহিনী তাতে ভস্মীভূত হবে!

(পটক্ষেপণ)

২য় দৃশ্য—বন-পথ।

(কতিপয় ব্যাধ-বালকের প্রবেশ)

সকলে। চল্, চল্, জঙ্গল ঘুরি ফিরি, ঢুরি,
শিকার করি,—যত পাই বনচর!

১ম বা। অই দ্যাখ্ গাছের ডালে—

২য় বা। পাখী একটা আছে ঝুলে,—

৩য় বা। মারি বর্শা তুলে,—

৪র্থ বা। এই যুড়ি ধনু শর।

১ম বা। দ্যাখ্ না এদিক চেয়ে,—

২য় বা। গীধার একটা অই শুয়ে,—

৩য় বা। মার্‌ছি দ্যাখ খুঁচিয়ে,—— (আক্রমণ)

৪র্থ বা। —ঐ পালাচ্ছে, ধর্ ধর্ ধর্—

সকলে। ঐ পালাচ্ছে, ধর্ ধর্ ধর্—

(সকলের দ্রুত প্রস্থান)



৩য় দৃশ্য—কক্ষ।

(মানসী উপবিষ্টা)

মান। আজ সপ্তাহ-কাল আমি পরাশ্রিতা। এ কয়দিন, কি যেন এক অভিনব যাতনা আমায় দগ্ধ কচ্ছে! পিতা কি আমার উদ্ধার সাধনে, সমর্থ হবেন? এ দুর্গের অবস্থিতি অবগত হওয়া, তাঁর পক্ষে কি সম্ভবপর? জীবন কি তবে এ ভাবেই কাট্‌বে? জীবনভরা মানসী পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধা থাকবে? পরাধীনতা! পরাধীনতাই কি আমার মনোবেদনার কারণ? রমণী কবেই বা চির-স্বাধীনা? একি তবে পিতার অদর্শন-যাতনা? সে যে এ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন! এ যে কিসের বেদনা,—আমি আপ্‌নি যে তা ধারণা কত্তে পাচ্ছিনে। যে দিন হতে এখানে এসেছি, সেদিন হতেই যেন মনের ভিতর কি এক অজানিত বেদনার সৃষ্টি হয়েছে। (ক্ষণপরে) পুরঞ্জন কি সত্যই দস্যু? তাঁর যত্ন, তাঁর আদর, তাঁর ব্যবহার,-সকলই যে অসাধারণ! দস্যুর হৃদয় এত সরল, আচার এমন চমৎকার,—চরিত্র এমন মহৎ, এ কথনই হতে পারে না।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। রাজকুমারি, গত দুই দিন অবিরত যুদ্ধকার্য্যে বিব্রত থাকায়, বিশেষতঃ আমার সোদর-কল্প, সুহৃদ্ বিজয় সিংহের শোকে কাতর হওয়ায়, স্বয়ং তোমাকে দেখ্‌তে আসি নি। পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটী হয়নি ত?

মান। দুর্গ-স্বামিন্, এ কয়দিন আমি এ দুর্গে রাজরাণীর আদরে কাল কাটাচ্ছি। কিন্তু বন-বিহঙ্গিনী, সোণার পিঞ্জরেও কারাযন্ত্রণা ভোগ করে থাকে, তো?

পুর। তা থাকে, কেননা, মুক্ত আকাশে সে চিরদিন ঘুরে বেড়ায়! কিন্তু ভদ্রে, রাজকুমারীদের ও একদিন না একদিন তো শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হয়! (ক্ষণপরে) সম্রাট্-নন্দিনী, এ কয়দিন একটা কথা বল্‌তে এসে বল্‌তে পারিনি। ভয় হয়, সংকোচ হয়,—যদি অভয় দাও, কথাটা খুলে বলি।

মান। আশ্চর্য্য! আমাকে ভয় কি, দুর্গপতি? আমি বন্দিনী,—তুমি বিজেতা। আমার নিকট তোমার ভয়ের কারণ কি থাক্‌তে পারে?

পুর। কথাটা শুনে একটু দুঃখিত হলুম। তুমি বিজিতা,—আমি বিজয়ী, এ দুর্গে তুমি কি তেমন ব্যবহারই পেয়ে থাক, মানসি ?

মান। ক্ষমা কর, বীরবর। আমার প্রতি তোমার ব্যবহার, শতবার প্রশংসনীয়। আমি এভাবে কথাটা বলে যদি তোমার হৃদয়ে বিন্দু-মাত্র ব্যথা দিয়ে থাকি, অসঙ্কোচে সেজন্য শতবার ক্ষমা প্রার্থনা

পুর। ক্ষমার কথা কিছুই নেই, রাজকুমারি! তুমি এক্ষণে আমারই সংরক্ষণে আছ। এ অবস্থায়, যদি আমার কোনও কথা বা কার্য্য, কোনও প্রকারে, তোমার মনঃ কষ্টের কারণ হয়,—আমার ক্ষোভের অবধি থাক্‌বেনা। সেজন্যই কথাটা প্রকাশ কত্তে, তোমার অনুমতি প্রার্থনা কচ্ছি।

মান। বল, দুর্গেশ্বর, শ্রবণ-যোগ্য কথা হলে, সংকোচের কোনও কারণ নেই।

পুর। উত্তম। কথাটা এই,—আমার নাম-মাত্র বন্দিনী হয়ে, তুমি বড়ই ক্ষুব্ধ মনে কাল কাটাচ্ছ। আমার ইচ্ছা, আমি প্রকৃতই চিরদিনের জন্য তোমার বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে, সপ্রমাণ করি,—আত্ম-সমর্পণ-মাত্রই কষ্টের নিদান নয়।

মান। কুমার, তুমি সরল ভাবে, যে প্রস্তাব কল্লে, আমিও তার সরল উত্তর দেবো। আমার কাছে তোমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন, নিরর্থক। এ সকল আলোচনা আমার পিতার সঙ্গে করাই সঙ্গত।

পুর। তুমি বুদ্ধিমতী কিশোরী, তুমি কি মনে কর,—বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার পিতা এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন?

মান। তুমি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি যুবক, তুমি কি মনে কর, দুর্গ স্বামিন্, পিতার অনভিমতে কাশ্মীর-রাজ-দুহিতা, পরের গলে বর-মাল্য দিতে স্বীকৃতা হবে? আমি বন্দিনী, তোমার করায়ত্তা, এতে পিতার মান মর্য্যাদা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছে,—তুমি কি মনে কর, আমি স্বেচ্ছায় তোমার অঙ্কশায়িনী হয়ে, পিতার বিষণ্ণ-মুখে অধিকতর কলঙ্ক-কালিমা লেপন কর্‌বো? আরও শোন, তুমি অশেষ গুণ-মণ্ডিত ক্ষত্রিয়-যুবক সত্য, কিন্তু তথাপি তুমি কাশ্মীরের শত্রু,—তুমি দেশদ্রোহী!

পুর। মানসি, আপাততঃ লোক-চক্ষুতে আমি কাশ্মীর-রাজের শত্রু-মধ্যে পরিগণিত, এ কথা স্বীকার কচ্ছি। কিন্তু পুরঞ্জন দেশদ্রোহী নয়। কাশ্মীরের ধূলি-কণায় তার প্রতি অস্থি গঠিত। ভাগ্য-দোষে বহুদিন সে, দেশ হতে বিতাড়িত। কিন্তু আবার যাতে দেশ-মাতৃকার কোমল-কোলে মাথা রাখ্‌তে পারে, আবার যাতে মায়ের আকাশ-তলে মায়ের মুক্ত-বাতাস সেবনের অধিকারী হয়, সেজন্যই সে চেষ্টিত, সেজন্যই সে দস্যু পদ-বাচ্য! এ অবস্থায়, তাকে আর যা অভিপ্রেত হয় বল, কিন্তু দেশদ্রোহী ব'লে ঘৃণা করোনা।

মান। যা—ই হোক্ কুমার, মানসী পিতার অধীন। পিতার অনুমতি ব্যতীত, সে এতদিন কোনও কিছু করেনি,—আজ ও কর্ব্বেনা।

পুর। তোমার পিতার নিকট দূত-মুখে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত কর্‌লে, কোনও ফল হবে বলে ত মনে হয় না।

মান। তা হবে না, নিশ্চিত হবেনা। এরূপে বন্দিনী কন্যার উদ্ধার সাধন করবেন, আমার পিতা তেমন আত্ম-মর্য্যাদা শূন্য কাপুরুষ নন।

পুর। তবে আমার আশা-লতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে, মানসী?

মান! ক্ষমা কর, দুর্গ স্বামিন্, এ প্রসঙ্গের আলোচনায় বিরত হও। যতদিন এ দুর্গে বন্দিনী আছি, ততদিন দ্বিতীয় বার এ প্রসঙ্গের আলোচনা হয়,—এ আমার অভিপ্রেত নয়।

পুর। (ক্ষণ চিন্তার পর) তা—ই হবে। তোমার আদেশই প্রতিপালিত হবে! মানসি, তোমার মূর্ত্তি কমনীয়া, কিন্তু হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন!

(ধীরে প্রস্থান)

মান। মনের বেদনা, ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। কেন এমন হলো, কে বল্‌বে?

গীত।

আমার মন যে কেমন করে,—
আমার প্রাণ যে কেমন করে,—
কিসের বেদনা আপনি বুঝিনা,

বুঝিবে কেমনে পরে গো,—
বুঝিবে কেমনে পরে ?
শৈশবের স্মৃতি মোর, ওগো মায়ের মরণ-ব্যথা,—
বিস্মৃতি-সলিলে গিয়েছে ডুবিয়ে,—
জাগেনা মনে সে কথা,—
কৈশোরের কত শোক, কত স্বজন-বিরহ-বেদনা,
নীরবে গোপনে সহি গো,—
এত নয় তার তাড়না,—
এযে হৃদয়ের তারে মিশিয়ে তান,
করুণ রোদনে কে গায় গান,—
সে গানের স্বরে পরাণ বিকল,—
আঁখি-জল মোর ঝরে গো,
আঁখি-জল মোর ঝরে।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। কি লা, স্বয়ংবরা হবি নাকি ?

মান। মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেছ,—তবু রসিকতা টুকুর ভুল নেই ?

পদ্মা। এ বুঝি রসিকতা ? 'মন যে কেমন করে'—'হৃদয়ের তারে মিশিয়ে তান, করুণ-রোদনে কে গায় গান,'—তা শু'নে 'পরাণ বিকল' হয় তোর, 'আঁখি-জল ঝরে' তোর,—আর দোষ যত সব আমার ?—নয় ?

মান। সত্যি, পদ্মাদিদি, আমার মন যে কেন এমন হলো,—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তবু এখানে তোমার সঙ্গ পেয়ে,—অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছি। দিদি, বিশুষ্ক এ মরুভূমে তুই-ই এখন আমার একমাত্র ছায়াতরু !

পদ্মা। এটা তোর পক্ষে মরুভূমি, না, নন্দনকানন,—আমি তোর ছায়াতরু, —না, দুর্গস্বামী পুরঞ্জন কল্পতরু,—তা জান্‌তে আর বাকী নেই লো,—বাকী নেই। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি,—তুই পুরঞ্জনের রূপের আগুনে পুড়ে মরেছিস্।

মান। রূপের আগুন? পোড়ামুখি, রূপজ মোহে মানসী ভুল্‌বে, এটাও তুমি বিশ্বাস কর?

পদ্মা। তবে বুঝি গুণজ প্রেম? এত শীঘ্র 'গুণ-গ্রহণ' টা হয়ে গেল?

মান! অগ্নির দহন-শক্তির অনুভব, কত সময়-সাপেক্ষ, দিদি? ভাল এত বল্‌ছি কেন? যাঁর অযাচিত দয়ার একবিন্দু লাভ করে, তুমি মৃত-দেহে প্রাণ পেয়েছ; যাঁর কৃপায় সেনাপতি দাদা এই হারানিধি কুড়িয়ে পেয়েছেন, তাঁর গুণের কথা—তোমায় ব'লে জানাতে হবে কেন? আর তাই বা বল্‌ছি কেন? তুমি নিজে তাঁর গুণ গে'য়ে গেয়ে যে, সেদিন সারাটা দুপর কাটিয়ে দিলে!

পদ্মা। ভাল, সন্ন্যাসী বেশে ছলনা, এটা তোর চোখে পড়ে না?

মান। এটা যে উভয়-পক্ষে! যাক্ দিদি, এ ছদ্মবেশে ত কারও কোনও ক্ষতি হয় নি। ছদ্মবেশে না গিয়ে, দলবল নিয়েও তো পুরঞ্জন আমায় বন্দিনী কর্ত্তে পাত্তেন। তাতে বরং বৃথা রক্তপাত হতো।

পদ্মা। আমারই হার হলো লো, আমারই হার হলো। কেমন হলো ত? (ক্ষণপরে) না, মানসি, এখন পরিহাস্ থাক্, সত্যি পুরঞ্জন দেবচরিত্র, ক্ষত্রিয় যুবক। তাঁর গুণে মুগ্ধা হবি, বিচিত্র কি? কিন্তু কথা এই, মহারাজের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে যুগল-মিলনের ঘটকালিটা তো আমাকেই কর্ত্তে হবে? তার পুরস্কার?

মান। ছি দিদি, বীরপত্নী হ'য়ে তুমি এমন কথা বল্লে? এখন বিবাহ-কল্পনা, —এ ও কি সম্ভব?

পদ্মা। মিথ্যে নয়। তবে শুধু অবলা বুদ্ধিতে কুলুচ্ছে না! তোমার দাদার পরামর্শ চাই!

মান। ছি, তোমার কি লজ্জা নেই?

পদ্মা। শুন্‌লুম, একটা বড় যুদ্ধ জয় করেছিলি,—আর লজ্জাকে তোর এত ভয়? দাদায় কাছে লজ্জা?

মান। হাঁ, ভাল কথা দিদি,—দাদা কি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন?

পদ্মা। হাঁ, বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তিনি এক্ষণে রোগ-মুক্ত। এখন তবে যাই, —তোরই কাজে। (প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য—অন্তঃপুরস্থ পথ।

(একদিকে রণজিৎ, অপর দিকে পদ্মাবতীর প্রবেশ)

রণ। তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলুম, পদ্মা।

পদ্মা। এই মাত্র মানসীকে দেখে আসছি।

রণ। মানসীর সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য নিয়ে, মহা সমস্যায় পড়েছি, প্রিয়ে।—তার সমাধান কত্তে পাচ্ছিনে!

পদ্মা। কি এমন বিশেষ সমস্যা যার জন্য তুমি চিন্তিত হয়েছ?

রণ। সমস্যা বড় জটিল, প্রিয়ে। মানসী আমার প্রভু-কন্যা। যার পিতার অন্নে আবাল্য এ দেহ পুষ্ট, যার পিতার অপরিমেয় স্নেহ দয়ায় রণজিতের প্রতি অস্থি, প্রতি মজ্জাকণা, পরিবর্দ্ধিত—যে মানসী সহোদর হ'তেও আমায় অধিক ভালবাসে, সেই মানসী,—সেই প্রিয়তমা মানসী আমার, আজ স্বাধীনতা হারা হ'য়ে শত্রু দুর্গে অবরুদ্ধা! আর রণজিৎ নিশ্চিন্ত মনে, নিশ্চেষ্ট ভাবে,—সুখ-শয্যায় শায়িত থাক্‌বে, রণজিতের প্রকৃতি সে উপাদানে গঠিত নয়! আবার, এদিকে অসামান্য কৃতজ্ঞতা-ঋণ! রণজিতের তপ্ত বক্ষরক্তের বিনিময়েও যে হারাধন-প্রাপ্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না,—মানসী-শত্রু পুরঞ্জন আমায়, অযাচিত ভাবে সেধন দান ক'রে উদারতা, মহানুভবতা ও বন্ধুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন! অধিক কি, পুরঞ্জনের ব্যবস্থা ফলেই উন্মত্ত রণজিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে, তাঁরই সুসজ্জিত কক্ষে অদ্যাপি রাজার সম্মানে বাস কচ্ছে! সেই পুরঞ্জনের বিরুদ্ধাচরণ অপেক্ষা, নীচতা, কাপুরুষতা, ও কৃতঘ্নতা, কেউ কখনও কল্পনাও কত্তে পারে কি? বিষম সমস্যা-সমুদ্রে ভাসমান্ আমি—পরিত্রাণ-লাভের উপায় দেখ্‌ছিনে।

পদ্মা। এই—কথা? আমি যদি এর সরল মীমাংসা করে দিতে পারি,—পুরস্কার?

রণ। পুরস্কার আর কি দেবো?—দেবার বাকী কি? দেহ-মন সকলই যে উৎসর্গীকৃত হয়ে আছে!

পদ্মা। ঈস্—থাম। অত বলোনা। আমি উপায় বলে দিচ্ছি, তুমি সব কাজ গুছিয়ে নিবে।

রণ। বল আমায় কি কত্তে হবে? কি করে উভয় দিক রক্ষা করবো,—ভেবে ঠিক কত্তে পাচ্ছিনে।

পদ্মা। শোন তবে। তোমার যে গো গোড়ায় ভুল, তাই এত আকুল হয়ে উঠেছ। পুরঞ্জন মানসীর শত্রু নয়, মানসীও পুরঞ্জনের শত্রু নয়, বরং উভয়ে উভয়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। এক্ষণে তুমি যদি সম্রাট্‌কে সম্মত ক'রে, সত্বর যুগল-মিলনের ব্যবস্থা কত্তে পার, সকল দিক বজায় থাকে। একদিন তুমি ত বলেছিলে, যেমন পাত্রী মানসী, তেমন পাত্র পুরঞ্জন!

রণ। মানসী পুরঞ্জনের প্রতি অনুরক্তা, এটী কি সত্য?

পদ্মা। এত সাহস তোমার? আমার কথায় অবধি সন্দেহ? এ হুজুর স্বয়ং তার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ! এক্ষণে যা বল্লুম, তারই চেষ্টা কর।

রণ। রাজার সম্মতি? তা অতি সহজে সংগৃহীত হতে পারে, যদি পুরঞ্জন আমার প্রস্তাবে সম্মত হন।

পদ্মা। কি সে প্রস্তাব, শুনি?

রণ। যদি পুরঞ্জন সসম্মানে মানসীকে সত্বর সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন।

পদ্মা। অই যে পুরঞ্জন এ দিকেই আস্‌ছেন, কথাটা উত্থাপন ক'রে দেখ না।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। সেনাপতি, এখানে কোনও অসুবিধা ভোগ কচ্ছেন না তো? আমি নানা কারণে, সকল সময়, সকল তত্ত্ব স্বয়ং নিতে পাচ্ছিনে। অবস্থা বিবেচনায়, সে ক্রটী মার্জ্জনা করবেন, ভরসা আছে।

রণ। পুরঞ্জন, ভাই, তোমার বিনয়, তোমার শিষ্টাচার, তোমার অযাচিত অনুগ্রহ—রণজিৎ জীবনে যদি কখনও বিস্মৃত হয়, তা হলে তার মত নরাধম, তার মত অকৃতজ্ঞ, এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয়টী আর নেই। তোমার ঋণ অপরিশোধ্য। তবে যা শুন্‌ছি, তা যদি সত্য হয়, তোমার তুষ্টি-সাধন-ব্যাপারে,—রণজিৎ কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা কত্তে ও সমর্থ হতে পারে।

পুর। আমার সম্বন্ধে সেনাপতি কি শুনেছেন, জান্‌তে বড় ঔৎসুক্য হয়।

রণ। পুরঞ্জন, তোমাকে সহোদর-তুল্য স্নেহ করি। সরল ভাবে যা জিজ্ঞেস করবো, তার উত্তর সরল ভাবে দেবে, এ আশা কত্তে পারি না কি?

পুর। পুরঞ্জন বোধ হয় বন্ধুতার মর্য্যাদা রক্ষা কত্তে কাতর হবে না। বলুন, আপনার কি প্রশ্ন ?

রণ। শুনলুম, কাশ্মীর-রাজ-দুহিতার প্রতি ভৈরব দুর্গাধিপতি অনুরক্ত, এ কথা কি যথার্থ ?

পুর। যথার্থ বটে।

রণ। বড়ই সন্তুষ্ট হলুম। তবে ভাই, আজ আমার আর একটা অনুরোধ তোমায় রাখ্তে হবে।

পুর। কি অনুরোধ বলুন, রাখ্বার হলে অবশ্যই রাখ্বো।

রণ। অবরুদ্ধা না রেখে, মানসীকে তুমি তার পিতৃসমীপে প্রেরণ কর, এই অনুরোধ। তুমি স্বয়ং তাকে নিয়ে সম্রাটের কাছে চল।

পুর। অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন। মানসীকে তাঁর পিতার নিকট প্রেরণ কর্বো, এই মাত্র তা স্থির করেছি। তবে স্বয়ং সেখানে যাবার প্রয়োজন কি, বুঝিনা।

রণ। প্রয়োজন আছে। এটী আমারই অনুরোধ জান্বে। আমার ঋণের, কণামাত্র পরিশোধের চেষ্টা কর্বো, ভাই।

পুর। আপনার অনুরোধ রক্ষায়, আমার আপত্তি নেই।

রণ। বড় বাধিত হলুম। তা হলে বিলম্বের প্রয়োজন নেই। কল্য অপরাহ্নেই যাত্রা করা যাবে। রাজ-কন্যা প্রত্যর্পিতা হবেন, শুধু এটুকু সংবাদ, আজ রাজশিবিরে প্রেরণের ব্যবস্থা কর।

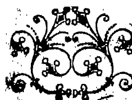
পুর। এ দণ্ডেই তা কচ্ছি। (প্রস্থান)

পদ্মা। সমস্যার সমাধান হলো ?

রণ। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা শতবার কচ্ছি।

পদ্মা। এত অনেক দিন, অনেক বার করেছ। এ আর নূতন কি ?

রণ। কুড়ি ছাড়িয়ে বুড়ী হতে চল্লে, তবু নূতনত্বের সাধ মিটে নি ? চল, এক্ষণে নূতনের মায়া পরিত্যাগ করে, পুরাতন কাশ্মীরে যাবার আয়োজন করি। (উভয়ের প্রস্থান)



৩য় দৃশ্য—দরবার।

(রাজা, রণজিৎ, ও অনুচরগণ।)

রাজা। সেনাপতি, এরূপ অসম্ভবভাবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে কত আনন্দিত হয়েছি, ভাষায় তা ব্যক্ত কত্তে পাচ্ছিনে। তোমার রোগ-মুক্তির কথা, পদ্মাবতীর ঘটনা, কল্পিত উপন্যাসের ন্যায় জ্ঞান হচ্ছে। আরও সুখের বিষয়, মানসী আমার, শত্রুদুর্গে তোমাদের সহবাসে কাল কাটিয়েছে! কিন্তু একটা কথা,—দস্যু-দল-পতি সহসা মানসীকে প্রত্যর্পণ কত্তে সম্মত হলো কেন, ভেবে পাচ্ছিনে। বোধ হয়, এর মূলে তুমিই বিদ্যমান।

রণ। মানসী প্রত্যর্পণ তারই অভিপ্রেত ছিল, তবে রাজ-শিবিরে তার আগমন, আমারই অনুরোধের ফল বটে।

রাজা। ভালই করেছ, রণজিৎ। এক্ষণে শত্রুর সদ্ব্যবহারের পুরস্কার-বিধান, নিতান্ত সঙ্গত। কত অর্থ পেলে, দস্যু-পতি তুষ্ট হবে, অনুমান কর?

রণ। অর্থে সে সন্তুষ্ট হবে কিনা, জানিনা, সম্রাট্। পার্ব্বত্য দস্যু নয়, —ক্ষত্র-বংশজ বীর যুবক, সে! আপনার পরিচিত হলেও হতে পারে:

রাজা। আমার পরিচিত?

রণ। বোধ হয়, অপরিচিত নয়। প্রধান সভাসদ্ রত্নেশ্বর সিংহকে মনে পড়ে, মহারাজ্?

রাজা। রত্নেশ্বর? দশ বছর পূর্ব্বে যে কাশ্মীর হতে বিতাড়িত হয়েছিল?

রণ। হাঁ, আপনার বর্ত্তমান প্রতিদ্বন্দ্বী পুরঞ্জন, তাঁরই ঔরস-জাত পুত্র!

রাজা। আশ্চর্য্য! রত্নেশ্বরের পুত্র দস্যুতা কচ্ছে? রত্নেশ্বর-পুত্র রাজদ্রোহী?

রণ। তার বিশিষ্ট কারণ আছে? মন্ত্রী চন্দ্রচূড়ের ষড়যন্ত্রে, বিনাদোষে রত্নেশ্বর সিংহ নির্ব্বাসিত হন, তাঁর হৃদয়ে আমরণ, এ বিশ্বাস বলবতী ছিল। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পর্য্যন্ত, বৃদ্ধ রাজ-স্নেহাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এটা আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে জানি। আর সম্রাট্ কর্ত্তৃক স-সম্মানে কাশ্মীরে আহূত হবার আকাঙ্ক্ষায়, পিতার আদেশেই পুরঞ্জন যুদ্ধে ব্যাপৃত।

রাজা। ভাল, মানসী প্রত্যর্পণের পুরস্কার স্বরূপ, তাকে সমাদরে কাশ্মীরে আহ্বান কর্‌বো,—তাকে তার পিতৃপদে নিযুক্ত কর্‌বো।

রণ। এই কি প্রচুর পুরস্কার হলো, সম্রাট্‌?

রাজা। তবে বল সেনাপতি, কি উপায়ে, কোন্‌ পুরস্কার-লাভে পুরঞ্জন প্রসন্নতা লাভ কর্‌বে? সে পুরস্কার-দানে, আমি আজ কৃপণতা প্রকাশ কর্‌বোনা।

রণ। পুরঞ্জন মানসীর পাণি-গ্রহণাভিলাষী। রাজন্‌, বংশ মর্য্যাদায় সে হীন নয়। তার বীরত্বের পরীক্ষা; মহারাজ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আর, তার উদারতা, মহানুভবতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলীর সাক্ষী—আপনারই সেনাপতি—এই রণজিৎ সিংহ। সুতরাং এক্ষেত্রে তার আকাঙ্ক্ষা, নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না।

রাজা: (ক্ষণপরে) এ আকাঙ্ক্ষা-পূরণ সম্পূর্ণরূপে আমারই ইচ্ছা-সাপেক্ষ নয় ত, রণজিৎ। মানসীর মত গ্রহণ না ক'রে—

রণ। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মানসী তার গুণমুগ্ধা। আপনার অভিপ্রেত হ'লে, এতে মানসীর অসম্মতির কারণ নেই। ঐই যে মানসী আস্‌ছে!

(মানসী ও পদ্মাবতীর প্রবেশ)

রাজা। আয় মা, অন্ধের নয়ন, কাঙ্গালের ধন, আমার হৃদয়-মরুভূমের একমাত্র পান্থপাদপ,—আমার বুকে আয়।

মান। বাবা, বাবা,—আমায় বুকে ক'রে আমার হৃদয়ের জ্বালা দূর কর, বাবা। (রাজ-ক্রোড়ে উপবেশন)

রাজা। সতী পদ্মাবতি, তোমায় জীবিতা দে'খে, এ বৃদ্ধ কত আনন্দিত, তা আর বলে কি জানাব, মা? তুমি চির আয়ুষ্মতী হও।

পদ্মা। সম্রাট্‌, আশীর্ব্বাদ করুন, পদ্মাবতী যেন জন্মে জন্মে আপনার মত আশ্রয়-বৃক্ষের ছায়ায়, তার হৃদয়-দেবতার চরণ-সেবার অধিকারিণী হয়।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

রণ। মহারাজ, বীরশ্রেষ্ঠ পুরঞ্জনসিংহ রাজসভায় উপস্থিত।

রাজা। এস, পুরঞ্জন, কাশ্মীরাধিপতি তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা কচ্ছে।

(পুরঞ্জনের উপবেশন ও রঘুবীরের প্রবেশ)

রাজা। ইনি কে?

পুর। কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিপতি। বর্ত্তমানে আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সহকারী-সেনাপতি।

রাজা। বড়ই আহ্লাদের কথা,—আজ তোমাদের সকলের দর্শন লাভ কল্লুম। দৈব-বিড়ম্বনায় কাশ্মীর-রাজের হৃদয়মণি তোমার হস্তগত হয়েছিল, পুরঞ্জন। দয়া করে, স্বীয় উদারতা-গুণে তুমি আজ সে ধন আমায় প্রত্যর্পণ করেছ,—এ জন্য আমি তোমার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।—আমি সেনাপতির মুখে সকলই শুনেছি, তুমি আমার নিতান্ত পর নও। তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য, সমগ্র কাশ্মীররাজ্য তোমায় উপঢৌকন দিতেও আমি কুণ্ঠিত হব না। বল, বল, পুরঞ্জন, কিসে তোমার তৃপ্তিসাধন হবে। আমার সাধ্যের অতীত না হ'লে, আমি তোমার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করবো।

পুর। মহারাজের নিকট পুরস্কৃত হয়, এমন কোনও প্রশংসার কাজ, এ পর্য্যন্ত পুরঞ্জন করেনি। মহারাজ, যা বলছেন, তাতে তাঁরই উদারতা সপ্রমাণ হচ্ছে।

রণ। মহারাজ, পুরঞ্জনসিংহের পক্ষে আমি আজ আপনার নিকট মানসী-রত্ন ভিক্ষা-প্রার্থনা কচ্ছি। পুরঞ্জন বহু-গুণ-সম্পন্ন রণকুশল ক্ষত্রিয় যুবক, আমাদের স্নেহের মানসীর অযোগ্য পাত্র নয়।

রাজা। মা, তোর সেনাপতি দাদার কথা শুনলি? এ সম্পর্কে তোর বক্তব্য কি মা?

মান। (সলাজে) আমায় জিজ্ঞাসা কেন, বাবা?

রাজা। তবে সেনাপতি, তোমার প্রার্থনা বিফল হবে না। আমি পুরঞ্জনের হস্তেই মানসী-রত্ন সম্প্রদান করবো।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু।

রাজা। বৎস পুরঞ্জন, আমি আমার সর্ব্বস্বধন মানসীকে, তোমারই করে অর্পণ করবো। কাশ্মীরের সিংহাসন, এ পরিণয়ের যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হবে। সম্ভ্রান্ত ক্ষত্র-বংশজাত বীর যুবক তুমি,—আশা করি, পরম সুহৃদ্ সেনাপতি-শ্রেষ্ঠ রণজিৎ সিংহের সহায়তায় সুশৃঙ্খলায়

সঙ্গে রাজ্য-পালন কর্‌বে। আর মানসী? এ রত্নের অযত্ন কোথাও হবে না, সুতরাং তার জন্য আমি চিন্তিত নই। তাহলে সেনাপতি, কালই অতি প্রত্যূষে কাশ্মীর-যাত্রার আয়োজন কর। সর্দ্দার রঘুবীরও আমাদের সঙ্গী হন, আমার একান্ত অনুরোধ। এস মা পদ্মাবতি, এ সব অভ্যাগতের উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন তোমাকেই কর্ত্তে হবে। (রাজা ও পদ্মাবতীর প্রস্থান)

রঘু। সেনাপতি, অসংখ্য পার্ব্বত্য সেনা দুর্গে উৎকণ্ঠ হয়ে আছে। তাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কি?

রণ। হাঁ, এ শুভ সংবাদ ত্বরায় তাদের গোচর করা আবশ্যক। সর্দ্দার, আজ হতে তোমার সমগ্র পার্ব্বত্য-প্রদেশ কাশ্মীরের মিত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হলো। তুমি নিষ্কর এ প্রদেশ উপভোগ কর্‌বে। আর আমাদের উত্তর প্রান্তস্থিত কেল্লাও তোমার শাসনাধীন থাক্‌বে।

রঘু। এ আপনাদের বিশিষ্ট দয়ার অকৃত্রিম নিদর্শন!

রণ। কিছু নয়। এ শুধু উপযুক্ততার সামান্য পুরস্কার। এক্ষণে চল সর্দ্দার, ত্বরায় ভৈরব দুর্গে দূত প্রেরণ করি গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। ওগো, সকলেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিচ্ছ যে? না, না, অই যে অপূর্ব্ব যুগল-মূর্ত্তি! পাগলের আজ বড় ফূর্ত্তি—ভাই সব। কাঁচ্চা ছটাকে আজ আর কুলুচ্ছেনা, দাদা। গাদা গাদা গাঁজার যোগাড় কর্ত্তে হবে। আজ বাঞ্ছা-পাগল মনের সাধে বগল বাজাবে। এরূপ একটা কিছু যে ঘট্‌বে, তা কালই বাঞ্ছা টের পেয়েছিল। সেনাপতি-বাবার সঙ্গে মায়ের পরামর্শের খানিকটা—সে, সুযোগে হঠাৎ হজম ক'রে ফেলে। তারই ফলে, আজ এ শুভ দিনে সভাসদ্‌গণের চোখ কাণের তৃপ্তি সাধনের যোগাড়, সে যে একটু না করেছে, এমন নয়। কোথায় গো, চঞ্চল-চরণা, কটাক্ষ-ভূষণা, সা-ঋ-গা-মা-পা-ধা-সাধিকা, রক্ত-শোষিকা—থুরি থুরি,—রসিক-তোষিকার দল! এদিকে এস। আর দেরী ক'রো না, মধুরেণ সমাপয়েৎ।

(নর্ত্তকীবৃন্দের প্রবেশ)

নৃত্য গীত।

ফুটেছে কাননে কুসুমের কলি ছুটেছে মধুর বাস।
নীলিম-গগনে, রজত-জ্যোছনা হাসিছে মধুর হাস।
গায়, পিউ পিউ পিউ-তানে পাপিয়া,
খায়, ফুল মধু অলিকুল লুটিয়া—
মধুরা যামিনী, প্রেমিক-প্রেমিকা মিটিয়ে নে' মনের আশ।

[যবনিকা-পতন]



সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

১৫ পৃষ্ঠা। বাঞ্ছারামের উক্তি।

(২১ ছত্রে মন্ত্রীর "সন্ধান কত্তে পারি কিনা।" উক্তির পর)

গান।

মন হ'লি কি দিশে হারা ?
কেন মিছে হিসেব কিতেব নাড়া ?
থাক্‌লে কিছু জমার ঘরে, খরচ বাড়্‌লে ভাব্‌না বাড়ে,
(তোর) জমার ঘর যে খালি পড়ে, খরচের নেই কুল-কিনারা।
শেষ দিনে নিকেশের কালে, কাজ কি মিছে গণ্ডগোলে ?
—'পাষাণী মার দেউলে ছেলে',—কবুল জবাব কর্‌বি খাড়া।

২৫ পৃষ্ঠা পদ্মাবতীর উক্তি।

(২য় ছত্রের পর)

গান।

ধন-জন-কাঞ্চন-রতনে নেইকো আমার প্রয়োজন।
ঐই চরণ—জীবন-ভরা পূজিব,—এ আকিঞ্চন।
ব্রত-যাগ-উপাসনা, ভজন-পূজন-সাধনা,—
সকলই বিফল অবলার, পতিপদ সেবা বিনা,
চরণ দরশনে সফল জীবন। (নয়ন ভয়ে।)
পতিধর্ম্ম, পতিস্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ সতীর—পতি,
পতির প্রীতিতে তুষ্ট, সর্ব্বদেব সতীর প্রতি,
সতীর পরাগতি পতির চরণ,—

সম্পদে কিবা বিপদে, দাসীরে রেখো শ্রীপদে,—
পদ ছাড়া কভু যে না হই, (প্রভোহে)
কুটীরে কিবা ভবনে, মরুভূ-মহাশ্মশানে
চরণ তলে পড়ে যেন রই,—
আমার এই কামনা, (অই চরণ বই কিছু জানিনা),—
যেন যুগ-যুগান্তে সেবি চরণ। (জীবন-মরণে।)

৩০ পৃষ্ঠা। রণজিতের উক্তি।
(সর্ব্বশেষ ছত্রে রণজিতের "কুল ধর্ম্মরক্ষা কর" উক্তির পর)

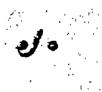
গান।

হয়ে কুলবতী, একি মতি, আজ তোমার ?
এ পাপ-কথায় শিহরে কায়,—ছিছি কি ব্যভিচার !
সীতা-সাবিত্রী, পদ্মিনী, বেহুলা,—
যে দেশ করিলা ধন্য, (তুমি) সে দেশেরই মহিলা,—
তবে কেন এ দুর্ম্মতি, কেন এত অধোগতি,—
হবে কুলে যে অখ্যাতি, ঘুচিবেনা কভু আর।
দেবীরূপে পূজিতা তুমি কাশ্মীরে,
পিশাচী গণিতা হবে, অচিরে ঘরে ঘরে,—
ক্ষণিক মোহের বশে, লালসার স্রোতে ভে'সে
পাপ-সাগরে নিমেষে, দিওনা সাধে সাঁতার।

৪৯ পৃষ্ঠা। রাজার উক্তি।
(১৩শ ছত্রের "খেলা পরিত্যাগ করি।"—উক্তির পর)

গান।

মিছে এ পুতুল-খেলা হায়। (ভবে)।



কেবা কার প্রজা,—কে প্রভু, কে রাজা ?
শুধুই সং সাজা,—মজিয়ে মায়ায়।
কেহ মাতারূপে, কেউ তনয়া সে'জে;
কেউ বা পুত্ররূপে, কেউ বা পিতা নিজে,—
রয়েছে কি মোহে কে যে কিসে মজে
(কেউ না ভাবে) (কার ইঙ্গিতে নাচে ভবে, তা)
(দুদিনে খেলা ফুরাবে,) যখন ছিঁড়্বে মায়া-ডোর,
কাট্‌বে নেশার ঘোর, দেখ্‌বে সবাই সবই
ছায়া-বাজি প্রায়।

৫৭ পৃষ্ঠা। বাঞ্ছারামের উক্তি।
(২০ ছত্রের "এখানে কে আছ"—উক্তির পর)

গান।

কেন বিধি প্রতিবাদী অকালে ?
অই যে মুকুলিতা আশা লতা, শুকাইল সমূলে।
পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে, কোথা আজ মা যাস্ পালিয়ে,
ফাঁকি দিয়ে,—তুই পতি-প্রেম গেলি ভুলিয়ে,
ভুলিলি পাগল ছেলে ?
ফিরে বাবা এলে ঘরে, কি ব'লে বুঝাব তাঁরে,—
(ব'লে যা, ব'লে যা) (কোথা গেলি—কি বলিব, তুই)
নিমেষের তরে, না হেরিলে যাঁরে,
ভাসিতি নয়ন-জলে,
ঠেলে ফেলে তাঁরে, স্নেহ-ডোর ছিঁড়ে
কেমনে যাইবি চলে ?

তুই যে কঠোরা এত, আগে মা, তা জানিনি ত!
হা বিধাতঃ,—আজ সহসা অশনি-পাতে
কি মঙ্গল সাধিলে?

---

৯৩ পৃষ্ঠা। রাজার উক্তি।
(১২শ ছত্রে "আর ভাবতে পারি না"—উক্তির পর)

গান।

এতদিনে হায়, সকলই ফুরায়, কুল-মান-খ্যাতি রসাতলে যায়।
(আমি) অতি নিরুপায়, হায় হায় হায়, কার কাছে যাব,—
কি করি উপায়?
বিপদ-পাথারে যে ছিল কাণ্ডারী, রক্ষিত দুর্দ্দিনে প্রাণপণ করি,
আপনা পাশরি,—
তারে অকারণে, পুড়িনু যে আগুনে, তাহ'তে শতগুণে,
পুড়িব জ্বালায়,—
তুলাদণ্ডে বিধাতার, অতি সূক্ষ্ম সুবিচার, এ দণ্ড খণ্ডাবার
কে হবে সহায়?
আমার কুকর্ম্ম-ফলে, মর্ম্ম-দাহে সতী জ্ব'লে, শ্মশানের চিতানলে
ত্যজিলা জীবন—
করিনু মহাপাপ, তাতে এ মনস্তাপ, সতীর সে অভিশাপ,
ফলিল এখন।
আজি প্রাণের দুহিতা, বলে অপহৃতা,—ফির্‌বো পথে পথে,
পাগলের প্রায়।

Printed by B. C. Deb.
at the Ramcharan Press,
HABIGANJ.

অতি সুলভে খাতা, বহি ইত্যাদি জিল্দ করা হয়।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দেব

রামচরণ প্রেস, হবিগঞ্জ